CMYK

চমক ভরা
ধনতেরস
অফার প্রসারিত হ'ল
১৬ থেকে ২১ নভেম্বর পর্যন্ত
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
সবার সাদর আমন্ত্রণ

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

সিস্টার
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 18 November, 2020 ■ আগরতলা, ১৮ নভেম্বর, ২০২০ ইং ■ ২ অগ্রহায়ন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ফের সরব প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর (হি. স.)।। ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে আয়োজিত ব্রিকস সম্মেলনে সন্ত্রাসবাদ নিয়ে সরব হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বর্তমান সময়ে গোটা বিশ্বের কাছে সন্ত্রাসবাদ হচ্ছে সবথেকে বড় সমস্যা বলে দাবি করেছেন তিনি।

ব্রাজিল, রাশিয়া, চিন দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারতকে নিয়ে গঠিত ব্রিকস গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির এই সম্মেলনে মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে গোটা বিশ্বের কাছে সবথেকে বড় সমস্যা হচ্ছে সন্ত্রাসবাদ। যেসব দেশ সন্ত্রাসবাদকে ক্রমাগত মদত দিয়ে চলেছে তাদের কাছে কৈফিয়ত চাইতে হবে। সংঘবদ্ধভাবে এই সমস্যার সমাধান করতে হবে। ২০২১ সালে ১৫ বছর পূর্ণ করছে ব্রিকস। বিগত দেড় দশক ধরে এই সংগঠন যে পদক্ষেপ

ব্রিকস সম্মেলন

ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তা সমীক্ষা করার সময় এসেছে।

এদিনের সম্মেলনে আত্মনির্ভর ভারতের প্রসঙ্গ তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন ভারতকে আত্মনির্ভর ও প্রাণবন্ত করে তুলতে আত্মনির্ভর ভারত প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে উপকৃত হবে গোটা বিশ্বের অর্থনীতি। বিশ্ব অর্থনীতিতে শক্তি হয়ে দেখা দেবে আত্মনির্ভর ভারত। করোনা উত্তর আর্থিক পরিস্থিতিকে শক্তিশালী ভিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য আত্মনির্ভর ভারতের ভাবনা। করোনা পরিস্থিতিতে বিশ্বের ১৫০টি দেশকে প্রতিষেধক দিয়ে সহায়তা করেছে ভারত। মানবিকতার নামে আগামী দিনেও ঠিক এই ভাবেই সহায়তা করে যাবে ভারত। এবারের ব্রিকস সম্মেলনের আয়োজন করে রাশিয়া। রাষ্ট্রসঙ্ঘের ৭৫ বর্ষপূর্তির প্রেক্ষাপটে এই সম্মেলন আয়োজন করা হয়েছে।

ব্রু শরণার্থী পুনর্বাসনে আপত্তি

ধর্মঘটে অনড় জেএমসি
কাঞ্চনপুরে জারি ১৪৪ ধারা

কাঞ্চনপুর, ১৭ নভেম্বর (হি.স.)।। ব্রু শরণার্থী পুনর্বাসনের বিরুদ্ধাচরণ করে কাঞ্চনপুরে চলমান অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট সংক্রান্ত বিষয়ে জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি (জেএমসি)-র সাথে প্রশাসনের বৈঠকে কোনও সুরাহা হয়নি। তাই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য কাঞ্চনপুর মহকুমা জুড়ে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে।

দুষ্কৃতী-হামলায় রক্তাক্ত পাম্প অপারেটর, থমথমে মহকুমা সদর, কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েন

আজ মঙ্গলবার জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটির সাথে উত্তর ত্রিপুরা জেলা প্রশাসন বৈঠক করেছে। বৈঠকে জেলাশাসক জানিয়েছেন, কাঞ্চনপুর মহকুমায় ব্রু শরণার্থী ১,০০০ পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হবে। বাকিদের অন্যত্র পুনর্বাসনে স্থির হয়েছে। কিন্তু জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি তাতেও আপত্তি জানিয়েছে। কমিটির সদস্য রঞ্জিত নাথ বলেন, কাঞ্চনপুর মহকুমায় সর্বোচ্চ ৫০০ ব্রু শরণার্থী পরিবারকে পুনর্বাসনে আমাদের আপত্তি নেই। এছাড়া, মনু-ছৈলেংটা, গছিরাম, নন্দিরাম এলাকায় কোনও ব্রু শরণার্থীকে পুনর্বাসন দেওয়া যাবে না। তিনি বলেন, ত্রিপুরা সরকার আমাদের দাবি নিয়ে বিবেচনার জন্য সময় চেয়েছে। কিন্তু আমরা সাফ জানিয়েছি, দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হবে না।

জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি ধর্মঘটে অনড় থাকায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার জন্য কাঞ্চনপুরে ব মহকুমাশাসক সমগ্র মহকুমায় ১৪৪ ধারা জারি করেছেন। আগামীকাল রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত ওই আদেশ কার্যকর থাকবে। ফলে কাঞ্চনপুর মহকুমায় কোনও ভাবেই জমায়েত কিংবা মিছিল করা যাবে না।

এদিকে, দুষ্কৃতীর হামলায় পাম্প অপারেটরের রক্তাক্ত হওয়ার ঘটনায় কাঞ্চনপুরে প্রচণ্ড উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। ওই ঘটনায় দুই গোষ্ঠীর মধ্যে চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। ঘটনায় ব্রু শরণার্থীদের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল উঠেছে। পূর্ব লক্ষ্মীপুর এলাকার বাসিন্দা সুবল দে (৩৬) দুষ্কৃতীদের আক্রমণে গুরুতর আহত হয়ে বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

সুবল দে-র স্ত্রী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল কাউন্সিল নির্বাচনের দিন ঘোষণা

গুয়াহাটি, ১৭ নভেম্বর (হি.স.)।। অবেশষে ৪০ আসন বিশিষ্ট বড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল কাউন্সিল (বিটিসি)-এর সাধারণ নির্বাচনের দিন ঘোষণা করেছেন অসম রাজ্য নির্বাচন কমিশনার অলোক কুমার। দুই দফায় ৭ এবং ১০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত ভোটগ্রহণ। ভোট গণনা এবং ফলাফল ঘোষণা হবে ১২ ডিসেম্বর।

অসম রাজ্য নির্বাচন কমিশনার অলোক কুমার মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে বিটিসি নির্বাচনের দিন ঘোষণা করে জানান, প্রথম এবং দ্বিতীয়, দুই দফায় বিটিসির সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম দফায় ৭ ডিসেম্বর সোমবার সকাল ৭.৩০ মিনিট থেকে বিকেল ৪.৩০ মিনিট পর্যন্ত নির্বাচন হবে দুই জেলা যথাক্রমে ওদালগুড়ি এবং বাকসায়। প্রথম দফার নির্বাচনে যদি কোনও কারণে পুনর্ভোট গ্রহণ করতে হয় তা-হলে পরের দিন ৮ ডিসেম্বর সকাল ৭.৩০ মিনিট থেকে ৪.৩০ মিনিট পর্যন্ত পুনর্ভোট হবে।

তিনি জানান, ১০ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় দফায় কোকরাঝাড় এবং চিরাং জেলায় ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। এদিন ভোটগ্রহণ হবে সকাল ৭.৩০ মিনিট ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জল্পনার অবসান হল দশ মাস পর রাজ্যের নতুন ডিজিপি ভিএস যাদব

আগরতলা, ১৭ নভেম্বর (হি.স.)।। ত্রিপুরায় নতুন ডিজিপি (পুলিশের মহানির্দেশক) পদে নিযুক্ত হয়েছেন ভিএস যাদব। ৩১ জানুয়ারি একে শুক্লার অবসর গ্রহণের পর প্রায় ১০ মাস ভারপ্রাপ্ত ডিজিপি হিসেবে দায়িত্ব সামলেছেন রাজীব সিং।

আজ মঙ্গলবার ত্রিপুরা সরকারের অবরসচিব মহম্মদ এইচ রহমান নতুন ডিজিপি নিযুক্তির বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন। ভিএস যাদব ১৯৮৭ ব্যাচের আইপিএস আধিকারিক। ইউপিএসসি তাঁর নিযুক্তিতে সিলমোহর দেওয়ায় ত্রিপুরা সরকার আজ তাঁকে পুলিশের মহানির্দেশক পদে বসিয়েছে।

গত অক্টোবর মাসে ত্রিপুরার ডিজিপি পদে নিযুক্তিতে ইউপিএসসি তিনজন আইপিএস

মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন রাজ্যের নতুন ডিজিপি।

আধিকারিকের প্যানালে সিলমোহর দিয়েছিল। ভিএস যাদব ছাড়া ওই তালিকায় ছিলেন অনুরাগ ধ্যানকার এবং রাজীব সিং। ভিএস যাদব বর্তমানে ওবিসি কল্যাণ দফতরে প্রধানসচিবের দায়িত্বে রয়েছেন। অনুরাগ ধ্যানকার নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীনে বিপিআরএন্ডডি-তে আইজি পদে দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। এছাড়া রাজীব সিং বর্তমানে ত্রিপুরা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত মহানির্দেশক হিসেবে দায়িত্ব সামলাচ্ছেন।

ইতিপূর্বে ত্রিপুরা সরকার ১৯৮৮ ব্যাচের অমিতাভ রঞ্জনকে ডিজিপি হিসেবে চেয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক তাঁকে ছাড়েনি। ফলে, ডিজিপি নিযুক্তিতে অনেকটা বিলম্ব হয়েছে। কারণ, মাঝে ত্রিপুরা সরকার ডিজিপি পদে নিয়োগে ৩০ বছর থেকে কমিয়ে ২৫ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতায় ছাড় চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট এ-বিষয়ে ত্রিপুরা সরকারকে কোনও ছাড় দেয়নি।

গকুলনগরে গৃহবধূকে পুড়িয়ে হত্যার চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৭ নভেম্বর।। রাজ্যে পণের দায়ে বধূ নির্যাতন ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশালগড় থানা এলাকার গোকুলনগরে এক গৃহবধূকে অগ্নিদগ্ধ করে হত্যার চেষ্টা করে স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনেরা। অগ্নি দগ্ধ গৃহবধূ বর্তমানে জিবি হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে।

অগ্নিদগ্ধ গৃহবধূর বাপের বাড়ি তরফ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে তাকে তার স্বামী এবং শাশুড়ি ঘরে আটকে রেখে গায়ে কেরোসিন ঢেলে অগ্নিদগ্ধ করে হত্যার চেষ্টা করেছে। অভিযুক্ত স্বামীর নাম রিপন সরকার এবং শাশুড়ির নাম কবিতা সরকার। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার সকাল নাগাদ।ঘটনার বিবরণে জানা গেছে প্রায় তিন বছর আগে সামাজিক প্রথায় তাদের বিয়ে হয়েছিল।বিয়েতে পাত্র পক্ষের দাবি অনুযায়ী পাত্রীপক্ষ নগদ টাকাসহ অন্যান্য জিনিসপত্র দিয়ে দিয়েছিল। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগরে ট্রেনের নীচে কাটা পড়ে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ১৭ নভেম্বর ।। চলন্ত ট্রেনের নীচে কাটা পড়ে অজ্ঞাতপরিচয় জনৈক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। ঘটনা সংঘটিত হয়েছে ধর্মনগর মহকুমার অন্তর্গত ডুপিরবন্দে অবস্থিত কাকরি সেতু সংলগ্ন এলাকায়। রেল পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মৃত ব্যক্তির ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য সরকারি হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, আজ মঙ্গলবার সকালের দিকে ধর্মনগর থেকে অসমের বদরপুরগামী একটি যাত্রীবাহী ট্রেনের ইঞ্জিনে কাটা পড়ে মৃত্যু হয়েছে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির। স্টেশন মাস্টারের খবরের ভিত্তিতে প্রথমে রেলকর্মীরা ঘটনা সম্বন্ধে জানতে পেরে ঘটনাস্থল থেকে মৃত ব্যক্তির একটি কাটা পায়ের অংশ উদ্ধার করেন। পরবর্তীতে স্থানীয় লোকজন এবং রেল পুলিশের তল্লাশিতে কাকরি নদীতে ছিটকে পড়া অজ্ঞাত ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়। ঘটনা সম্পর্কে জানাতে গিয়ে ধর্মনগর জিআরপি থানার ওসি সৌমেন সরকার জানান, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিখোঁজ যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর।। সিধাই থানা এলাকার ঘনিয়া সাধুপাড়া থেকে নিখোঁজ যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। কালী পূজার দিন থেকে ওই যুবক নিখোঁজ ছিল। তার নাম খোরাং দেববর্মা। সোশ্যাল মিডিয়ায় পরিবারের লোকেরা মৃতদেহটি দেখতে পেয়ে হাসপাতালে ছুটে আসেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিলোনীয়া

অবসরপ্রাপ্ত পুলিশকর্মীর নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ বর্বরোচিত হামলায় গুরুতর আহত এএসআই

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৭ নভেম্বর।। অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মীর হাতে আক্রান্ত বিলোনিয়া থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী সাব ইন্সপেক্টর। ঘটনা সোমবার রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ বিলোনিয়া ভারত চন্দ্র নগর ব্লকের সুকান্ত নগর পঞ্চায়েতের ড্রপগেইট এলাকায়।

একের পর এক সাংবাদিক আক্রান্ত হওয়ার পর শুরু হয়েছে পুলিশের উপর আক্রমণ। কালীপুজোর দশমী নামে বিলোনিয়া ড্রপ গেট এলাকায় শাসক দলের নেতার বাড়িতে ফুল ভলিউমে বক্স মেশিন বাজিয়ে উন্মত্ত তান্ডব লীলা। এই তাণ্ডবলীলা তে অতিষ্ঠ হয়ে এলাকার লোকজন বিলোনিয়া থানাতে খবর দেওয়ার পর , মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের নির্দেশে , পেট্রোলিংরত এএসআই স্বপন সেন সহ টিএসআর বাহিনীরা ড্রপ গেট এলাকার প্রাক্তন পুলিশ কনস্টেবল তথা শাসক দলীয় বিজেপি নেতা কিরণ বিশ্বাসের বাড়িতে গিয়ে বক্স মেশিন বন্ধ রাখার জন্য বলে এএসআই স্বপন সেন।

শাসক দলীয় নেতা কিরণ বিশ্বাস নিজেকে বাহুবলী হিসেবে জাহির করতে গিয়ে এএসআই স্বপন সেন এর সাথে বাকবিতন্ডা জড়িয়ে পড়ে এবং বাহুবলী নেতা কিরণ বিশ্বাস সাফ জানিয়ে দেন বক্স মেশিন বন্ধ হবে না। এই কথা শোনার পর এএসআই স্বপন সেন বলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নতুন শিক্ষানীতি জ্ঞানের মহাশক্তিতে ভারতকে পরিণত করবে ঃ উপরাষ্ট্রপতি

এনআইটি আগরতলায় ভার্চুয়াল ই-সমাবর্তন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর।। নতুন শিক্ষানীতির লক্ষ্যই হচ্ছে ভারতকে জ্ঞানের ক্ষেত্রে শক্তিধর রাষ্ট্রে পরিণত করা বলে জানিয়েছেন উপরাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডু। ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে আগরতলা এনআইটি ত্রয়োদশ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উপরাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন, প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা পদ্ধতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হচ্ছে নতুন শিক্ষানীতি।

তিনি বলেন, যেখানে পড়ুয়াদের ব্যক্তিত্বের সমগ্র আর সম্পূর্ণ বিকাশকে কেন্দ্রে রাখা হয়। ভারত বিশ্বগুরু ছিল। নালন্দা ও তক্ষশীলায় জ্ঞান প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় সেই সময় গোটা বিশ্ব থেকে পড়ুয়ারা ভারতে আসত। ভারত পুনরায় বিশ্বগুরু হবে। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় সৃজনশীলতা এবং উদ্ভাবনের আকাঙ্ক্ষা নতুন শিক্ষানীতি যে বৃদ্ধি করবে তা মনে করিয়ে দিয়েছেন উপরাষ্ট্রপতি। তিনি জানিয়েছেন পড়ুয়াদের বড় লক্ষ্য করে তা পূরণ করতে হবে। আইআইটি, এনআইটি এবং অন্যান্য উচ্চ শিক্ষ প্রতিষ্ঠানগুলি উচিত নিজের পঠন-পাঠনে আমূল পরিবর্তন আনা। একবিংশ শতাব্দীর চাহিদা অনুযায়ী পড়ুয়াদের গড়ে তুলতে হবে।

এন আই টি আগরতলার ত্রয়োদশ ভার্চুয়াল ই-সমাবর্তন আজ অনুষ্ঠিত হয়। উপরাষ্ট্রপতি এম ভেঙ্কাইয়া নাইডু ই-সমাবর্তনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এবং বক্তব্য রাখেন। অধ্যাপক গৌতম ভেমুরী সম্মানীয় অতিথি হিসেবে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। জয়েন্ট্রে ক্যাপিটেল সার্ভিস ও মুথা ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড-এর চেয়ারম্যান অনিল মুথা সম্মানীয় অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভাটি অভয়নগরে পুড়ল ৫টি বাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর।। মঙ্গলবার গভীর রাতে রাজধানী আগরতলা শহরের ভাটি অভয়নগর এলাকায় একটি বস্তিতে ভয়াবহ অগ্নিকান্ড ঘটে। তাতে কমপক্ষে পাঁচটি বাড়ি পুড়ে গিয়েছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমান পঞ্চাশ লক্ষাধিক টাকার বলে প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে।

এদিন রাতে আচমকা ভাটি অভয়নগরের একটি বাড়িতে আগুন লাগে। মুহূর্তের মধ্যেই অন্যান্য বাড়িতে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে ফায়ার ব্রিগেডের ছয়টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে। স্থানীয় জনগণ ও দমকলকর্মীদের প্রয়াসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়েছে প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে বৈদ্যুতিন সর্টসার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত। জানা ঘিয়ে একটি ঘরের মধ্যে বেশ কিছু ব্যাটারি চার্জ করা হত। আশঙ্কা ওই ঘরেই আগুনের সূত্রপাত। এদিকে, ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনও।

দেশ সফর করবেন বিজেপি রাষ্ট্রীয় সভাপতি

।। অভিজিৎ রায়চৌধুরী ।। নয়াদিল্লী, ১৭ নভেম্বর।। বিহারের জয়ের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় জনতা পার্টির জাতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা ২০২৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করার লক্ষ্য নিয়ে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে দেশ সফর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই কর্মসূচির নাম দেয়া হয়েছে 'রাষ্ট্রীয় বিস্তৃত প্রবাস'। ১০০ দিনের এই কর্মসূচি। রাষ্ট্রীয় সভাপতি শ্রীনাড্ডা রাজ্যগুলি সফরে যাবেন রাজ্যগুলিকেও এ, বি, সি এবং ডি বিভাগে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে।

বিভাগ এ হল সেই সব রাজ্যগুলি যেখানে বিজেপি সরকারে রয়েছে যেমন নাগাল্যান্ড, বিহার, কর্ণাটক, ত্রিপুরা ইত্যাদি। জাতীয় জোটের অংশীদার হিসেবে যেসব রাজ্য রয়েছে সেগুলি বি বিভাগে রাখা হয়েছে। যেমন, রাজস্থান, ছত্তিসগড়, মহারাষ্ট্র, দিল্লি, পাঞ্জাব, ওড়িশার মতো রাজ্যগুলি। বিভাগ সি লক্ষদ্বীপ, মেঘালয় এবং ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কামান স্থানান্তর ইস্যুতে স্পষ্টিকরণ সৈনিক বোর্ডের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর।। ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাকে পরাজিত করতে যে সমস্ত ভারতীয় বীর সেনানি বলিদান দিয়েছেন তাদের স্মৃতিতে রাজধানীর পোষ্ট অফিস চৌমুহনীতে স্মৃতি সৌধ তৈরি করা হয়। সেই স্মৃতিতে যুদ্ধে জেতা ট্যাঙ্ক ও আর্টিনারী গান রাখা হয়। প্রতি বছর ২৬ জানুয়ারী, ১৫ আগস্ট ও বিজয় দিবসে সেই স্মৃতি সৌধে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। কিন্তু দেখা গেছে স্মৃতি সৌধের এলাকা বিশাল। যে কারণে ট্রাফিকের সমস্যা হচ্ছে। সাধারন মানুষের সমস্যা হচ্ছে।

সেই মোতাবেক আর্মির কাছে থেকে আবেদন জানানো হয় এই স্মৃতি সৌধ ও তাতে থাকা জুদ্ধের স্মৃতি লিচু বাগান স্থিত এলবার্ট এক্কা পার্কে স্থানান্তর করার জন্য। এই দাবি ছিল দীর্ঘ দিনের। ২০১৬ সালের রাজ্য সৈনিক বোর্ডের বৈঠকে এই দাবি উঠেছিল। শহরে একটি স্মৃতি সৌধ থাকলে সুবিধা হয়। বহু স্মৃতি সৌধ থাকলে সমস্যা হয়। পোষ্ট অফিস চৌমুহনী স্থিত স্মৃতি সৌধ মেরামত করতে সমস্যা হচ্ছিল। রাতের অন্ধকারে কিছু লোক ঢুকে গিয়ে তার পরিবেশ নষ্ট করে। এর জন্য ২০১৯ সালের ৩১ জুন একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

সেই বৈঠকে যুগ্ম ভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এই স্মৃতি সৌধ এলবার্ট এক্কা পার্কে স্থানান্তর করার। এই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী সহ আর্মির আধিকারিকেরা ছিলেন। এলবার্ট এক্কা পার্কে শহীদদের শ্রদ্ধা জানাতে বড় আকারে স্মৃতি সৌধ বানানো যাবে। তাতে যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত সমস্ত স্মৃতি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যপালের হাতে এডিসি-র প্রশাসনিক ক্ষমতার মেয়াদ আরও ছয় মাস বাড়ল

আগরতলা, ১৭ নভেম্বর (হি.স.)।। রাজ্যপালের হাতে টিটিএএডিসি-র প্রশাসনিক ক্ষমতার মেয়াদ আরও ছয় মাস বেড়েছে। করোনা-র প্রকোপ থেকে এখনও নিস্তার মিলেনি। তাই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সাথে প্রশাসক হিসেবে জিকে রাওয়ের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। ত্রিপুরার রাজ্যপাল এ-বিষয়ে আজ বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন।

প্রসঙ্গত, গত ১৭ মে ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের (টিটিএএডিসি) মেয়াদ সমাপ্ত হয়েছে। কিন্তু করোনা-র প্রকোপে লকডাউনে নির্বাচন সম্ভব হয়নি। তাই মেয়াদ সমাপ্ত হওয়ার পর এডিসি-র প্রশাসনিক ক্ষমতা ১৮ মে থেকে রাজ্যপালের হাতে হস্তান্তর করা হয়েছিল। সংবিধান প্রদত্ত নিয়ম মেনে ত্রিপুরা মন্ত্রিসভা এডিসি-র প্রশাসনিক ক্ষমতা রাজ্যপালের হাতে হস্তান্তরে অনুমোদন দিয়েছিল। ফলে, স্বাভাবিক নিয়মে পরিষদ ভেঙে গেছে।

ত্রিপুরা মন্ত্রিসভা ষষ্ঠ তফশিলের ১৬(২) ধারা মোতাবেক রাজ্যপালের হাতে এডিসি-র সমস্ত ক্ষমতা হস্তান্তরে অনুমোদন দিয়েছিল। এক্ষেত্রে এডিসি পরিচালনায় রাজ্যপালের হাতে ৬ মাস ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। তবে রাজ্যপাল চাইলেই ওই সময়সীমা বৃদ্ধিও করতেও পারবেন, এমনই সিদ্ধান্ত হয়েছিল।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরা ছাড়া অসমে বড়োল্যান্ড টেরিটোরিয়াল কাউন্সিলের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও নির্বাচন ঘোষণার পর পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেখানেও ক্ষমতা রাজ্যপালের হাতে হস্তান্তর করা হয়েছিল। কারণ প্রশাসন পরিচালনায় কোনও অচলাবস্থা যাতে না হয়, তাই এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। তাতে সাংবিধানিকভাবে এডিসি পরিচালনায় কোনও বাধা থাকে না। তবে, আজ অসমে বড়োল্যান্ড টেরিটোরিয়াল কাউন্সিলের নির্বাচনের দিন ঘোষণা করা হয়েছে। সেখানে প্রথম পর্যায়ে ৭ ডিসেম্বর এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ১০ ডিসেম্বর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। গণনা অনুষ্ঠিত হবে ১২ ডিসেম্বর।

আজ টিটিএএডিসি-র প্রশাসনিক ক্ষমতা রাজ্যপালের হাতে হস্তান্তরের মেয়াদ পূর্ণ হচ্ছে। কিন্তু করোনা-র প্রকোপ থেকে এখনও পুরোদমে মুক্তি মিলেনি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও করোনা সম্পর্কে সকলকে সতর্ক এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পরামর্শ দিয়েছে। এ-সমস্ত বিষয় উল্লেখ করে এখনই নির্বাচন সম্ভব হচ্ছে না বলে এডিসি-তে রাজ্যপালের হাতে প্রশাসনিক ক্ষমতা হস্তান্তরের মেয়াদ আরও ছয় মাস বাড়ানো হয়েছে। ত্রিপুরার রাজ্যপাল রমেশ বৈস বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন। প্রশাসক হিসেবে তিনি জিকে রাও-কেই দায়িত্বে বহাল রেখেছেন।

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ৪২ ▫ ১৮ নভেম্বর ২০২০ইং ▫ ২ অগ্রহায়ণ ▫ বুধবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

আর্থিক স্বচ্ছতা বজায় রাখতে সিএজি

দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সমতা বজায় রাখার তাগিদে ভারতীয় সংবিধানে প্রয়োজনীয় সংস্থান রাখা হইয়াছে। সাংবিধানিক রীতিনীতি মানিয়া স্বাধীন-সার্বভৌম সংস্থার উন্মেষ ঘটানো হইয়াছে।কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া। সংক্ষেপে সিএজি বা ক্যাগ। ভারতের অডিট ও অ্যাকাউন্টসের সর্বপ্রধান সংস্থা। সাংবিধানিক ক্ষমতাবলে প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থা স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকারী। কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলির মিলিত উদ্যোগে যে সুবিশাল অর্থব্যবস্থা সারা দেশে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তাকে সময়োচিত প্রশ্ন করিবার ক্ষমতা এই প্রতিষ্ঠান ভোগ করে। এর উদ্দেশ্যসুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ, যাতে সরকারি অর্থব্যবস্থায় পূর্ণ স্বচ্ছতা বজায় থাকে। সিএজির কর্তব্য হইল, অর্থ-প্রশাসনকে দক্ষ ও জাতির স্বার্থবাহী করিয়া তোলা, যাহাতে সংবিধান এবং সংসদে প্রণীত আইনের পবিত্রতা রক্ষা হয়। সরকারি পর্যায়ে আয়-ব্যয়ের হিসাব দাখিল করিবার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার সংসদের কাছে এবং রাজ্য সরকারগুলি সংশ্লিষ্ট বিধানসভার কাছে দায়বদ্ধ। সংসদ এবং বিধানসভাগুলিকে এই ব্যাপারে পূর্ণ সহযোগিতা যে প্রতিষ্ঠান করে তার নাম সিএজি। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশ পরিচালনায় সরকার চারটি বিশেষ সুরক্ষাবলয়ের সুবিধা পায়সুপ্রিম কোর্ট, জাতীয় নির্বাচন কমিশন, ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন এবং সিএজি। সংবিধান-পুরুষ বি আর আম্বেদকর এই চারটি প্রতিষ্ঠানের ভিতরে সিএজিকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে করিতেন। তিনি মন্তব্য করিয়া গিয়াছেন, সংবিধানের আওতায় সিএজি হইল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অফিসার। তাহার কাজটি বিচার বিভাগের অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

সারা ভারত, প্রতিটি রাজ্য এবং উপযুক্ত কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি (যেখানে বিধানসভা রয়েছে) কনসোলিডেটেড ফান্ড থেকে যে টাকা পায় তার যাবতীয় হিসেব অডিট করিবার দায়িত্ব সিএজির। ভারতের আপৎকালীন তহবিল এবং পাবলিক অ্যাকাউন্টস সিএজি অডিট করে। একই নিয়মে অডিট করে রাজ্যগুলিরও ওই দু'টি বিষয়। কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলির মাধ্যমে অনেক কিছু ট্রেডিং এবং ম্যানুফ্যাকচারিং সম্পন্ন হয়। তার জন্য তাহাদের আয়-ব্যয়ের হিসেব রাখিতে হয়। ব্যালান্সশিট তৈরি করিতে হয়। সাবসিডিয়ারি অ্যাকাউন্টস রাখিতে হয় সরকারের কিছু ডিপার্টমেন্টকে। এসবও খতিয়ে দেখে রিপোর্ট তৈরি করে সিএজি। সরকারগুলির তরফে তাহাদের অধীন বিভিন্ন সংস্থা এবং কর্তৃপক্ষকে নানাভাবে প্রচুর টাকা দেওয়া হয়। গ্রহীতা সংস্থা/কর্তৃপক্ষের মধ্যে রহিয়াছে কোম্পানি, কর্পোরেশন এবং কিছু কর্তৃপক্ষ। এসব ক্ষেত্রেও জমা-খরচের বিস্তারিত হিসেব সিএজি খুঁটিয়া দেখিয়া রিপোর্ট দেয়। ঋণ, সিঙ্কিং ফান্ড, ডিপোজিট, অ্যাডভান্স, সাসপেন্স অ্যাকাউন্টস, অন্যত্র টাকা পাঠানো প্রভৃতি ব্যাপারে কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির তরফে নানা রকমের লেনদেন করা হয়। এসবের অডিট করাও সিএজির এক্তিয়ার। অডিট চলাকালে সিএজি সংশ্লিষ্ট অফিসগুলিকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে। তখন সংশ্লিষ্ট অফিসকে সময় মেনে সেসবের উত্তর দিতে হয়। তাতে সন্তুষ্ট না হইলে সিএজি ফের প্রশ্নমালা পাঠায় কিংবা ব্যাখ্যা চায়। সেটাও যথেষ্ট মনে না-হইলে প্রয়োজনীয় মন্তব্য-সহ রিপোর্ট চূড়ান্ত করে ফেলে সিএজি। তিন ধরনের বিষয়ের উপর রিপোর্ট তৈরি করিতে হয়অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন অ্যাকাউন্টস, ফিনান্স অ্যাকাউন্টস এবং সরকার অধিগৃহীত সংস্থাগুলি। কেন্দ্রীয় সরকার সংশ্লিষ্ট চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা দেওয়া হয় রাষ্ট্রপতিকে। তিনি সেটি সংসদের উভয় কক্ষে পেশ করেন। আর রাজ্য বিষয়ক চূড়ান্ত রিপোর্ট যায় রাজ্যপালদের কাছে। রাজ্যপালদের মাধ্যমে সেই রিপোর্ট পেশ করা হয় বিধানসভাগুলিতে।

সুতরাং সিএজি রিপোর্টের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। স্বচ্ছতার প্রশ্নে সিএজি যখন কোনও প্রতিষ্ঠানের প্রশংসা করে তখন তা নিয়ে দ্বিমতের অবকাশ থাকে না। সিএজি সেই কারণে স্বল্পবাকও বটে। উপযুক্ত ভিত্তি ছাড়া কোনও সরকার বা প্রতিষ্ঠানকে 'সার্টিফিকেট' দিতে যায় না। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সিএজি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সিএজির মর্যাদা রক্ষার জন্য প্রতিটি রাজ্যকেই

দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করিতে হইবে। অন্যথায় এই ক্ষেত্রে সার্থকতা মিলিবে না।

দলবদলের পরই তাঁকে বহিষ্কার করা হয়েছে, রিঙ্কু নস্কর প্রসঙ্গে মন্তব্য সুজন চক্রবর্তীর

কলকাতা,১৭ নভেম্বর (হি স): সামনেই একুশের নির্বাচন। বর্তমানে রাজনৈতিক দলগুলিতে ব্যস্ততা তুঙ্গে। এরই মাঝে মঙ্গলবার সিপিএম থেকে সরে বিজেপিতে যোগ দিলেন সিপিএমের বিদায়ী কাউন্সিলর রিঙ্কু নস্কর। রিঙ্কু নস্কর দল ছাড়ার পরেই কড়া বার্তা বাম পরিষদীয় দল নেতা সুজন চক্রবর্তীর।

এই প্রসঙ্গে সুজন চক্রবর্তী আরও বলেন, " দলবদলের পরই তাঁকে বহিষ্কার করা হয়েছে। কিছুদিন ধরেই সিপিএম কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে দলবিরোধী কাজের অভিযোগ আসছিল। তাঁকে সতর্ক করা হয়েছিল। সম্প্রতি দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিচ্ছিলেন না রিঙ্কু নস্কর। এভাবে দলের সঙ্গে দূরত্ব বাড়ছিলই"। মঙ্গলবার হেস্টিংসে এসে বিজেপিতে যোগ দেন সিপিএমের বিদায়ী কাউন্সিলর। অন্যদিকে, বিজেপিতে যোগ দিয়েই "তৃণমূলকে হারাতে গেলে বিজেপি ছাড়া বিকল্প নেই" বলে সাফ দাবি রিঙ্কু নস্করের। তিনি আরও বলেন, "মানুষ এখন বিজেপিকে পছন্দ করছে। সেই কারণেই বিজেপিতে যোগ দিয়েছি। আমার এটাই উপযুক্ত সময় বলে মনে হয়েছে"।

তিন দিনে বাবার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সারলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মেয়ে পৌলমী

কলকাতা, ১৭ নভেম্বর (হি স): মৃত্যুর কাছে পরাজিত হলেন অপরাজিত অপু। প্রায় এক মাসের বেশি সময় ধরে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে রবিবার মৃত্যুর কাছেই হার মানেন বর্ষীয়ান অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। দেখতে দেখতে কেটে গেল তিনটে দিন। মঙ্গলবার সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের তিন দিনে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের কাজ সারলেন অভিনেতার মেয়ে পৌলমী।

হিন্দু রীতি মেনে দক্ষিণ কলকাতার এক মঠে তিনদিনে বাবার আত্মার শান্তিতে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করেন তার মেয়ে পৌলমী। এদিনের অনুষ্ঠানে ছিল না বিশেষ জাঁকজমক। অনুষ্ঠানে কেবলমাত্র সৌমিত্রবাবুর থিয়েটার গ্রুপ মুখোমুখির হাতেগোনা সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। নিয়ম মেনে পরবর্তীতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সারবেন ছেলে সৌগত চট্টোপাধ্যায়, জানিয়েছেন পৌলমী।

টালিগঞ্জের আর্টিস্টস ফোরাম থেকে এবং পৌলমীদের 'মুখোমুখি' নাট্যদলের তরফে কিংবদন্তি অভিনেতার স্মৃতিতে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। সূত্রের খবর রাজ্য সরকারের তরফেও সৌমিত্র স্মরণে একটি শোকসভা আয়োজিত হতে পারে।

করোনাই যেন অনুঘটকের মত অভিনেতাকে এগিয়ে নিয়ে গেল না-ফেরার দেশে। অভিনেতাকে যখন ৬ অক্টোবার বেলভিউ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল চিকিৎসার জন্য তখন তিনি করোনা আক্রান্ত ছিলেন ঠিকই কিন্তু পরবর্তীকালে করোনামুক্ত হয়ে যান অভিনেতা। কিন্তু টানা চল্লিশ দিন ধরে মৃত্যুযুদ্ধ চালানোর পর, অবশেষে রবিবার লড়াইয়ে ইতি টানেন বাঙালির সবচেয়ে পছন্দের ফেলুদা। চিকিৎসকদের সূত্রে জানা যায়, রবিবার মাল্টিঅর্গান ফেলিওর, ব্রেনডেথ হয়ে মৃত্যু হয় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের। শনিবার বিকেলের পর থেকেই চিকিৎসকদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যান বর্ষীয়ান অভিনেতা।। রবিবার হাসপাতাল থেকে জানানো হয়, মৃত্যু হয়েছে সৌমিত্রের। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর।

১০৩ তম জন্মবার্ষিকীতে স্মরণে ইন্দিরা

শ্রেয়সী লস্কর

নেতা, সবাই হতে পারে, নেতৃত্ব সবাই দিতে পারে, কিন্তু কাজের মাধ্যমে মানুষের মনে চিরকালের মত জায়গা করতে পারে কয়জন! মহান হতে, নজির সৃষ্টি করতে সাহসের প্রয়োজন, ওনার সাহসের কোন তলনা নেই, ওনি একটি দেশকে স্বাধীন করিয়ে ছিলেন, ওনি এমন একজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন যিনি খুব সমালোচিত হয়েছিলেন, যাকে 'বুবা পুতুল' ও বলা হয়েছিল, যার নিজের দলের লোক তাকে পদত্যাগ করতে বলেছিলেন।

অনেক সমস্যা, অনেক বাঁধা বিপত্তি পেরিয়ে ওনি দেশের জন্য, দেশের গরিবের জন্য কাজ করেছেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যায় ওনি দেশকে উন্নতির পথে নিয়ে যান। ওনার নেতৃত্ব দেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রে খুবই উপযোগী ছিল, ওনি 'গরীবি হাটাও' এর স্লোগান দিয়েছিলেন, এবং জাতির স্বার্থে কাজ করে গেছেন তিনি হলেন ভারতের স্রাষ্ট ও একমাত্র মহিলা প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী।

ওনার জন্ম ১৯ নভেম্বর, ১৯১৭ এলাহাবাদে, সময়টা ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের, বাল্যকালে থেকেই তিনি তার পিতা পন্ডিত নেহরুর স্বাধীনতা সংগ্রাম দেখে বোরো হয়ে ওঠে।

বাল্যকালে তার ওপর গান্ধী জির অসহযোগিতা আন্দোলনের খুব প্রভাব পড়েছিল। চারিদিকে তখন মানুষ অসহযোগিতা আন্দোলনের সমর্থনে আগুনে বিদেশি দ্রব্যাদির আহুতি দিচ্ছে, ইন্দিরা ও তাই দেখছে চারিদিকে।

দেশজুড়ে তখন অসহযোগিতা আন্দোলনের প্রভাব তুঙ্গে একদিন প্যারিস থেকে ইন্দিরার এক আন্টি এলেন আশার সময় ইন্দিরার জন্য অনেক নতুন নতুন জামা-কাপড়, পুতুল নিয়ে এসেছিলেন, ইন্দিরা তখন খুবই ছোট তিনি তখন পুতুল নিয়ে খেলতে খুবই ভালোবাসতেন, তার পুতুলের খুবই ভাল সংগ্রহ ছিল, পুতুলি ছিল তার প্রিয় বন্ধু, কিন্তু তার আন্টি তাকে ডেকে এই সব জিনিস দিলে তিনি বলেন না আমার চাইনা এই সব বিদেশি জিনিস, যদি আমি বিদেশি জিনিস ব্যবহার করি তাইলে দেশ কিভাবে স্বাধীন হবে, আমি দেশের স্বাধীনতা চাই, কারন লক্ষ লক্ষ মানুষ এখন এটাই দাবি করছেন, এবং এটা তাদের জন্য স্বাধীনতা যারা গরিব, বঞ্চিত, শোষিত, ছোট বয়স থেকেই এই রকম ছিল ওনার চরিত্র, যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরো উন্নত হতে লাগলো।

ইন্দিরা গান্ধী তার মা কমলা নেহরুর মৃত্যুর পর পড়তে চলে যান 'ঞ্জন্ত্রদ্রন্ম ডড্ড্রন্তুত্রন্ত্থঠ' তে, তখন থেকে তিনি জরিত হয়ে পড়েন আন্তর্জাতিক রাজনীতির সঙ্গে, 'ছদ্মখদ্ধুন্তটত্রন্তুদ্রনড্ঠদ্রদ্র' এর সময় ও তিনি সেখানে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তার পরীক্ষার তারিখ এগিয়ে এসেছিল বলে পন্ডিত জওহরলাল নেহরু তাকে সেখাতে যেতে দেননি, ইন্দিরা পন্ডিত নেহরু কে অনেক বুঝানোর চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তিনি রাজি হননি।

১৯৪১ ইন্দিরা যখন পড়া শেষ করে দেশে ফিরেন তখন দেশের অবস্থা খুবই ভয়াবহ ছিল, ভারত ছাড় আন্দোলন শুরু হচ্ছিল, সমগ্র বিশ্বজুড়ে তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছিল, খুবই খারাপ পরিস্থিতি ছিল ওনার পিতা পান্ডির নেহরু সহ জাতীয় কংগ্রেসের সকল বড় বড় নেতা তখন জেলে ছিলন।

একবার কি হয়েছিল ১৯৪৭ এর দাঙ্গার সময় ইন্দিরা গান্ধী তার গাড়ি নিয়ে যাচ্ছিলেন, হটাৎ তিনি দেখিতে পান একজন লোক তার গাড়ির সামনে দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছেন তার ঠিক পিছে তাকে মারার জন্য আরো ২০০ লোক দৌড়াচ্ছেন, তখন তিনি গাড়ি থেকে নেমে সেই লোকটিকে ধরে তার সামনে দাঁড়িয়ে গেলে, তাদের লিডার সামনে এসে বলেন, সরেজাও নাইলে মেরে ফেলব, তখন ইন্দিরা গান্ধী বলেন 'মেরে ফেল, এই লোকটিকে মারতে হলে আগে আমাকে মারতে হবে, ইনি তোমার কি ক্ষতি করেছে, ইনি তোমাদের কোন ক্ষতি করেন নি, তখন সামনে থেকে সরে যাওয়ার জন্য ইন্দিরা গান্ধী কে মেরে ফেলার অনেক ধমকি দেওয়া হয় কিন্তু তিনি সরে যান নি, সাহসের সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিলেন, পরবর্তী সময়ে তারা চলে গেল ইন্দিরা সেই ব্যাক্তিকে ডেকে বলেন ভয় পেওনা সাহস দেখিয়ে সমস্যার সঙ্গে লড়াই করো' এটা ছিল ইন্দিরা গান্ধীর ব্যক্তিত্ব।

দক্ষিণ ভারতেও তখন অস্পৃশ্যতার খুব প্রভাব ছিল, কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী তা মানতেন না, ওনার কাছে সবাই সমান ছিল তাই তিনি সব সময় বলতেন লাইনে থাকা সর্বশেষ ব্যাক্তিকে সবচেয়ে বেশি সুবিধা দেওয়া উচিত তবেই দেশ উন্নত হবে।

তখন ইন্দিরা গান্ধী কংগ্রেসের হয়ে সক্রিয় রাজনীতিতে নেমে পড়েছিলেন, তিনি লালবাহাদুর শাস্ত্রীর অধীনে কাজ করতে শুরু করেন, স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবে জড়িয়ে পড়ার ফলে পরবর্তী সময়ে তাকে গ্রেপ্তার ও করা হয়।

জওহরলাল নেহরুর মৃত্যুর পর যখন লাল বাহাদুর শাস্ত্রী প্রধানমন্ত্রী হন তখন ইন্দিরা গান্ধী মন্ত্রী হতে চাননি কিন্তু তার সহগামিরা তাকে জুরকরেন মন্ত্রী হতে, নেহরুর মৃত্যুর পর ইন্দিরা রাজনীতি থেকে সন্ন্যাস নেবার সম্পূর্ণ সিধান্ত নিয়ে নিয়েছিলেন কিন্তু তৎকালীন

প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী অনেক বুঝিয়ে ইন্দিরা গান্ধী কে তার ক্যাবিনেটের সূচনা প্রসারণ মন্ত্রী বানান।

১৯৪৭ এ যখন সারা দেশে দাঙ্গা লেগেছিল তখন মহাত্মা গান্ধী ইন্দিরা গান্ধী কে ডেকে বলেন কিছু একটা কর সারা দেশে ভয়ের পরিস্থিতি তৈরি হয়ে আছে, তখন ইন্দিরা গান্ধী দিল্লির একটি এলাকায় যান সেখানকার মানুষ খুবই ভয়ে ছিলেন, কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী সেখানে গিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলে সেখানে শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করেন, কিন্তু প্রথম যখন ইন্দিরা গান্ধী সেখানে যান সেখানকার পরিস্থিতি দেখে তার চোখ দিয়ে জল এসে যায়।

সেই সময় ইন্দিরা গান্ধী কে মেরেফেলার অনেক ধমকি ও দেওয়া হয়, নেহরু কে ও অনেক করে তার মেয়েকে মেরে ফেলা হবে বলে ধমকি দেওয়া হয়, তখন নেহরু ইন্দিরা কে বলেন তোমি বাড়িতে থাক এই সব আমরা সামলে নেব তখন ইন্দিরা তার পিতাকে জবাব দেন দেশের জন্য যদি আমার প্রাণ ও যায় তাতেও আমার কোন আপত্তি নেই।

ইন্দিরা গান্ধী ছিলেন পরিবেশপ্রেমী, তিনি পশুপাখিদের খুবই ভালোবাসতেন, তিনি মনে করতেন প্রকৃতি সবচেয়ে বড়, এর সঙ্গে খিলবার করা উচিত না।

১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হলে পন্ডিত নেহরু দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হলে সেই সময়টি ছিল ইন্দিরা গান্ধীর জন্য সবচেয়ে গর্বের মুহূর্ত। একই সঙ্গে সময়টি ছিল খুবই চ্যালেঞ্জিং কারণ দেশ স্বাধীন হয়েছিল ঠিকই কিন্তু ইংরেজ রা দেশ কে সম্পূর্ণ লোটে চলে গেলেন।

তখন লক্ষ একটাই ছিল কি ভাবে দেশের উন্নতি করা যায়, ১৯৫৯ সালে ইন্দিরা গান্ধী কে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়, ১৯৫৯ এর পরবর্তী সময় থেকে দেশে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এমুন হয়ে উঠেছিল সবার শুধু চেয়ার চাই, ১৯৬৯ এ কংগ্রেসের প্রথম বিভাজন হয়, একটা সময় তো জোরতালের সরকার করার ও সময় এসেছিল ইন্দিরা গান্ধীর এই সব একদমই পছন্দ ছিলেন না কিন্তু ইন্দিরা গান্ধীর একটাই কথা ছিল দেশ সবার আগে।

সেই সময় প্রত্যেক রাজনৈতিক ব্যাক্তিদের শুধু চেয়ারের চাহিদা ছিল, ইন্দিরা গান্ধী রাজনৈতিক নেতাদের রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখে খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়তেন, কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী শুধু একটা কথাই বলতেন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা এতটা পিছিয়ে কিছু একটা করতে হবে, দেশের উন্নতি সর্বপরি।

কিন্তু এতে কার কি যায় আসে, ধোনিদের এসব নিয়ে কোন মাথাব্যথাই ছিল না, যত সমস্যা হত সবটাই হত দরিদ্রদের এবং ইন্দিরা গান্ধী এটা খুব ভালো করে বোঝতেন, এর জন্য তিনি পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গরীব হাটাও এর স্লোগান দিয়েছিলেন। তিনি দালাই লামা দ্বারা খুবই মুগ্ধ হয়েছিলেন, তিনি ছিলেন শান্তিপ্রিয়, চীনাদের প্রধান শত্রু, নেহরুর মৃত্যুর পর প্রধানমন্ত্রী হন লাল বাহাদুর শাস্ত্রী, শাস্ত্রী জির আচমকায় মৃত্যু হলে তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি কে কামরাজ সিদ্ধান্ত নেন ভারতের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হবেন ইন্দিরা গান্ধী।

ইন্দিরা গান্ধীর জন্য এই প্রধানমন্ত্রীর তাজটি ছিল কাটায় ভরা কোন কিছুই তার জন্য সহজ ছিল না, তা সত্ত্বেও তিনি যে ভাবে সবকিছু গুছিয়ে ছিলেন তা সত্যই প্রশংসনীয়।

সেই সময় ইন্দিরা গান্ধী ছাড়া বাকি সকলেই ছিলেন চেয়ার প্রেমী নেতৃত্ব, তাই কে কামরাজ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ইন্দিরা গান্ধী কেই বেছে নিয়েছিলেন, কারণ একমাত্র ইন্দিরা গান্ধীই ছিলেন যে সম্পূর্ণ দেশের কথা ভাবছিলেন, দেশের জন্য কাজ করছিলেন।

তখন একের পর এক যুদ্ধের ফলে দেশের আর্থিক অবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছিল, ইন্দিরা গান্ধীর চিন্তা ছিল কৃষিক্ষেত্রে উন্নতি সাধন করা, এবং তিনি তা করেও ছিলেন ইন্দিরা গান্ধীর সময়েই দেশে প্রথম সবুজ বিপ্লব হয়েছিল, তার সময়েই ভারত নিউক্লিয়ার শক্তি ও নিউক্লিয়ার স্টেট হয়েছিল।

ভারত তার সংস্কৃতির জন্য সারা বিশ্বে বিখ্যাত ইন্দিরা গান্ধী ভারতের ও উত্তর পূর্বাঞ্চলের সংস্কৃতি কে রক্ষা করার জন্য অনেক কাজ করে গেছেন।

১৯৭১ সালের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর জয় ও ইন্দিরা গান্ধীর ভূমিকা ইন্দিরা গান্ধীর ব্যক্তিত্বকে ফুটিতে তুলে, এই যুদ্ধের পর অটল বিহারী বাজপেয়ী ইন্দিরা কে মা দুর্গা বলেছিলেন।

ইন্দিরা গান্ধী সমতায় বিশ্বাসী ছিলেন, তিনি সকল স্তরের মানুষে কে সমান চোখে দেখতেন, তিনি প্রথম পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গরীব হাটাও এর স্লোগান দিয়েছিলেন এবং একে বাস্তবায়ন করতে তিনি প্রথম ২৬ তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে 'ঞ্জুন্তা দ্মন্ডন্ত্র' (১৯৪৭ এর পর থেকে সকল রাজা, মহারাজ, নবাব দের পরিবারের জন্য ভারত সরকারের পক্ষ থেকে পেনশনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল) কে বন্ধ করেন এবং সেই টাকা গরিবদের জন্য ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেন। এবং তিনি মহিলাদের সশক্তি করণের জন্য অনেক কিছু করে গেছেন, তিনি নিজেও একজন সশক্ত মহিলা ছিলেন, তিনি বলেছিলেন মহিলাদের তাদের দক্ষতা প্রনাম করার সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন মহিলারা কারুর থেকে পিছিয়ে না, মহিলাদের সঙ্গে কারুর কোন তোলনাই হয় না, একমাত্র মহিলারাই পারে এই সবকিছু সামাল দিতে।

অবশেষে ৩১ অক্টোবর, ১৯৮৪ তার নিজের দুই দেহরক্ষী দ্বারা তার হত্যা করা হয় তার নিজের বাড়িতে।

এত সব প্রতিকূলতা পেরিয়ে আজ ও ইন্দিরা গান্ধী ভারতের ১৩০ কোটি জনগণের মনে জায়গায় করে আছেন।

দেশের প্রয়োজন জাতীয়তাবাদী মুসলমান : আর কে সিনহা

একটি বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করার সময় আমি সত্যিই অবাক হয়ে যাই, আমাদের দেশের মুসলমানদের একটি বড় অংশ ঠিক কী কারণে নেতিবাচক চিন্তাবনার শিকার? ফ্রান্সে যারা নিরীহ মানুষের গলা কেটেছে, তাদের স্বার্থে এরা কথা বলেন। কিন্তু, মোজাম্বিকে ইসলামিক মৌলবাদীদের দ্বারা নিরপরাধ মানুষদের হত্যা নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছে। প্রতিটি ইস্যুতে কেন্দ্রের মোদী সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানান তাঁরা। এতে তাদের কী লাভ হয়, তা আমার জানা নেই। আমার মতে, স্বঘোষিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা ও কঠমূল্যরা তাঁদের মগজধোলাই করেছে ভালোভাবেই। পাকিস্তানে জন্ম নেওয়া ও কানাডায় নির্বাসিত জীবনযাপন করা প্রসিদ্ধ লেখক ও সাংবাদিক ঠিক বলেছেন, জিহাদি সন্ত্রাসীদের নিজস্ব স্বার্থের কারণেই "আল্লার ইসলাম" দ্রুত "মোল্লার ইসলাম"-এ পরিণত হয়েছে। যার ফলে সমগ্র বিশ্বের শান্তি বিপদের মধ্যে রয়েছে। সবচেয়ে বড় বিপদ হল এই যে, সবথেকে বেশি নির্দোষ মুসলমানদের হত্যা করা হচ্ছে।

আসলে দেশের প্রয়োজন এপিজে আব্দুল কালাম, আব্দুল হামিদ, সানিয়া মির্জা, মৌলানা ওয়াহিদুদ্দিন খান, আজিম প্রেমজির মতো জাতীয়তাবাদী মুসলমান। তাঁদের মতো মুসলমানরা নীরবেই রাষ্ট্র নির্মাণের কাজে নিয়োজিত। মৌলানা ওয়াহিদুদ্দিন খান আমাদের মাঝে থাকা অত্যন্ত আনন্দের। গান্ধীবাদী মৌলানাকে আমেরিকার জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বের ৫০০ প্রভাবশালী ইসলামের আধ্যাত্মিক নেতা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। তিনি এখনও পর্যন্ত উর্দু আদাবের সর্বাধিক সম্মানিত নাম। দয়ালু আজিম প্রেমজি দেশের আদর্শ

তথ্য-প্রযুক্তি কোম্পানি উইপ্রোর চেয়ারম্যান আজিম প্রেমজি শুরু থেকেই পরোপকারে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। তিনি দেশের একজন মহান নায়ক। ২০১৯-২০২০ অর্থবর্ষে পরোপকারের সঙ্গে সম্পর্কিত সামাজিক কাজের জন্য প্রতিদিন ২২ কোটি টাকা অর্থাৎ সর্বমোট ৭,৯০৪ কোটি টাকা দান করেছেন। অপরদিকে বিগত প্রায় ৭০ বছর ধরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা করিয়ে স্বঘোষিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা দরিদ্র মুসলমানদের সঙ্ঘের ভয় দেখাচ্ছে। তাঁদের ভাবতে হবে মোদী সরকারের শাসনকালে দেশে শান্তি এসেছে। অন্য কোনও প্রধানমন্ত্রী সময় কী এমনটা হয়েছে? নেহেরু থেকে মনমোহন শাসনকালে প্রতিনিয়ত দাঙ্গা হয়েছে।

প্রয়োজন নেই হামিদ আনসারির দুইবার দেশের উপ-রাষ্ট্রপতি থাকা হামিদ আনসারির মতো মুসলমান এই দেশের মোটেও প্রয়োজন নেই। তিনি যতদিন উপ-রাষ্ট্রপতির আসনে ছিলেন ততদিন সরকারের বিরুদ্ধে কোনও কথাই বলতেন না, কিন্তু তৃতীয়বার যখন তাঁকে উপ-রাষ্ট্রপতি করা হয়নি তখনই মুসলমান নেতা হয়ে ওঠেন। জাতীয়তাবাদী মুসলমানরা এর ফল ভুগছেন। তিনি দিন-রাট খাওয়া ও উপার্জন নিয়েই ব্যস্ত। এছাড়াও আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য লেফটেন্যান্ট জেনারেল জমিরউদ্দিন শাহ যখন অবসর নেন, তখন তাঁকে কোনও দেশের রাষ্ট্রদূত, রাজ্যসভার সাংসদ অথবা রাজ্যপাল করা হয়নি। এরপর তিনিও মুসলিম নেতা হয়ে ওঠেন। তিনি যদি সত্যিই সাহসী হতেন অথবা মুসলিম সম্প্রদায়ের অনুগত হতেন, তাহলে সেনাবাহিনীর জেনারেল পদ থেকে পদত্যাগ করতেন অথবা উপাচার্য পদ থেকে পদত্যাগ করতেন, কিন্তু এমনটা তিনি করেননি। উপাচার্য পদে থাকার কী প্রয়োজন ছিল?

কে ছিলেন এয়ারফোর্সের মুসলিম প্রধান

এয়ার চিফ মার্শাল ইদ্রিস হাসান লতিফের মতো মুসলমান প্রয়োজন দেশের। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময়, যখন সশস্ত্র বাহিনীতেও বিভাজন আসে, তখন ইদ্রিস লতিফ যেহেতু মুসলিম ছিলেন, তাই ভারত অথবা পাকিস্তানের বায়ুসেনার সামিল হওয়ার বিকল্প ছিল তাঁর কাছে। কিন্তু, তিনি ভারতকেই বেছে নিয়েছিলেন। ১৯৮১ সালে তিনি অবসর নিয়েছেন। এরপর তিনি মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল এবং ফ্রান্সে ভারতের রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব সামলেছেন। কার্যকাল শেষ করার পর ১৯৮৮ সালে ফ্রান্স থেকে দেশে ফিরে আসেন এবং হায়দরাবাদে নিজ বাসভবনেই দিন কাটাতে থাকেন। এখন কথা বলা যাক, ১৯৬৫-র যুদ্ধের নায়ক শহিদ আব্দুল হামিদ (পরমবীর চক্র)-এর সাহসিকতা সম্পর্কে। ১৯৬৫-র যুদ্ধে আব্দুল হামিদের বীরত্ব দেশ সর্বদা মনে রাখবে। একইভাবে যদি কার্গিল যুদ্ধের কথা হয়, তাহলে অবশ্যই মনে আসবে ক্যাপ্টেন হানিফুদ্দিনের কথা। তিনি রাজপুতানা রাইফেলসের অফিসার ছিলেন। কার্গিলের তুরতুকে বরফের চাদরে ঢাকা উঁচু পাহাড়ে পাকিস্তানি শত্রুদের পরাস্ত করার জন্য গোলাগুলি বর্ষণ সত্বেও এগিয়ে গিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন হানিফুদ্দিন। ১৯৯৯ সালের মে মাসে কার্গিল সেক্টরে অনুপ্রবেশ করে নিয়ন্ত্রণরেখা অতিক্রম করে আমাদের অনেকগুলি চূড়া দখল করেছিল। শত্রুদের প্রত্যাঘাতের জন্য "অপারেশন বিজয়" শুরু করা হয়েছিল। তাতে ৩ হাজার সৈনিক ছিলেন। তাঁদের মধ্যেই ছিলেন ভারতীয় বীর মহম্মদ হানিফুদ্দিন। জাতীয়তাবাদী ও কট্টরপন্থী মুসলমানদের দেশ ভালোভাবেই চিনে ফেলেছে। কট্টরপন্থী মুসলমানরা দেশের জন্য মোটেও ভালো নয়। শুধুমাত্র জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের চাইছেই দেশ, যাঁরা দেশকে ভালোবাসবে। তাঁরা কেন ভুলে যাচ্ছেন, খ্রিষ্টধর্ম ও ইসলামের জন্মের আগে সবাই তো একই ছিলাম। তাহলে কেন বিভেদ তৈরি করা হচ্ছে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

মুজিববর্ষে বিশেষ হাতঘড়ি উন্মোচন করল ভারত

মনির হোসেন,ঢাকা,নভেম্বর ১৭। মুজিববর্ষ উপলক্ষে বিশেষ সংস্করণের হাতঘড়ি উন্মোচন করেছে ভারতীয় হাইকমিশন।

মঙ্গলবার সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এবং ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনার বিক্রম দোরাইস্বামী এ হাতঘড়ি উন্মোচন করেন। ঘড়িগুলোর ডায়ালে রয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি এবং স্বাক্ষর, যা তার বার্তার নিরবচ্ছিন্নতা এবং তার চিরন্তন প্রাসঙ্গিকতার প্রতিনিধিত্ব করে।

অনুষ্ঠানে ওবায়দুল কাদের মুক্তিযুদ্ধের অভিন্ন ইতিহাসের কথা স্মরণ করেন যা ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক গড়ে ওঠার মূল ভিত্তি।এ সময় দোরাইস্বামী বলেন, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের জাতির পিতা হলেও তিনি ভারতীয় জনগণের কাছে বীর। এটাই স্বাভাবিক যে স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের জানুয়ারিতে বাংলাদেশে আসার পথে ভারতীয় জনগণ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যে উষ্ণতা ও ভালোবাসা দেখিয়েছিলেন তেমনিভাবে তারা মুজিববর্ষও উদযাপন করতে চান।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী চলতি বছরের ১৭ মার্চ মুজিববর্ষ উদযাপনের সূচনাকালে বঙ্গবন্ধুকে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন।বঙ্গবন্ধুকে সাহসী নেতা হিসেবে অভিহিত করে নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন,বঙ্গবন্ধুর জীবন সবার জন্য অনুপ্রেরণা ছিল।ভারতের বহুজাতিক টাটা গ্রুপের বিখ্যাত ঘড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান 'টাইটান' ভারতীয় হাইকমিশনের জন্য এ বিশেষ সংস্করণের ঘড়িগুলো প্রস্তুত করেছে।

অসমে করোনায় নতুন সংক্রমিত ২৪৮ জন, মৃত্যু দুজনের

গুয়াহাটি, ১৭ নভেম্বর (হি.স.) : আজ মঙ্গলবার অসমে নতুন ২৪২ জনকে করোনায় আক্রান্ত বলে শনাক্ত করা হয়েছে। এ নিয়ে রাজ্যে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২,১০,৬৯৪। আজ মোট ২৪,৬৩৭টি নমুনা পরীক্ষা হয়েছিল। এর মধ্যে নতুন আক্রান্তদের চিহ্নিত করা হয়েছে। পরীক্ষার তুলনায় আক্রান্তের হার ০.৯৮ শতাংশ। তাঁর অফিশিয়াল টুইট হ্যান্ডালে জানিয়েছেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। তিনি আরও জানান, আজ রাজ্যে মৃত্যু হয়েছে দুজনের। এ নিয়ে নিহতের সংখ্যা হয়েছে মোট ৯৬৬। মৃত্যুর হার ০.৪৫ শতাংশ। আজ অসমে আরও যে দুজন মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁদের প্রতি গভীর শোক প্রকাশ করে নিহতদের পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় শর্মা। তিনি জানান, আজ করোনায় মৃত্যু হয়েছে তিনসুকিয়া জেলার লীলিমা দত্ত (৬৫) এবং গোয়ালপাড়া জেলার চিত্ররঞ্জন সরকার (৭৭)-এর মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া এদিন আরও ৩৫৭ জন করোনায় সংক্রমিতকে রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। তাঁদের নিয়ে রাজ্যে করোনামুক্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২,০৬,৩৯৮। সুস্থের হার ৯৭.৯৬ শতাংশ। তবে এখনও ৩, ৩২৯ জন সক্রিয় করোনা সংক্রমিত রয়েছেন। সক্রিয়ের হার ১.৫৮ শতাংশ বলে জানান তিনি। সক্রিয় রোগীদের রাজ্যের বিভিন্ন জেলা হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে।

তৃতীয় বার্ষিক ব্লুমবার্গ নিউ ইকোনমি ফোরাম-এ করোনা উত্তর পৃথিবীতে পুনর্গঠনের ওপর গুরুত্ব প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর (হি. স.): নতুন ভাবে চলার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে করোনা সংকট। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই নতুন ভাব দেখা গিয়েছে। ঠিক বিশ্বযুদ্ধের পরে গোটা বিশ্ব যে পদ্ধতি ও নিয়ম মেনে চলত বর্তমান পৃথিবীও করোনাত্তর পরিস্থিতিতে নিজেকে বদলেছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

মঙ্গলবার ব্লুমবার্গ নিউ ইকোনমিক ফোরামের এক আলোচনা সভায় ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে অংশগ্রহণ করে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, বিশ্বযুদ্ধের পরে গোটা পৃথিবী নতুন তৈরি করা নিয়মে চলেছিল। নিজেকে পরিবর্তন করেছিল। করোনাও আমাদেরকে সেই সুযোগ দিয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন দিশা ও নতুন নিয়মে চলার। প্রানোজ্জল ভবিষ্যতের জন্য এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হবে। গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে কোন জনসমাবেশের যোগদান, ক্রীড়া, শিক্ষা এবং বিনোদন আগের মতন আর নেই। বিশ্বের সামনে এই মুহূর্তে সব থেকে বড় প্রশ্ন কি করে পুনরায় সচল হওয়া যায়। পুনর্গঠন না হয়ে পুনরায় সচল হওয়া যাবে না। ধারণা, মানসিকতা, পদ্ধতি, বাস্তবায়নের মাধ্যমে এটি গড়ে তুলতে হবে। দুটি মহা বিশ্বযুদ্ধের পর যে ঐতিহাসিক পুনর্গঠন হয়েছিল গোটা বিশ্বে তার থেকে শিক্ষা নিতে হবে। লকডাউন এর সময় বিভিন্নে শহরে স্বচ্ছ আকাশ, পরিষ্কার ঝিল, নদী ও বায়ু প্রত্যক্ষ করা গিয়েছিল। শহরাঞ্চলে পাখির কলতান যা আগে শোনা যেত না। সে সবই শোনা যাচ্ছিল। এগুলোকে চিরস্থায়ীভাবে বজায় রাখা প্রয়োজন। ভারতের নগরোন্নয়ন প্রকল্পে এরকম ধারণা প্রতিচ্ছবি দেখা গিয়েছে।

অসমের কারবি আংলঙে দলদলি সংরক্ষিত বনাঞ্চলে নাগাল্যান্ডের ভূমিপাট্টা, শুরু অনির্দিষ্টকালের অর্থনৈতিক অবরোধ

ডিফু (অসম), ১৭ নভেম্বর (হি.স.) : দলদলি সংরক্ষিত বনাঞ্চলে নাগাল্যান্ড সরকারের ভূমি পাট্টা প্রদানকে কেন্দ্র করে নাগাল্যান্ডের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ শুরু করেছে কারবি আংলং জেলার বিভিন্ন সংগঠন। নাগাল্যান্ড সরকার অসমের ভূমি বেদখল করছে বলে অভিযোগ তুলে এর প্রতিবাদে ৩৬ নম্বর এবং ৩৯ নম্বর জাতীয় সড়কে অনির্দিষ্টকালের জন্য অর্থনৈতিক অবরোধ কর্মসূচি আজ মঙ্গলবার থেকে শুরু করেছে কারবি আংলঙের বিভিন্ন দল সংগঠনে।

কার্বি স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃত্বে কেএসওয়াইসি, কেইউওয়াইএ, কেএফএ, কেএলএনএলএফ, ইউকেওয়াইএ, জাকাস, আটসা, এজেওয়াইসিপি সহ ১২টি সংগঠন এই অবরোধ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছে। অসম-নাগাল্যান্ড সীমান্ত সমস্যা শীঘ্রেই সমাধান চেয়েছে আন্দোলনকারী সংগঠনগুলি।

কারবি আংলং জেলার দলদলি সংরক্ষিত বনাঞ্চলের রিলায়েন গ্রামে অসমের ১,০১১ একর ভূমিতে নাগাল্যান্ড সরকার কর্তক প্রদত্ত ভূমি পাট্টা নাকচ করার দাবি জানানোর পাশাপাশি কারবি আংলঙের জমিতে বিদ্যমান নাগাল্যান্ড সরকারের আইআরবিএন-এর ক্যাম্প শীঘ্রই তুলে নেওয়ার দাবি তুলেছে এই সব ১২টি সংগঠন। নির্বাচনের আগে জাতি মাটি ও ভিটে সুরক্ষিত রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজেপি। বিজেপি ক্ষমতায়ও এসেছে। তাই রাজ্যের সীমান্ত এলাকাগুলিতে অসমের ভূমি সুরক্ষা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়ে অর্থনেতিক অবরোধে শামিল হয়েছে ১২টি সংগঠন।

টুকরে টুকরে গোষ্ঠীর সঙ্গে চলতে স্বচ্ছন্দ বোধ করে কংগ্রেস : কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর (হি. স.): গুপকর গ্যাং নিয়ে মঙ্গলবার সকালে কংগ্রেসকে কটাক্ষ করেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। একই প্রসঙ্গ টেনে এবার শতাব্দীপ্রাচীন দলটিকে কটাক্ষের তিরে বিধলেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। মাওবাদী, টুকরে টুকরে গোষ্ঠীর সঙ্গে চলতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে কংগ্রেস বলে দাবি করেছেন তিনি।

মঙ্গলবার নিজের টুইট বার্তায় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী লিখেছেন, যে সকল শক্তি বিদেশ থেকে মদত নিয়ে ভারতের ভাবমূর্তিকে কালিমালিপ্ত করতে তৎপর তাদের সঙ্গে সংযোগ রেখে চলেছে কংগ্রেস। জনসমক্ষে গোটা বিষয়টি চলে এসেছে। জনগণ কংগ্রেসের কাছে এর জন্য কৈফিয়ৎ চাইছে।

পিপলস অ্যালায়েন্স ফর গুপকর ডিক্লারেশন নিয়ে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নিন্দায় সরব হন অমিত শাহও। এই প্রসঙ্গে সোনিয়া গান্ধী এবং রাহুল গান্ধীর অবস্থান জানতে চান তিনি।

উল্লেখ করা যেতে পারে, গুপকর ডিক্লারেশন স্পষ্ট বলা হয়েছে যে কাশ্মীরের সমস্যা সমাধানের জন্য বিদেশের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। অমিত শাহ মনে করে এতে করে ভারতীয়দের অপমান করা হয়েছে।

দুর্নীতি প্রসঙ্গে ফের কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সরব রবিশঙ্কর প্রসাদ

নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর (হি. স.): অগাস্টা ওয়েস্টল্যান্ড নিয়ে ফের কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সরব হলেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ।

মঙ্গলবার দিল্লিতে নিজের বাসভবনে সাংবাদিক সম্মেলন করে রবিশঙ্কর প্রসাদ জানিয়েছেন, কংগ্রেসের শাসনকালে কিকব্যাক (কমিশন) ছাড়া কোন কাজ হতো না। সেই সময় কোন চুক্তি ঘুষের কালিমা থেকে বাদ যেত না। প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ক্রয়ের ক্ষেত্রে যখনই কিকব্যাকের প্রসঙ্গ আসবে তখনই কংগ্রেসের প্রসঙ্গ উঠে আসবে। ২০১৩ সালে আকাশটা ওয়েস্টল্যান্ড হেলিকপ্টার দুর্নীতি চুক্তি প্রকাশ্যে চলে আসে। সে বছরই সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়। ২০১৪ জানুয়ারিতে এই চুক্তিকে স্থগিত করে দেওয়া হয়।

উল্লেখ করা যেতে পারে, তিন হাজার কোটি টাকার অগাস্টা ওয়েস্টল্যান্ড হেলিকপ্টার দুর্নীতির তদন্ত করছে সিবিআই। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার চার্জশিটে কয়েকটি পাতা সম্প্রতি ফাঁস হয়ে গিয়েছে। সেখান থেকে জানা যাচ্ছে যে এই কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত রাজীব সাক্সেনা দাবি করেছেন একাধিক কংগ্রেস নেতা এই চুক্তি থেকে কিক ব্যাক (কমিশন) নিয়েছে। রাজীব সাক্সেনা যাদের নাম নিয়েছেন তাদের মধ্যে রয়েছে কমল নাথের ছেলে বকুল নাথ, সালমান খুরশিদ মতো নেতারা।

গুয়াহাটি বিমানবন্দরের কাছে সেনা-পোশাক পরিহিত ১১ জন ভুয়ো আর্মি গ্রেফতার

গুয়াহাটি, ১৭ নভেম্বর (হি.স.) : গুয়াহাটির বড়ঝাড়ে গোপীনাথ বরদলৈ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সংলগ্ন এলাকা থেকে ১১ জন সেনা-পোশাক পরিহিত ভুয়ো জওয়ানকে আটক করেছে আজারা থানার পুলিশ। ধৃত ভুয়ো সেনা জওয়ানদের যথাক্রমে গণেশ দাস, সৌরভ শর্মা, ধীমান কৃষ্ণ, জয়মণি শর্মা, নয়নজ্যোতি গৌতম, বিজয়মণি শর্মা, দ্বিজেন শর্মা, রিপুঞ্জয় গোস্বামী, রূপম শর্মা, জ্ঞানন্দ দাস এবং কৌশিক ভুঞা বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। তারা পাটাসারকুচি, বাইহাটা চারিআলি, নলবাড়ি এবং সর্থেবাড়ির বাসিন্দা।

মঙ্গলবার পুলিশের এক সূত্র জানিয়েছে, গতকাল রাতে বিমানবন্দর সংলগ্ন এমইএস-এর কাছে প্রকাশ্য রাজপথে সেনাবাহিনীর পোশাক পরে দাঁড়িয়েছিল তারা। টহলদারি পুলিশের দল এখানে তাদের বেশ কিছুক্ষণ ধরে অবস্থান করতে দেখে। পরে সন্দেহের বশে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তারা নাকি বিমানবন্দরে পেট্রোলিং দিতে যাচ্ছে বলে পুলিশকে জানায়। সন্দেহ ঘণীভূত হয়। পুলিশ গুয়াহাটির সেনা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে। এরা সেনা বাহিনীর কেউ নয় বলে নিশ্চিত হলে পুলিশ তাদের আটক করে আজারা থানায় নিয়ে যায়। থানায় জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে এগারোজন ভুয়ো সেনাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাদের হেফাজত থেকে পুলিশ একটি মারুতি সুইফট, পাঁচটি মোটর বাইক, বেশ কয়েকটি ভুয়ো আইডেন্টিটি কার্ড বাজেয়াপ্ত করেছে। আজ তাদের বাড়িতে গিয়ে তালাশি চালিয়ে এয়ারফোর্সের ভুয়া নিয়োগপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশের সূত্রটি। ধৃতদের উদ্দেশ্য কী ছিল সে সম্পর্কে তথ্য জানতে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে বলে জানা গেছে।

দীপাবলিতে তৃণমূলের প্রদীপ বিলির পর ছটপুজোয় বিজেপি''র লাউ বিলি

দুর্গাপুর, ১৭ নভেম্বর (হি. স.) : ভোট বড়ই বালাই। ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ তৃণমূল ও বিজেপির। কেউই এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে নারাজ। ভোটব্যাঙ্ক ধরে রাখতে মরিয়া দুই দলই। কখনও তপশীলি জাতি উপজাতিদের মন জয় করতে, আবার কখনও মুসলিম সমাজের মন জয় করতে নানান কর্মসুচী নিয়েছে। এবার অবাঙালী হিন্দিভাষীদের মন জয় করতে আসরে নামল তৃণমূল ও বিজেপি। দীপাবলিতে তৃণমূলের প্রদীপ বিলির পর এবার আসরে বিজেপি। অগ্নিমুল্যের বাজারে ছট পুজোয় ব্রতকারীদের লাউ বিলি করল বিজেপি। মঙ্গলবার পানাগড়ে ছট পুজোর ব্রতকারীদের লাউ বিলি করল কাঁকসা ব্লক বিজেপি। আবার পান্ডবেশ্বরে ছট পুজো কমিটিদের ৫ হাজার টাকা অনুদান তার সঙ্গে মাস্ক, ধূপের প্যাকেট দিয়ে সাহায্য করল তৃণমূল।

রাজ্য রাজনীতিতে চর্চার বিষয় এখন পশ্চিবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন। কার দখলে যাবে বাংলার মসনদ। কান পাতলেই গলি থেকে রাজপথ এটাই এখন চর্চা চলছে। আর বাংলার মসনদ দখলে মরিয়া তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি। গত লেকসভা নির্বাচনের পর যেন খেলার মাঠে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই শুরু হয়েছে। কেউই এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে নারাজ। ভোট ধরে রাখতে নতুন করে কৌশল শুরু করেছে সব দলই। মতুয়াদের মন জয় করতে কখনও মতুয়া''দের নিয়ে সভা। আদিবাসী, বাউরী সমাজের মন জয় করতে তাদের নিয়ে সভা। মতুয়া, আদিবাসী বাউরী সমাজের পর এবার অবাঙালী হিন্দিভাষীদের মনজয় করতে আসরে নেমেছে তৃণমূল ও বিজেপি উভয় দলই। দীপাবলির আগে পান্ডবেশ্বরে নিজের কেন্দ্রে ৫০ হাজার পরিবারে ৩ লক্ষ প্রদীপ বিলি করেন বিধায়ক তথা তৃণমূলের পশ্চিম বর্ধমান জেলা সভাপতি জিতেন্দ্র তেওয়ারী। বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রদীপ তুলে দেন তিন। আবার মঙ্গলবার পান্ডবেশ্বর এলাকায় ৯০ টি ছটপুজো কমিটির হাতে ৫ হাজার করে টাকা অনুদান, ১০০ পিস করে মাস্ক ও ৫০ প্যাকেট করে ধূপ তুলে দেন তিনি।

অন্যদিকে, কাঁকসার পানাগড়ে অফিস পাড়া, রেলপার, শর্মা পাড়া, ক্যানেল পাড় এলাকায় লাউ বিলি করল স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। প্রসঙ্গত, ছট পার্বনে পুজোর তিনদিন আগে ব্রত উপবাসকারী পরিবারে রীতি মেনে লাউ ভাত খেতে হয়। কিন্তু, গত ৭ মাস করোনা আবহের লকডাউনের জেরে অগ্নিমুল্য বাজার। আলু, পেঁয়াজ থেকে শুরু করে কাঁচা শাক সব্জি কিনতে হাতে ছ্যাঁকা খাচ্ছে আম জনতা। তারওপর ছট পুজোয় লাউ আবশ্যিক হওয়া তার দাম অসহায় দুঃস্থ পরিবারের নাগালের বাইরে। দুন দশেক আগে যে লাউয়ের পিস ৩০-৪০ টাকা ছিল। এদিন ওই লাউয়ের দাম দ্বিগুন থেকে আরও বেড়েছে। আর তাই মাথায় হাত পড়েছে বহু পরিবারের। এদিন বিজেপির পুর্ব বর্ধমান জেলা সহ সভাপতি রমন শর্মার নেতৃত্বে প্রায় ৭০০ পরিবারে একটি করে লাউ পৌঁছে দেয়। রমন শর্মা জানান,'' 'লকডাউনে অনেক পরিবারই আর্থিক অনটনে জর্জরিত। অসহায় ওইসব পরিবারে এদিন লাউভাত খাওয়া আবশ্যিক হলেও লাউ কিনতে নাভিশ্বাস দশা। তাই ওই সব পরিবারে লাউ পৌঁছে দিয়েছি। যাতে ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ধরে রাখতে পারে।' প্রসঙ্গত, গত লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোল ও বর্ধমান-দুর্গাপুর আসন দুটি বিজেপি জয়ী হয়। বিধানসভা ভিত্তিক ফলাফলে আসানসলোর যেমন ৭ টি বিধানসভা তেমনই দুর্গাপুরের দুটি আসনে এগিয়ে গেরুয়া শিবির। আবার বুথ ভিত্তিক ফলাফলে বর্ধমান -দুর্গাপুর আসনের কাঁকসা পঞ্চায়েতের পানাগড় এলাকায় অনেকটাই এগিয়ে গেরুয়া শিবির। এমনকি গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে কাঁকসা পঞ্চায়েতে তিন নির্বাচত সদস্যও রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই আগামী বিধানসভান সভা নির্বাচনে শিল্পাঞ্চলের ওই সব আসনে জনতার রায় কোন পথে, সে বিষয়েও জল্পনা রয়েছে রাজনৈতিক মহলে।

তবে দীপাবলিতে প্রদীপ বিলি রাজনীতির চোখে দেখতে নারজ তৃণমূলের পশ্চিম বর্ধমান জেলা সভাপতি তথা পান্ডবেশ্বর বিধায়ক জীতেন্দ্র তেওয়ারী। তিনি বলেন,' প্রদীপ বিলির সঙ্গে রাজনীতি কিম্বা নির্বাচনের সম্পর্ক নেই। লকডাউনে যারা মাটির কাজ করে তারা অনেক কাজ হারিয়েছে। রোজগার হয়নি। বাজি না ফাটিয়ে প্রদীপ জ্বালানোর আহ্বান করেছি। মাটির প্রদীপ নিলে, তাদের রোজগার হবে। তাই প্রদীপ বিলির উদ্যোগ।' ছট পুজোয় বিজেপির লাউ বিলি প্রসঙ্গে তিনি বলেন,' ছট পুজোয় ৯০ টি পুজো কমিটিকে ৫ হাজার টাকা করে অনুদান দিয়েছি। মাস্ক ও ধুপ প্যাকেট দিয়েছি। ছট পুজোয় বিজেপি যদি সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে, তাদের স্বাগত। ছট পুজোয় শুধু বিজেপি কেন, যে কোন রাজনৈতিক দল সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়, তাতে আপত্তি নেই। তাদের স্বাগত এবং সাধুবাদ জানাচ্ছি।''

গুপকর জোটে নেই কংগ্রেস, সাফাই রণদীপ সিং সুরজেওয়ালা

নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর (হি. স.): গুপকর নিয়ে কংগ্রেসের দুই শীর্ষ নেতা ও নেত্রী রাহুল গান্ধী এবং সোনিয়া গান্ধীকে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করতে বলেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। একই বিষয়ে সরব হয়েছিলেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। অবশেষে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করল কংগ্রেস।

মঙ্গলবার কংগ্রেস নেতা রণদীপ সিং সুরজেওয়ালা জানিয়েছেন, গুপকর জোট বা পিপল অ্যালায়েন্স ফর গুপকর ডিক্লারেশনের সঙ্গে কংগ্রেসের কোন সম্পর্ক নেই। অসত্য এবং নতুন করে বিভ্রান্তি ছড়ানোটা মোদী সরকারের অভ্যেসে পরিণত হয়েছে। জাতীয় সুরক্ষাকে অবহেলা করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখ নিয়ে মিথ্যা, অসত্য বিভ্রান্তিকর মন্তব্য করে চলেছেন। উপত্যকায় ডিস্ট্রিক্ট ডেভলপমেন্ট কাউন্সিলের যে নির্বাচন তাতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ করছে কংগ্রেস। গণতন্ত্রের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেই এই পদক্ষেপ তাদের।

উল্লেখ করা যেতে পারে, এদিন অমিত শাহ দাবি করেছে যে গুপকর গোষ্ঠী উপত্যকার সমস্যা সমাধানের জন্য বিদেশী হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছে। এনিয়ে কংগ্রেস তাদের অবস্থান স্পষ্ট করুন। তার প্রেক্ষিতে রণদীপ এই মন্তব্য করেছেন।

মন্ত্রীদের মন্ত্রক বন্টন করলেন নীতীশ কুমার

নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর (হি. স.): নবগঠিত মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে মন্ত্রীদের মন্ত্রক বন্টন করলেন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার।

নীতীশ কুমার নিজের হাতে রাখলেন স্বরাষ্ট্র, সার্বিক প্রশাসনিক কাজকর্ম, ভিজিলান্স এর মতন দফতর। উপমুখ্যমন্ত্রী তারকিশোর প্রসাদ পেয়েছেন অর্থ, বন ও পরিবেশ, তথ্যপ্রযুক্তি, বিপর্যয় মোকাবিলা, নগরোন্নয়ন, আবাসন। অপর উপমুখ্যমন্ত্রী রেনু দেবী পেয়েছেন পঞ্চায়েত রাজ, শিল্প (ইন্ডাস্ট্রি), অনগ্রসর ও অতিঅনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ। গ্রামোন্নয়ন, জলসম্পদ, তথ্য, জনসংযোগ, পরিষদীয় মন্ত্রকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বিজয় চৌধুরীকে। পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, বিদ্যুৎ, খাদ্য ও ক্রেতা বিষয়ক, এক্সাইজ মন্ত্রকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বিজেন্দ্র প্রসাদ যাদবকে। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী করা হয়েছে মেওয়ালাল চৌধুরীকে। পরিবহনমন্ত্রী শীলা মণ্ডল। স্বাস্থ্য, সড়ক নির্মাণ, শিল্প ও সংস্কৃতি, যুব কল্যাণ মন্ত্রকের মন্ত্রী করা হয়েছে মঙ্গল পান্ডেকে। সংখ্যালঘু উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায়মন্ত্রী হয়েছেন অশোক চৌধুরী। জনস্বাস্থ্য কারিগরিমন্ত্রী রাম প্রীত পাসওয়ান। কৃষি, সমবায় মন্ত্রকের দায়িত্বভার দেওয়া হয়েছে অমরেন্দ্র প্রতাপ সিং। পর্যটন, শ্রম, খনি জীবেশ মিশ্র। রাজস্ব ও আইন মন্ত্রকের দায়িত্ব পেয়েছেন রাম সুরত রাই।

উল্লেখ করা যেতে পারে, সোমবার মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার ছাড়াও আরও ১৪ জন মন্ত্রী শপথ নিয়েছিলেন। এদের মধ্যে পাঁচজন জেডিইউ, সাতজন বিজেপি, হাম একজন, ভিআইপি একজন।

মন্ত্রীদের মন্ত্রক বন্টন করলেন নীতীশ কুমার

নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর (হি. স.): নবগঠিত মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে মন্ত্রীদের মন্ত্রক বন্টন করলেন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার।

নীতীশ কুমার নিজের হাতে রাখলেন স্বরাষ্ট্র, সার্বিক প্রশাসনিক কাজকর্ম, ভিজিলান্স এর মতন দফতর। উপমুখ্যমন্ত্রী তারকিশোর প্রসাদ পেয়েছেন অর্থ, বন ও পরিবেশ, তথ্যপ্রযুক্তি, বিপর্যয় মোকাবিলা, নগরোন্নয়ন, আবাসন। অপর উপমুখ্যমন্ত্রী রেনু দেবী পেয়েছেন পঞ্চায়েত রাজ, শিল্প (ইন্ডাস্ট্রি), অনগ্রসর ও অতিঅনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ। গ্রামোন্নয়ন, জলসম্পদ, তথ্য, জনসংযোগ, পরিষদীয় মন্ত্রকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বিজয় চৌধুরীকে। পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, বিদ্যুৎ, খাদ্য ও ক্রেতা বিষয়ক, এক্সাইজ মন্ত্রকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বিজেন্দ্র প্রসাদ যাদবকে।

রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী করা হয়েছে মেওয়ালাল চৌধুরীকে। পরিবহনমন্ত্রী শীলা মণ্ডল। স্বাস্থ্য, সড়ক নির্মাণ, শিল্প ও সংস্কৃতি, যুব কল্যাণ মন্ত্রকের মন্ত্রী করা হয়েছে মঙ্গল পান্ডেকে। সংখ্যালঘু উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায়মন্ত্রী হয়েছেন অশোক চৌধুরী। জনস্বাস্থ্য কারিগরিমন্ত্রী রাম প্রীত পাসওয়ান। কৃষি, সমবায় মন্ত্রকের দায়িত্বভার দেওয়া হয়েছে অমরেন্দ্র প্রতাপ সিং। পর্যটন, শ্রম, খনি জীবেশ মিশ্র। রাজস্ব ও আইন মন্ত্রকের দায়িত্ব পেয়েছেন রাম সুরত রাই।

উল্লেখ করা যেতে পারে, সোমবার মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার ছাড়াও আরও ১৪ জন মন্ত্রী শপথ নিয়েছিলেন। এদের মধ্যে পাঁচজন জেডিইউ, সাতজন বিজেপি, হাম একজন, ভিআইপি একজন।

বুধবার বরাক বনধের ডাক, কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা কাছাড়ে, বিভিন্নস্থানে নিয়োগ ম্যাজিস্ট্রেট

শিলচর (অসম), ১৭ নভেম্বর (হি.স.) : 'সাউথ আসাম আনএমপ্লয়েড ইয়ুথ অ্যাসোশিয়েশন' আহূত বুধবারের বরাক বনধ-এর পরিপ্রেক্ষিতে কাছাড় জেলা প্রশাসন শিলচর এবং জেলার অন্যান্য অংশে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেছে। এছাড়া আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে জেলার বিভিন্ন স্থানে ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করেছে প্রশাসন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কীর্তি জল্লি এক নির্দেশ জারি করে ডিসি অফিস এবং আদালত এলাকায় তদারকির জন্য শিলচর সদর সার্কল অফিসার তথা কার্যনির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ডি পাঠককে নিয়োজিত করেছেন।

এছাড়া সোনাই রেভিনিউ সার্কল অফিসার তথা এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সুদীপ নাথকে সোনাই, কচুদরম এবং ধলাই থানা অঞ্চল দেখাশোনা করবেন। শিলচর রাজস্ব সার্কল অফিসার তথা এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট রুথি আইয়াজোকে শিলচর থানা এলাকা দেখাশোন করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

উধারবন্দের সার্কল অফিসার তথা এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট জয়ন্ত চক্রবর্তী উধারবন্দ ও বড়খলা থানা অঞ্চল দেখাশোনা করবেন। কাটিগড়া সার্কল অফিসার তথা এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট প্রাণজিৎকুমার দেবকে কাটিগড়া থানা অঞ্চল দেখাশোনা করার দায়িত্ব দিয়েছেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জল্লি।

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটরা যথাযথ পদক্ষেপ নেবেন এবং তাঁরা প্রত্যেকেই জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের বনধ সংক্রান্ত রিপোর্ট উপস্থাপন করবেন সময় সময়। তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের শিলচরের কার্যালয় থেকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ খবর জানানো হয়েছে।

ফের বাড়ল গত ২৪ ঘন্টায় পশ্চিমবঙ্গে করোনায় আক্রান্ত ৩,৬৫৪ জন

কলকাতা, ১৭ নভেম্বর (হি. স.): যত সময় বাড়ছে ততোই আতঙ্ক বাড়াচ্ছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। দমকা হাওয়ার মত উড়ে এসে শহরজুড়ে জাঁকিয়ে রাজ করছে করোনা। চোখে দেখা না গেলেও এই ভাইরাস আতঙ্কে নাজেহাল শহরবাসী। এরই মাঝে গতকালের তুলনায় মঙ্গলবার ফের রাজ্যে বাড়ল করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত ৩,৬৫৪ জন মঙ্গলবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিনে।

স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিনের মাধ্যমে আরও জানা যাচ্ছে, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হলেন ৩,৬৫৪ জন। ফলে রাজ্যে সংক্রমিতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৪,৩৪,২১৭ জন। একদিনে করোনাকে হারিয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৪,৩৮৮জন। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন মোট ৪, ০৩,৩৪০ জন। সংক্রমিতের নিরিখে এখনও পর্যন্ত ৯২.০৪ শতাংশ মানুষ করোনাকে হারিয়ে সুস্থভাবে বাড়ি ফিরেছেন। নতুন করে মৃত্যু হয়েছে ৫২ জনের। রাজ্যে মোট মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে ৭,৭৬৬। এই মুহূর্তে বাংলায় কোভিড-১৯ সক্রিয় রয়েছে ২৭,১১১ জনের শরীরে। রাজ্যে মোট ৫৩, ০১,১৬২ টি করোনা ভাইরাসের পরীক্ষা করা হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ৪৪,২৩৮ স্যাম্পেল পরীক্ষা করা হয়েছে করোনার।

করোনা আক্রান্ত লুইস সুয়ারেজ

ব্রাসোলিয়া, ১৭ নভেম্বর (হি. স.) : করোনার আক্রান্ত উরুগুয়ে দলের অন্যতম সেরা তারকা লুইস সুয়ারেজ এবং গোলকিপার রডরিগো মুনোজ। অবস্থা এমন যে, বিশ্বকাপের যোগ্যতার্জন পর্বে ব্রাজিলের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে তো পাওয়া যাবেই না তাঁদের, উপরন্তু, প্রথম একাদশ কী হবে, তা নিয়েই হিমসিম খাচ্ছে টিম ম্যানেজমেন্ট। কারণ, সুয়ারেজ এবং রডরিগোর সংস্পর্শে বিগত দিনে কে কে এসেছেন, তাঁদের করোনা—রিপোর্ট কী আসবে, তা নিয়েই চিন্তা তাঁদের।

উরুগুয়ের টিমের একটি সূত্র জানাচ্ছে, এমনও হতে পারে ওই ম্যাচে রিজার্ভ বেঞ্চের একাধিক 'নতুন মুখ' দেখা যেতে পারে।

ঘটনা হল, উরুগুয়ের দুই ফুটবলার ছাড়াও করোনা আক্রান্ত দলের সাপোর্ট স্টাফ মাতিয়াস ফারাল। মঙ্গলবার ব্রাজিলের বিরুদ্ধে নিজেদের মাঠে খেলা ছিল উরুগুয়ের। সেই ম্যাচে দলের অন্যতম সেরা স্ট্রাইকারকে পাবে না দুই বারের বিশ্বজয়ী দল। যা নিয়ে চিন্তা তো রয়েইছে, এখন বাড়তি চিন্তা হল আরও

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম
হরেকরকম
হরেকরকম

পৌলমী কাঁদছেন, বলছেন ‘বাবার জন্য দুঃখ পাবেন না’

কদিন আগে বাবার মৃত্যুর গুজব না ছড়ানোর অনুরোধ জানিয়ে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়েছিলেন অভিনেত্রী পৌলমী বোস, অভিনেতা সৌমিত্রের মেয়ে। আজ কলকাতার বেলভিউ নার্সিং হোমের বারান্দায় দাঁড়িয়ে কান্নাভেজা স্বরে বাবার জন্য দুঃখ না করার আহ্বান জানালেন তিনি। বাবার ‘ন্যাওটা’ ছিলেন পৌলমী। অভিনয় করতেন বলে বাবা সৌমিত্রও খুব আদর করতেন মেয়েকে। আজ বেলা একটায় ফেসবুকে পৌলমী লিখেছেন, ‘গভীর শোক নিয়ে জানাতে হচ্ছে, প্রিয় বাবা . . . আমার বাপি আজ সকালে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। পারিবারিকভাবে আমরা বিধ্বস্ত।’

লেখাটিতে পৌলমী আরও যুক্ত করেন, ‘সবাইকে বিনীতভাবে অনুরোধ করছি, দয়া করে এখনই আমাদের বাড়িতে আসবেন না। আমার মা এবং আমার ছেলেদের অবস্থা খুব নাজুক। দয়া করে তাঁদের ঝুঁকির মধ্যে ফেলবেন না। দয়া করে মহামারির বিষয়টি মাথায় রাখুন এবং বাড়িতে থেকেই প্রার্থনা করুন। যদি সত্যিই বাবাকে ভালোবাসেন, তাহলে তাঁর নৈতিকতাকে শ্রদ্ধা করুন। দয়া করে আমাকে ফোন করবেন না বা খুদে বার্তা পাঠাবেন না। আমি স্বাভাবিক হয়ে সবার সঙ্গে কথা বলব। দয়া করে আমাকে এখন একটু নিজের মতো থাকতে দিন। এটাই আমার জন্য জরুরি। যদি কেউ আমার মা বা ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে চান, তবে তাঁদের ফোন করুন। দয়া করে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন না।’

বেলভিউ নার্সিং হোমে সকাল সকাল পৌঁছে গিয়েছিলেন পৌলমী। সেখানে দাঁড়িয়ে সবার উদ্দেশে বললেন, ‘আপনারা বাবার জন্য দুঃখ পাবেন না। হাসিমুখে বরং তাঁর জীবনকে সেলিব্রেট করুন।’হাসপাতালের আঙিনায় দাঁড়িয়ে তিনি আরও বলেন, ‘কেবল বাবা নয়, একজন সহযোদ্ধা বন্ধুকে হারিয়েছি। বাবা-মেয়ের সম্পর্ককে ছাপিয়ে আমাদের সম্পর্কটা ছিল অন্য রকম। আমাকে স্কুলে দিয়ে আসা, শুটিং ফেলে স্কুল থেকে নিয়ে আসা, মন খারাপ হলে গঙ্গার পাড়ে বসে ভুট্টা খাওয়ার স্মৃতিগুলো আমাকে খুব আবেগতাড়িত করছে।’ নিজের নাটকের দল খোলার পর বাবা সৌমিত্রের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন পৌলমী। ‘প্রাচ্য’ নামের ওই দলের জন্য নাটকটা অনেক দিন ধরে সৌমিত্রই লিখেছিলেন। সেখানে সৌমিত্রের তিন চরিত্র। বাবার মরদেহ যখন বেলভিউ নার্সিং হোম থেকে বের হচ্ছে, সাংবাদিকদের সামনে স্মৃতির কপাট খুলে ধরেছিলেন পৌলমী। সদ্যপ্রয়াত অভিনেতা সৌমিত্রর মরদেহ পৌঁছে গেছে তাঁর গলফ গ্রিনের বাড়িতে। স্বজনদের সঙ্গে শেষ দেখার পর তাঁকে নেওয়া হবে টালিগঞ্জের টেকনিশিয়ানস স্টুডিওতে, যেখানে বহু সময় কাটিয়েছেন সৌমিত্র। সেখানে শিল্পী-কুশলী-স্বজনদের শ্রদ্ধা জানানোর পর বেলা সাড়ে তিনটায় সৌমিত্রর মরদেহ নেওয়া হবে রবীন্দ্রসদনে। সেখানে দুই ঘণ্টা সৌমিত্রকে শ্রদ্ধা জানাতে পারবেন সর্বস্তরের মানুষ ও ভক্ত-অনুরাগীরা। সন্ধ্যা সোয়া ছয়টা থেকে সাড়ে ছয়টার মধ্যে কেওড়াতলা মহাশ্মশানে রাজ্য সরকারের সম্মাননার পর তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে।

বর্ষায় সুস্থ থাকতে যা খাবেন

এখন বর্ষাকাল। এ সময় বাতাসের আর্দ্রতা বেশি থাকে। যে কারণে পরিবেশ থাকে স্যাঁতসেঁতে। এই মৌসুমে সাধারণ সর্দিজ্বর হয়ে থাকে, যাকে আমরা ভাইরাল ফ্লু হিসেবে জানি। ভাইরাল ফ্লু হলে ৩-৪ দিনের মধ্যে রোগী ভালো হয়ে যায়। এ ছাড়াও ডেঙ্গুজ্বর এবং এখন আবার করোনাভাইরাসের (কোভিড-১৯) কারণে আমাদের মানসিক ও শারীরিকভাবে সুস্থ থাকাটা খুবই জরুরি। এ জন্য আমাদের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ানো অত্যন্ত প্রয়োজন।সাধারণত জ্বরের সময় আমাদের শরীরের বিপাক ক্রিয়ার হার (ঋত্রঞ্ঠথতুন্ত্রদ্বন্দ্ব স্খঞ্ঠত্র) বেড়ে যাওয়ার কারণে আমাদের শক্তি ক্ষয় হয়ে থাকে। এই সময় অনেক ক্যালোরিযুক্ত ও তরল জাতীয় খাবারের দরকার হয়। সে জন্য এই সময় খাদ্যতালিকায় আমিষ ও তরল জাতীয় খাবারের পরিমাণ বাড়াতে হবে। এ ছাড়াও ভিটামিন সি-যুক্ত খাবার খেতে হবে। দৈনিক ৮-১০ গ্লাস পানি পান করতে হবে এবং ৭-৮ ঘণ্টা ঘুমাতে হবে।

দৈনিক আমাদের চাহিদা অনুযায়ী যে পরিমাণ ভিটামিন সি প্রয়োজন, তা দুটো আমলকী অথবা একটি মাঝারি আকারের পেয়ারা থেকে আমরা পেয়ে থাকি। প্রতি ১০০ গ্রাম আমলকীতে ৪৩৪.০৫ মি.গ্রাম, পেয়ারায় ২১০ মি.গ্রাম, কাগজি লেবুতে ৬৩ মি.গ্রাম, পাকা জাম্বুরায় ১০৫ মি.গ্রাম ভিটামিন সি রয়েছে।

প্রয়োজনীয় কিছু খাবারের উৎস

আমাদের আমিষ জাতীয় খাবারের উৎস মাছ, বিভিন্ন ধরনের মাংস, ডিম, দুধ, ডাল, বীজ ও বাদাম। ভিটামিন সির উৎস আমলকী, পেয়ারা, লেবু, কমলা, মালটা, কামরাঙা, কালো জাম, জাম্বুরা, বিলাতি তেঁতুল, লটকন, আনারস, ডেউয়া, চেরি, স্ট্রবেরি, শালগম, পুঁইশাক, পালংশাক, কাঁচা মরিচ, পার্সলি পাতা, টমেটো, ক্যাপসিকাম, ব্রকলি, মিষ্টি আলু, ব্রাসেলস স্প্রাউট, বাঁধাকপি, ধনেপাতা, সিলারি, ডাঁটাশাক, মেথিশাক, সজনেশাক, নিমপাতা, কচুশাক, শালগম পাতা, করলা পাতা, সাজনে ডাঁটা, ফুলকপি, করলা, উচ্ছে, কাঁকরোল, সরিষা শাক ও যেকোনো টক জাতীয় ফল। তরল জাতীয় খাবার, চিকেন স্যুপ, ভেজিটেবল স্যুপ, লেবুর শরবত, মালটা ও অরেঞ্জ জুস, ডাবের পানি, মিল্ক সেক, বিভিন্ন ফলের রস, দুধ অথবা দই এবং বিভিন্ন ফল দিয়ে তৈরি স্মুদি, লেবু-চা, আদা-চা, মসলা-চা, লাল-চা ইত্যাদি।

রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়াতে এমন কিছু খাবার

রসুন: গবেষণায় দেখা গেছে, খালি পেটে রসুন খাওয়া হলে এটি অ্যান্টিবায়োটিকের মতো কাজ করে।

খালি পেটে অথবা নাশতার পর ১ কোয়া রসুন খাতে পারেন। সামান্য তেলে অর্ধেক কোয়া রসুন ভেজে তা এক টেবিল চামচ মধুর সঙ্গে রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে খেলে বুকে জমে থাকা কফ থেকে রেহাই পাওয়া যায়। শরীর থেকে জ্বর ও ঠান্ডা দূর করতে প্রতিদিন ২-৩ কোয়া রসুন কাঁচা খেতে হবে।

লেবু: লেবুতে ‘রুটিন’ (ট্রুন্ঠত্রদ্র) নামের বিশেষ ফ্লাভোনয়েড পাওয়া যায়, যা শিরা ও রক্ত জালিকার প্রাচীর শক্তিশালী করতে সাহায্য করে। ফলে হৃদরোগের ঝুঁকি কমে যায়। এ ছাড়া লেবুর মধ্যে রয়েছে ভিটামিন সি ও বিভিন্ন অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস, যা সর্দিকাশির সমস্যা দূরসহ বিভিন্ন ক্যানসার নিরাময়ে সহায়তা করে। স্নায়ু ও মস্তিষ্কের ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়, ফুসফুস পরিষ্কার রাখে এবং হাঁপানির সমস্যা দূর করে।মধু: ফুসফুসের যাবতীয় রোগে মধু উপকারী। শ্বাসকষ্ট দূর করতে মধু দারুণ কাজ করে। আধা গ্রাম গুঁড়ো করা গোলমরিচের সঙ্গে সমপরিমাণ মধু ও আদা মিশিয়ে দিনে তিনবার খেলে হাঁপানি রোগে উপকার পাওয়া যায়।

ডাবের পানি: রিবোফ্লোবিন, নিয়াসিন, থায়ামিন ও পিরিডক্সিনের মতো উপকারী উপাদানে ভরপুর ডাবের পানি প্রতিদিন পান করলে শরীরের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা এতটাই বৃদ্ধি পায় যে জীবাণুরা আক্রমণ করতে পারে না।

সোনালি মাছের শহরে

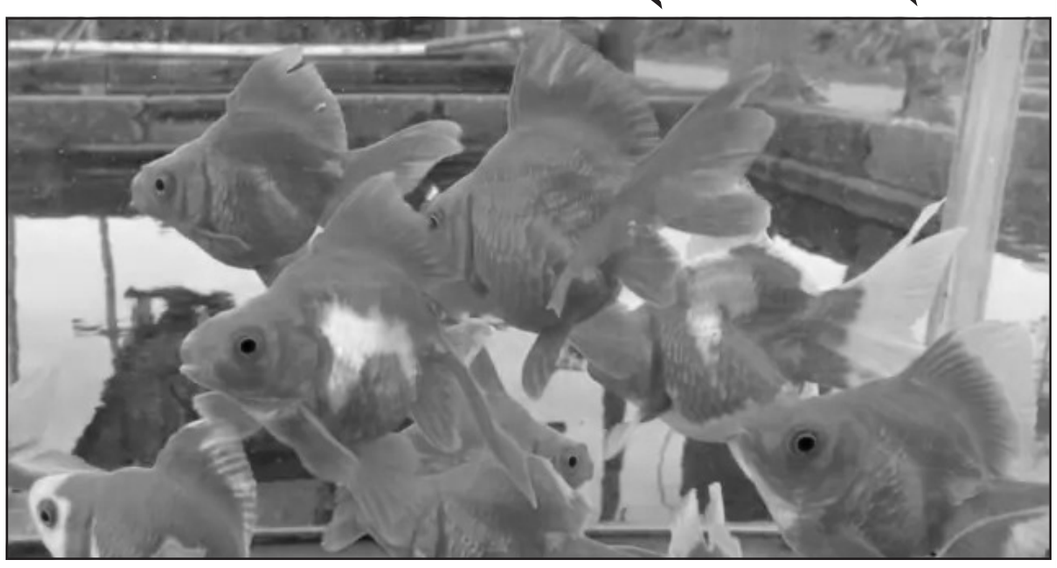

যদি কখনো হংকংয়ের কওলন শহরের মংককের টুং চুইয়ের রাস্তায় সন্ধ্যায় হাঁটতে বের হন, তাহলে চারপাশের উজ্জ্বল সোনালি আভায় চোখ ও মন জুড়িয়ে যাবে। টুং চুইয়ের ফুটপাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে তাকালে মনে হবে যেন এক সোনার খনির মতো মনোমুগ্ধকর ও জাদুকরি স্বপ্নরাজ্যের মাঝে এসে পড়েছি। আর এই স্বপ্নরাজ্যই হচ্ছে হংকংয়ের বিখ্যাত গোল্ডফিশ স্ট্রিট, যা দিনে দিনে ছোট—বড় সবার কাছে ভীষণ পছন্দের ঘুরে বেড়ানোর জায়গা হয়ে উঠেছে। প্রায় ৩০০ মিটার রাস্তাজুড়ে ছড়িয়ে—ছিটিয়ে আছে অজস্র দোকান, যার অধিকাংশ দোকানে গোল্ডফিশ বিক্রি হয়। এসব দোকানের অ্যাকুয়ারিয়াম এবং ফুটপাতে পলিব্যাগে ঝুলিয়ে রাখা থাকে হাজার হাজার গোল্ডফিশ।

এই রাস্তা ধরে হাঁটলে আরও দেখা যাবে গোল্ডফিশকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা স্থানীয়দের জীবনযাপন, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। দোকানগুলো ভোরের আলো ফুটতে ফুটতেই খুলে যায় এবং দিনভর বেচাকেনা শেষে রাত ১০টায় বন্ধ হয়ে যায়। চায়নার নতুন বছর উপলক্ষে দোকানগুলো কয়েক দিন মাত্র বন্ধ থাকে, এ ছাড়া প্রতিদিনই খোলা। মনে রাখতে হবে, গোল্ডফিশের এই রাজ্য ঘুরে দেখার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত সময় সন্ধ্যার পর। কারণ, এই সময়ে গোল্ডফিশের সোনালি শরীরে চারপাশের আলো পড়ে এক অন্য রকম আবহ তৈরি করে।মাস ট্রানজিট ট্রেন, বাস ও ট্যাক্সি ব্যবহার করে খুব সহজেই এখানে চলে আসা যায়। ট্রেনে সবচেয়ে সুবিধা। খরচ তুলনামূলক কম এবং থামে প্রিন্স এডওয়ার্ড মংক মাস ট্রানজিট রেলওয়ে স্টেশনে, যেখান থেকে টুং চুইয়ে স্ট্রিটে হেঁটেই চলে আসা যায়। তবে রেল বা বাসে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ না করলে ট্যাক্সিতেও সরাসরি চলে আসা যায়। টুং চুইয়ের রাস্তায় নেমে বিখ্যাত গোল্ডফিশের রাজ্যে ঘুরতে ঘুরতে এর সম্পর্কে কিছু জেনে নেওয়া যাক।

গোল্ডফিশকে পুরো চীন, হংকং, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, মিয়ানমারে সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধির প্রতীক এবং জীবনের অংশ হিসেবে দেখা হয়। অধিকাংশ বাড়িতে গেলেই অ্যাকুয়ারিয়ামে গোল্ডফিশ দেখা যায়। অনেকেই গোল্ডফিশের ছবি আঁকা তৈজসপত্র ব্যবহার করেন। অনেক দেশেই গোল্ডফিশ আকৃতির ও রঙের মজাদার বিস্কুট বানানো হয়, যা শিশুরা ভীষণ পছন্দ করে। এই বিস্কুট তৈরিতে পনির, মাখন, গম ও ভুট্টার ময়দা, মধু ব্যবহার করা হয়। চীন, ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়ায় গোল্ডফিশ ভাজা ও রান্না করে খাওয়া হয়।

গোল্ডফিশ বেশ সুপরিচিত একটি রঙিন মাছ। রূপের দিক থেকে এর জুড়ি মেলা ভার। বিশ্বের অন্যতম নামীদামি প্রজাতির মাছ এটি। এই মাছ সচরাচর ছোট আকৃতির হয়ে থাকে। গোল্ডফিশ পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের মাছ হলেও বর্তমানে বিশ্বের প্রায় সব দেশেই এটি পাওয়া যায়। পৃথিবীতে প্রায় ১২৫ প্রজাতির গোল্ডফিশ আছে। মাছটি ২৫ বছর পর্যন্ত বাঁচে এবং ৪০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত বড় হয়। যুক্তরাজ্যের নর্থ ইয়র্কশায়ারে ১৯৯৯ সালে একটি গোল্ডফিশ ৪৩ বছর বয়সে মারা গিয়েছিল। এটি গোল্ডফিশের বেঁচে থাকার রেকর্ড।সাধারণত সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ও শখের বশে অনেকেই বাসার অ্যাকুয়ারিয়ামে গোল্ডফিশ পালন করে থাকেন। তাই বাসার অ্যাকুয়ারিয়ামে পালন করা অধিকাংশ মাছই দেখা যায় গোল্ডফিশ প্রজাতির। যেমন কমেট, ওয়াকিন, জাইকিন, সাবানকিন, ওরান্ডা, ব্ল্যাক মোর, ফান্টাইল, রুইকিন, ভেইল টেইল, রানচু ইত্যাদি। দেহের আকৃতি অনুসারে গোল্ডফিশ সাধারণত ডিম্বাকৃতি ও লম্বা দৈহিক গঠনের হয়ে থাকে। রোগ প্রতিরোধক্ষমতার দিক থেকে লম্বা দৈহিক কাঠামোর গোল্ডফিশগুলো বেশ শক্তিশালী হয়ে থাকে।সুইডেনে প্রচলিত আছে যে গোল্ডফিশের স্মৃতিশক্তি মাত্র তিন সেকেন্ডের। তাই কেউ কোনো কিছু মনে না রাখতে পারলে কখনো কখনো তাকে মজা করে ‘গোল্ডফিশ মেমোরি’ বলে ডাকা হয়। কিন্তু আসলে গোল্ডফিশের স্মৃতিশক্তি এত কম নয়। গোল্ডফিশ কোনো ঘটনা কমপক্ষে তিন মাস পর্যন্ত মনে রাখতে পারে। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে, অধিকাংশ গোল্ডফিশের স্মরণকাল ১২ দিন পর্যন্ত হতে পারে, যা অন্তত ‘তিন সেকেন্ড’ সময়ের চেয়ে অনেক বেশি।সন্ধ্যার আলোতে মংককের টুং চুইয়ে এবং এর আশপাশের রাস্তা ও ফুটপাতে হাঁটার অভিজ্ঞতা ছিল বৈচিত্র্যে ভরা। ঝলমলে আলোর মাঝে কত ব্যস্ত মানুষের মুখ, টুকরো টুকরো জীবনের নানা উপলক্ষ মন ভরিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। রাস্তার দেয়ালজুড়ে নানা ধরনের চিত্রকর্ম, বড় বড় মান্দারিন হরফে লেখা সাইনবোর্ড ও বিলবোর্ড, লন্ঠনের মতো নকশা করা লাইটের সৌন্দর্য যেন এই রাস্তার ঐতিহ্যকে তুলে ধরে।টুং চুইয়ের গোল্ডফিশ মার্কেট ছাড়িয়ে সামনের মোড়ে গেলেই চোখে পড়বে সে ইয়েং চই স্ট্রিট, ফা ইয়ান স্ট্রিট, সই স্ট্রিট ও ডুনডাম স্ট্রিট। তবে মনে রাখা ভালো, কওলন শহরের মংককের এই সব রাস্তাঘাট ও দোকানপাট আগে থেকেই লোকসমাগমের জন্য বিখ্যাত। এমন ঘন লোকসমাগমের রাস্তার জন্য গিনেস বুক অব ওয়ার্ল রেকর্ডসে মংককের নামও এসেছিল। ফলে এসব রাস্তা দিনরাত ২৪ ঘণ্টা ব্যস্ত ও কোলাহলপূর্ণ থাকে।

মিঠুনের ছেলেকে প্রকাশ্যে আনলেন সালমান

৬৯ বছর বয়সী মিঠুন চক্রবর্তীকে কে না চেনে! তিনি টালিউড ও বলিউডের সুপারস্টার। তাঁরই চার সন্তানের একজন, ২৭ বছর বয়সী নমশি চক্রবর্তী। বাবা আর বড় ভাইয়ের দেখানো পথ অনুসরণ করে তিনিও ক্যারিয়ার গড়তে চলেছেন বড় পর্দায়। নমশির নতুন ছবির পোস্টার শেয়ার করে শুভকামনা জানিয়েছেন সালমান খান।

‘আন্দাজ আপনা আপনা’, ‘দ্য লিজেন্ড অব ভগত সিং’, ‘ফাটা পোস্টার নিকলা হিরো’ খ্যাত বলিউডের নামজাদা পরিচালক রাজকুমার সন্তোষীর নতুন ছবি ছবি ‘ব্যাড বয়’-এর মাধ্যমে বলিউডের দুনিয়ায় পা রাখতে চলেছেন দুই নবাগত। মিঠুন পুত্র নমশি ছাড়া নির্মাতা সাজিদ কুরেশির কন্যা অমরিন কুরেশিও অভিনয় করতে চলেছেন এই ছবিতে। বলিউডে বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত এমন অসংখ্য তারকাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন সালমান খান। এবার দুই নবাগতর প্রথম ছবির পোস্টার শেয়ার করে তাঁদের পরিচিত করিয়ে দিলেন সালমান খান। পোস্টার মুক্তির পাশাপাশি ভাইজান নমশি এবং অমরিনকে তাঁদের এই নতুন সফর শুরুর জন্য শুভকামনা জানিয়েছেন।

রাজকুমার সন্তোষী তাঁর ‘ব্যাড বয়’ ছবি প্রসঙ্গে বলেন, ‘এই ছবির পোস্টারের মতো এর গল্পও খুব শক্তিশালী। একটা সম্পূর্ণ ছবিতে যা যা থাকে অর্থাৎ নাটকীয়তা, প্রেম, সংগীত, অ্যাকশনসবকিছু ভরপুর আছে আমার এই ছবিতে। আমার বিশ্বাস যে বাণিজ্যিক ছবির দর্শকেরা এই ছবিটি গ্রহণ করবেন।’

নির্মাতা সাজিদ কুরেশিও মনে করেন, ‘ব্যাড বয়’ পুরোপুরি কমার্শিয়াল ছবি। ২০২০ সালে সবচেয়ে মসলাদার বিনোদনমূলক ছবির তালিকায় ‘ব্যাড বয়’ থাকবে বলেও বিশ্বাস এই পরিচালকের। মিঠুন—পুত্র নমশি তাঁর বলিউড অভিষেক নিয়ে অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত। এই তারকা—পুত্র বলেন, ‘“ব্যাড বয়” আমার কাছে স্বপ্ন সত্যি করার মতো একটা ব্যাপার।’ নবাগতা নায়িকা অমরিন কুরেশি বলেন, ‘“ব্যাড বয়” ছবির জন্য আমি অনেকটা দিন ধরে ভেবেছি। এটা আমার স্বপ্নের ছবি। আর এই ছবি মনোরঞ্জনে ভরপুর। সেটে কাটানো প্রতিটা মুহূর্ত খুব আনন্দের ছিল। এই ছবিটা মুক্তির অপেক্ষায় আমার আর তর সইছে না।’মিঠুন চক্রবর্তীর বড় ছেলে মিমোহ আগেই হিন্দি ছবির দুনিয়ায় পা রেখেছেন। কিন্তু সেভাবে হালে পানি পাননি এই তারকা—পুত্র। এখন দেখার নমশি মিঠুনের নাম কতটা রক্ষা করতে পারেন।

যে কারণে স্মৃতিকাতর ভূমি পেড়নেকর

কাজের ব্যস্ততায় ঘরটাকে ঠিকঠাক দেখাও হয় না। হয়তো কোনো প্রিয় জিনিস হারিয়ে গেছে আগে। সেটিই লুকিয়ে আছে ঘরের কোনো কোণে। হঠাৎ করেই সেটি চোখের সামনে পড়লে কেমন লাগবে? বলিউড অভিনেত্রী ভূমি পেড়নেকর যেন তেমনই এক শৈশবের গুপ্তধন পেয়ে নিজেই স্মৃতিকাতর হলেন। আবেগতাড়িত হয়ে গেলেন খানিকটা।

এই লকডাউনে নিজের বাসায় চাষাবাদ নিয়ে রীতিমতো মেতে ছিলেন ভূমি। এখন ঘরদোর পরিষ্কারে মন দিয়েছেন। আর ঘর সাফ করতে করতেই এই বলিউড অভিনেত্রী খুঁজে পেলেন ”খাজানা”, মানে গুপ্তধন। হারিয়ে যাওয়া এই গুপ্তধনের সন্ধান পেয়ে বেজায় খুশি এই বলিউড অভিনেত্রী। তিনি বলেন, ”লকডাউনের এই সময়ে নিজের বাড়িকে পুরোপুরি সময় দিতে পারছি। নিজের হাতে বাড়ি পরিষ্কার করছি। আর তা করতে গিয়ে আমি একটা পুরোনো ট্রাংক খুঁজে পাই। তবে সবচেয়ে অবাক হই ট্রাংকের ভেতরের জিনিসগুলো দেখে। এই ট্রাংকে আমার স্কুলের একটি স্ক্র্যাপবুক পেয়েছি। আমার প্রথম ডিভিডি অডিশনের টেপটাও সেখানে। আর আমার লেখা প্রথম চিত্রনাট্য সেই ট্যাংকে ছিল। সত্যি বলতে, আমি এসব জিনিসগুলো আবার খুঁজে পাব, তা ভাবিইনি।”

ভূমি আরও বলেন, ”এখন এত সময় পাওয়া যাচ্ছে যে আপনি আপনার জীবনকে রিব্যুট করতে পারবেন। লকডাউনের প্রথম সপ্তাহ খুবই অদ্ভুত ছিল। আমার ঘরটা রাস্তার দিকে, তাই খুব শোরগোল শোনা যেত। কিন্তু হঠাৎই এখানে নীরবতা নেমে আসে। দু-তিন দিন পর মানুষের কোলাহলের পরিবর্তে পাখির কিচিরমিচির শুনতে পাই।

মঙ্গলবার বিবাহবার্ষিকীর দিনে মুখ্যমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী জায়া আগরতলার লক্ষ্মী নারায়ণ বাড়িতে। ছবি- নিজস্ব।

অসমে বহু কোটি টাকার সংখ্যালঘু ছাত্রবৃত্তি কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িত গ্রেফতার আরও এক

গুয়াহাটি, ১৭ নভেম্বর (হি.স.) : অসমে মাইনোরিটি স্কলারশিপ (প্রি-মেট্রিক) কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িত অভিযোগে আরও একজনকে গ্রেফতার করেছে সিআইডি। এখন পর্যন্ত সংখ্যালঘু ছাত্রবৃত্তি কেলেংকারির সঙ্গে জড়িত মোট ২৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে রাজ্য পুলিশের জনৈক পদস্থ আধিকারিক জানিয়েছেন।

আধিকারিকটি জানান, গতকাল নিম্ন অসমের গোয়ালপাড়া জেলা থেকে জনৈক রবিউল ইসলামকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ছাত্রবৃত্তির টাকার নয়ছয় সংক্রান্ত ঘটনার জন্য তাঁকেই মূল অভিযুক্ত বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। বহু বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগসাজস করে ছাত্রবৃত্তির জন্য ভুয়ো আবেদন দাখিল করে ওই বৃত্তির টাকা আত্মসাৎ করেছেন রবিউল অ্যান্ড কোম্পানি।

তিনি জানান, এখন পর্যন্ত গ্রেফতার ২৬ জনের মধ্যে বিভিন্ন স্কুলের চারজন প্রধানশিক্ষক, একজন শিক্ষক, তিনজন রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকের গ্রাহক সেবাকেন্দ্রের (সিএসপি) স্বত্বাধিকার, একজন বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সভাপতি, দুজন ইলেকট্রনিক ডাটা প্রসেসর এবং ১০ জন মধ্যস্বত্বভোগী।

গরিব সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার অনুদিত প্রাকমাধ্যমিক বৃত্তির প্রায় ৫০১ কোটি টাকার বিশাল কেলেংকারির সঙ্গে জড়িত অভিযোগে গত এক সপ্তাহে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ আধিকারিক জানান, ছাত্রবৃত্তির তহবিল তছরুপের সঙ্গে জড়িত অন্য অভিযুক্তদের গ্রেফতারের জন্য রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় অভিযান চালিয়েছে সিআইডি।

এই অভিযানে এখন পর্যন্ত তিনটি ল্যাপটপ, ২১৭ জন ছাত্রছাত্রীর ফটোগ্রাফ, ১০৪ জন ছাত্রছাত্রীর প্রমাণপত্র, ১৭৩টি প্রাক-মাধ্যমিক বৃত্তির ফর্ম এবং ১১টি ব্যাংকের পাসবুক বাজেয়াপ্ত করেছে।

প্রসঙ্গত, সংখ্যালঘু ছাত্রবৃত্তির জন্য বরাদ্দকৃত ৫০১ কোটি ৪০ লক্ষ ৪ হাজার টাকার দুর্নীতি সংগঠিত করে আত্মসাৎ করার অভিযোগ উঠেছে রাজ্যের সর্বত্র। বিষয়টি কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু পরিক্রমা মন্ত্রী মোক্তার আব্বাস নকভিকে অবগত করে উচ্চস্তরীয় তদন্তের জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন অসম সংখ্যালঘু উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান তথা বিজেপি নেতা সৈয়দ মমিনুল আওয়াল গরিয়া। ওই অনুরোধের পর গত ৮ নভেম্বর কেন্দ্রীয় সরকার এই কেলেংকারির তদন্তভার সিবিআইকে অর্পণ করেছে।

শীঘ্রই বন্ধ হতে পারে দিল্লির বিভিন্ন মার্কেট, ইঙ্গিত দিলেন কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর (হি.স.): পুনরায় লকডাউনে রাজি নয় অরবিন্দ কেজরিওয়াল সরকার। তবে, যে সমস্ত স্থানে করোনা সম্পর্কিত নিয়ম মানা হচ্ছে না অথবা স্থানীয় করোনা-হটস্পটে পরিণত হয়েছে সেই সমস্ত মার্কেট কিছু দিনের জন্য বন্ধ রাখতে চাইছে দিল্লি সরকার। তাই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একটি সাধারণ প্রস্তাব পাঠানোরও সিদ্ধান্ত নিয়েছে অরবিন্দ কেজরিওয়াল সরকার। মঙ্গলবার একথা জানিয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। কেজরিওয়াল এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, ”দীপাবলির সময় অনেক মার্কেটে দেখা গিয়েছে, কেউ মাস্ক পারেননি অথবা সামাজিক দূরত্ববিধি মেনে চলেননি। এজন্য করোনাভাইরাস আরও ছড়িয়ে পড়েছে। দিল্লিতে যেহেতু করোনা-সংক্রমণ বাড়ছে, তাই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমরা একটি সাধারণ প্রস্তাব পাঠাচ্ছি, যদি প্রয়োজন হয়, যে সমস্ত স্থানে নিয়ম মানা হচ্ছে না অথবা স্থানীয় করোনা-হটস্পটে পরিণত হয়েছে সেই সমস্ত মার্কেট কিছু দিনের জন্য যাতে বন্ধ রাখতে পারে দিল্লি সরকার।”

করোনা-পরিস্থিতিতে দ্রুততার সঙ্গে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে কেজরিওয়াল এদিন বলেন, ”অবিলম্বে দিল্লিবাসীর স্বার্থে ৭৫০টি আইসিইউ বেড বাড়ানোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। কোভিড-১৯ মোকাবিলায় যথাসাধ্য চেষ্টা করছে সমস্ত সরকার ও এজেন্সি, কিন্তু জনগণ সাবধানতা অবলম্বন না করলে কিছু করা সম্ভব নয়। প্রত্যেকের কাছে আমার অনুরোধ মাস্ক পরুন এবং সামাজিক দূরত্ববিধি মেনে চলুন।” বিয়েবাড়িতে ঠিক কতজন এই মুহূর্তে উপস্থিত থাকতে পারবেন, এ প্রসঙ্গে কেজরিওয়াল আরও বলেন, ”কয়েক সপ্তাহ আগে দিল্লিতে যখন করোনা-পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছিল, তখন কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশিকা অনুযায়ী বিয়েবাড়িতে ২০০ জন উপস্থিত থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এখন তা প্রত্যাহার করা হচ্ছে এবং শুধুমাত্র ৫০ জনকে অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। অনুমোদনের জন্য এই সিদ্ধান্ত লেফটেন্যান্ট গভর্নরের কাছে পাঠানো হয়েছে।” দেশে কোভিড হটস্পট হয়ে উঠেছে দিল্লি। গত ১১ দিন ধরে সংক্রমণের নিরিখে দিল্লি শীর্ষে। এই পরিস্থিতিতে এই সিদ্ধান্ত নিল কেজরিওয়াল সরকার।

পপুলার ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়াকে নিষিদ্ধ করার দাবি তুললেন মহসিন রাজা

লখনউ, ১৬ নভেম্বর (হি. স.): উত্তরপ্রদেশের সংখ্যালঘু কল্যাণ, মুসলমান ওয়াকফ এবং হজ মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী মহসিন রাজা দাবি করেছেন যে পপুলার ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়া নামক সংগঠনটিকে অবিলম্বে নিষিদ্ধ করতে হবে।

মঙ্গলবার তিনি জানিয়েছেন আল-কায়েদার সাহায্যকারী তুর্কির একটি সংগঠন যার নাম আই এইচ এইচ। তার সঙ্গে বসে আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে চলেছে পপুলার ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়া। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন এবং হাথরাস গণধর্ষণ কাণ্ড নিয়ে দেশজুড়ে দাঙ্গা সংগঠিত করার অভিযোগ রয়েছে পপুলার ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে। এমন কি অপরাধ সংগঠিত করা ও হত্যার অভিযোগ রয়েছে এই সংগঠনের বিরুদ্ধে। ফলে এখন সময় এসেছে এই সংগঠনটিকে অবিলম্বে নিষিদ্ধ করার। এর সঙ্গে যুক্ত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, সম্প্রতি ইউরোপের এক গবেষণা সংস্থা একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ্যে এনেছেন যেখানে জানা যাচ্ছে ২০১৮ সালে তুর্কির ইস্তানবুলে আই এইচ এইচ এর সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক বসে পপুলার ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়া। এই আই এইচ এইচ আবার আলকায়দাকে ক্রমাগত সাহায্য করে চলেছে। সম্প্রতি পপুলার ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে তদন্তে নেমে ইডি বিপুল পরিমাণ আর্থিক জালিয়াতির সন্ধান পেয়েছে। জানা গিয়েছে এই সংগঠনটি নামে দেশজুড়ে ৭৩ বেশি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। সব মিলিয়ে ১২০ কোটি টাকা রয়েছে এদের ব্যাংক একাউন্টে। গত বছর ডিসেম্বরে দিল্লির দাঙ্গার সময় এই সংগঠনের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে ৯০ বার টাকা তোলা হয়েছে।

ইমফলে সরকারি হাসপাতালের সামনে বোমা বিস্ফোরণ কাণ্ডে ধরপাকড় নেই, সংকটমুক্ত আহত দম্পতি

ইমফল, ১৭ নভেম্বর (হি.স.) : রাজধানী ইমফলে অবস্থিত দ্য রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্স (রিমস নামের সরকারি হাসপাতালের গেটের সামনে সংগঠিত বোমা বিস্ফোরণের সঙ্গে জড়িত কাউকে এখনও শনাক্ত বা আটক করতে পারেনি পুলিশ। সংকটজনক অবস্থায় বোমা বিস্ফোরণে আহত জোড়া দম্পতি সংকটমুক্ত বলে জানা গেছে।

গতকাল সকালের দিকে রিমসএর সামনে সন্দেহজনক জঙ্গিরা বিদেশে তৈরি শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল। এতে বছর ৪০-এর এক ব্যক্তি এবং তাঁর পত্নী গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলেন। তাঁদের পাপাও এবং তাঁর পত্নী হাওপি (৩৪) বলে শনাক্ত করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, পত্নীর চিকিৎসার জন্য কাংপকপি জেলা থেকে তাঁর স্বামী পাপাও রিমসএ এসেছিলেন। আঘাতপ্রাপ্ত দুজনকে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়।

পুলিশের সূত্রটি জানিয়েছে, বোমা বিস্ফোরণের দায় এখনও কোনও জঙ্গি সংগঠন স্বীকার করেনি। তবে বিস্ফোরণে জড়িতদের আটক করতে পুলিশ এবং নিরাপত্তা বাহিনী জোরদার অভিযান চালিয়েছে।

গুপকার গ্যাঙ আন্তর্জাতিক স্তরে চলে গিয়েছে! অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর (হি.স.): কাশ্মীরের গুপকার অ্যালায়েন্স নিয়ে ফের তোপ দাগলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। পাশাপাশি এবার গুপকার জোটে নিজেদের নাম লেখানোয় কংগ্রেসকেও তোপ দাগলেন অমিত শাহ। গুপকার জোটের নেতারা বিদেশি শক্তির সঙ্গে হাত মেলাতে চান, গুপকার গ্যাঙ আন্তর্জাতিক স্তরে চলে গিয়েছে! এমনই দাবি করে মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ একাধিক টুইট করেছেন। টুইটারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লেখেন, গুপকার গ্যাঙ আন্তর্জাতিক স্তরে চলে গিয়েছে। গুপকর জোটের নেতারা চান যাতে বিদেশি শক্তি ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করুক। তাঁরা চান জম্মু ও কাশ্মীরে অন্য দেশ আক্রমণ করুক। এই গুপকার গ্যাঙ দেশের জাতীয় পতাকাকেও অসম্মান করে। তাঁদের উচিত দেশের সামনে তাঁদের আসল উদ্দেশ্য তুলে ধরা।”

গুপকার জোটের সঙ্গে হাত মেলানোয় কংগ্রেসকে তোপ দেগে অমিত শাহ লেখেন, ”কংগ্রেস এবং গুপকার জোট মিলে জম্মু ও কাশ্মীরকে আগের অরাজক পরিস্থিতিতে নিয়ে যেতে চায়। তারা সেখানকার দলিত, মহিলা এবং আদিবাসীদের থেকে সব অধিকার ছিনিয়ে নিতে চায়। আমরা ৩৭০ ধারা প্রত্যাহার করে যাদের সম্মান ফিরিয়ে দিয়েছি, তাদের সম্মান হানী ঘটাতে চায় কংগ্রেস। তাই মানুষ তাদের সর্বত্র নাকচ করে দিয়েছে।” কংগ্রেসের সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী এবং কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীকে অমিত শাহের প্রশ্ন, সোনিয়া গান্ধী এবং রাহুল গান্ধী কী গুপকার জোটের বিচ্ছিন্নতাবাদী মতবাদকে সমর্থন করেন? অমিত শাহ এই প্রসঙ্গে আরও লেখেন, ”জম্মু ও কাশ্মীর চিরকাল ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। ভারতের মানুষ বিশ্ব মঞ্চে তৈরি হওয়া দেশ বিরোধী জোটকে সমর্থন করে না। গুপকার গ্যাঙকে দেশের ইচ্ছা অনুসারে চলতে হবে, নয়তো মানুষ তাদের ডুবিয়ে দেবে।”

গোয়াতে ধাক্কা কংগ্রেসের! দল ছাড়লেন উরফান মুল্লা

পাটনা, ১৭ নভেম্বর (হি. স.): বিহার বিধানসভা নির্বাচনে ভরাডুবির পর কংগ্রেসের পতন অব্যাহত। গোয়ার প্রদেশ কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করলেন উরফান মুল্লা। মঙ্গলবার তিনি নিজের ইস্তফাপত্র দলীয় নেতৃত্বের কাছে পৌঁছে দেন। কংগ্রেসের সমস্ত প্রাথমিক সদস্য পদ থেকে ইস্তফা দেন তিনি। কংগ্রেস থেকে যে তিনি সরে দাঁড়াবেন তার ইঙ্গিত সোমবার দিয়ে রেখেছিলেন উরফান। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সেদিন তিনি জানিয়েছিলেন রাজ্যে দলের বরিষ্ঠ নেতৃত্বের মধ্যে কোন একতা নেই। এই সকল নেতারা কেবলমাত্র নিজের স্বার্থের জন্য লড়াই করে চলেছেন। কংগ্রেস নামক দলটা নিয়ে কেউ আর ভাবিত নয়। এমনকি সংখ্যালঘু শ্রেণীর জন্য কংগ্রেস আর ভাবনা চিন্তা করছে না। নিজের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে এখনই কোন মন্তব্য করতে চাননি তিনি।

২৩ নভেম্বর থেকে বসতে চলেছে বিধানসভার অধিবেশন, প্রটেম স্পিকার জিতেন রাম মাঝি

পাটনা, ১৭ নভেম্বর (হি. স.): মুখ্যমন্ত্রীর পদে সোমবার দিন শপথ নেওয়ার পর মঙ্গলবার মন্ত্রিসভার বৈঠক করলেন নীতীশ কুমার। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে আগামী ২৩ নভেম্বর বিহার বিধানসভার অধিবেশন বসবে। চলবে ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত।

পূর্ণ মাত্রায় করোনা বিধি মেনেই এই অধিবেশন চলবে বলে জানা গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের নেতৃত্বে হওয়া বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে প্রটেম স্পিকারের দায়িত্বভার দেওয়া হয়েছে জিতেন রাম মাঝিকে। তিনি নবনির্বাচিত বিধায়কদের শপথবাক্য পাঠ করাবেন। বিধায়করা শপথ নিলেন নতুন অধ্যক্ষকে হবে তা নির্ধারণ করা হবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, সোমবার মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেন নীতীশ কুমার। তেজস্বী যাদব এর প্রবল রাজনৈতিক প্রতিরোধকে চূর্ণ করে দিয়ে তিনি ফের মুখ্যমন্ত্রী পদে জয়যুক্ত হয়ে আসীন হয়েছেন।

গত ২৪ ঘণ্টায় অসমে নতুন ১৮৬ জনকে নিয়ে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২,১০,৪৫৪

গুয়াহাটি, ১৭ নভেম্বর (হি.স.) : গত ২৪ ঘণ্টায় অসমে নতুন ১৮৬ জনকে করোনায় আক্রান্ত বলে শনাক্ত করা হয়েছে। এ নিয়ে রাজ্যে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২,১০,৪৫৪। অসমে পরীক্ষার তুলনায় আক্রান্তের হার ০.৯৬ শতাংশ। অন্যদিকে এই সময়কালে অসমে মৃত্যু হয়েছে একজনের। মোট নিহতের সংখ্যা ৯৬৪।

অসমে করোনায় আক্রান্ত হয়ে গতকাল ডিমা হাসাও জেলার জনৈক ভেরেমসিয়েম ভারতে (৬৬)-র মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া এদিন আরও ৪০৫ জন করোনায় সংক্রমিতকে রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। তাঁদের নিয়ে রাজ্যে করোনামুক্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২,০৬,০৪১। সুস্থের হার ৯৭ শতাংশ। তবে এখনও ৩,৪৪৫ জন সক্রিয় করোনা সংক্রমিত রয়েছেন। সক্রিয়ের হার ১.৬৩ শতাংশ বলে জানা গেছে। সক্রিয় রোগীদের রাজ্যের বিভিন্ন জেলা হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে বলে জানা গেছে।

হিমাচল প্রদেশ বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষের জীবনাবসান

সিমলা, ১৭ নভেম্বর (হি. স.): বরিষ্ঠ বিজেপি নেতা হিমাচল প্রদেশ বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ তুলসি রাম শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮। দীর্ঘ রোগভোগের পর সোমবার রাতে কাংগ্রা জেলার পালামপুরে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। তাঁর প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জয় রাম ঠাকুর, অধ্যক্ষ বিপিন পারমার, বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুরেশ কাশ্যপ সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। নিজের শোকবার্তায় মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন তুলসি রাম একজন মহান নেতা ছিলেন যিনি নিরলসভাবে সমাজের বঞ্চিত শ্রেণীর জন্য কাজ করে গিয়েছিলেন। বারমাউর বিধানসভা এলাকার জন্য তার উন্নয়নমুখী কর্মকাণ্ড চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে ২০০৭ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত হিমাচল প্রদেশ বিধানসভার অধ্যক্ষ ছিলেন তুলসি রাম। এর আগে তিনি ১৯৯০, ১৯৯৮, ২০০৭ সালে বারমাউর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জিতে বিধায়ক হয়েছিলেন।

নিলামবাজারে দলবদ্ধ ধর্ষণকাণ্ডে জড়িতদের ফাস্টট্র্যাক কোর্টে বিচারের দাবি অভিজিতের

নিলামবাজার (অসম), ১৭ নভেম্বর (হি.স.) : নিলামবাজারে দলবদ্ধ ধর্ষণকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানিয়ে ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন বিজেপি নেতা অভিজিৎ রায়। ঘটনার সঙ্গে জড়িত অভিযোগে ধৃতদের ফাস্টট্র্যাক কোর্টে বিচার প্রক্রিয়া চালানোর দাবি জানান অভিজিৎ।

করিমগঞ্জ জেলা সহ গোটা বরাক উপত্যকায় আলোড়ন সৃষ্টিকারী নিলামবাজারে ত্রিপুরার দুই উপজাতি যুবতীকে দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ কাণ্ডের খোঁজখবর নিয়ে এভাবেই প্রতিবাদে সরব হয়েছেন দক্ষিণ করিমগঞ্জ বিধানসভা আসনে বিজেপির মনোনয়ন প্রত্যাশী রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষক অভিজিৎ রায়। লোমহর্ষক এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মিজোরামের মতো ত্রিপুরার সঙ্গেও অসমের সম্পর্কে তিক্ততা আসতে পারে বলে সংশয় প্রকাশ করে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে জেলা পুলিশ প্রশাসনকে আর্জি জানিয়েছেন বিজেপি নেতা অভিজিৎ রায়। আইনি প্রটোকলের দরুন ধর্ষিতাদের সঙ্গে দেখা করতে না পারলেও, দোষীদের ফাস্টট্র্যাক কোর্টে বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার ব্যবসা করতে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের হস্তক্ষেপ কামনা করেন অভিজিৎ রায়।

বিজেপির করিমগঞ্জ শহর মণ্ডলের প্রাক্তন সভাপতি অভিজিৎ রায় নিলামবাজারে সংঘটিত দলবদ্ধ ধর্ষণকাণ্ডের খোঁজখবর নিতে এখানে এসেছিলেন। রঘুরটুক ক্লাব অ্যান্ড লাইব্রেরি পরিচালিত নিলামবাজারে অবস্থিত উজ্জ্বলা হোমে অবস্থানরত নির্যাতিতা দুই উপজাতি যুবতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইলে আপাতত আইনি জটিলতায় সম্ভব না হলেও, অভিজিৎবাবু সংবাদ মাধ্যমের সামনে ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়ে ঘটনাটির নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের জঘন্য ঘটনা ঘটাতে কেউ দুঃসাহস না দেখাতে পারে এজন্য দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির মাধ্যমে সমাজে এক নজির সৃষ্টি করতে পুলিশ প্রশাসনের কাছে আর্জি জানান বিজেপি নেতা অভিজিৎ রায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে মিজোরামের মতো ত্রিপুরার সঙ্গে যাতে সম্পর্কে কোনও চিড় না ধরে সেদিকে খেয়াল রাখতে জেলা প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনি।

এছাড়া নিলামবাজার পুলিশের নৈশকালীন টহলদারির ব্যবসা আরও জোরদার করারও দাবি জানান অভিজিৎ। পাশাপাশি বিধানসভা নির্বাচন পর্যন্ত এলাকায় সেনা মোতায়ন করতে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে অভিজিৎ রায় বলেন, বিধানসভা ভোটের আগে কোনও অসাধুচক্র এ ধরনের জঘন্য ঘটনা সংঘটিত করে জনগণকে ইমোশন্যাল ব্ল্যাকমেলিং করে ভোট আদায়ের চেষ্টা করতে পারে বলেও মন্তব্য করেন অভিজিৎ রায়।

রাজ্যকে ৫টি জোনে ভাগ করে নির্বাচনী যুদ্ধে পোক্ত হচ্ছে বিজেপি

কলকাতা, ১৭ নভেম্বর (হি স): পুজো মিটতেই একুশের নির্বাচনের দিকে এক পা বাড়ালো বিজেপি। বর্তমানে পাখির চোখ বিধানসভার ভোট। বিধানসভা ভোটের সাংগঠনিক প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে মঙ্গলবার বৈঠকে বসে দলনেতারা। বৈঠকে বিশেষ দল গঠন বিজেপির। রাজ্যকে ৫টি জোনে ভাগ করে নির্বাচনী যুদ্ধে পোক্ত করতে চাইছে বিজেপি।

সূত্রের খবর, অমিত শাহর দেখান পথেই বাংলায় ২০২১কে সামনে রেখে চূড়ান্ত প্রস্তুতি শুরু হল। দলের পাঁচ সাংগঠনিক জোনে রাজ্য নেতাদের উপরে পর্যবেক্ষক ও আহ্বায়কের দায়িত্ব থাকবেন পাঁচ কেন্দ্রীয় নেতা। তার মধ্যে কলকাতা জোনের দায়িত্বে থাকবেন দুষ্মন্ত গৌতম। হাওড়া, হুগলি, মেদিনীপুর জোনের দায়িত্বে থাকবেন সুনীল দেওধর। নবদ্বীপ জোনের দায়িত্বে বিনোদ তাওরে। উত্তরবঙ্গ জোনের দায়িত্বে কেন্দ্রীয় নেতা হরিশ দ্বিবেদী। রাঢ়বঙ্গ জোনের দায়িত্বে বিনোদ সনকর।

এদিন হেস্টিংসে দলের কার্যালয়ে মোট ৬ জন কেন্দ্রীয় নেতার উপস্থিতিতে বৈঠকে নতুন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জানা যাচ্ছে,কেন্দ্রীয় নেতারা সংশ্লিষ্ট জোনের জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে বসে আগামী ১৮ থেকে ২০ নভেম্বরের মধ্যে গোটা পরিস্থিতি বুঝে পরবর্তী বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে।

উল্লেখ্য, সোমবার রাতেই কলকাতায় পা রেখেছেন বিজেপি আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য। এদিন বৈঠকে বি এল সন্তোষ, রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ, মুকুল রায়, দলের আইটি এবং সোশ্যাল মিডিয়া সেলের সর্বভারতীয় দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা অমিত মালব্য ছাড়াও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিজেপির সহ-সভাপতি বিশ্বপ্রিয় রায়চৌধুরী, সাংসদ জ্যোতির্ময় সিংদেও, সাংসদ সৌমিত্র খাঁ, বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা, কৈলাস বিজয়বর্গীয় সহ আরও অনেকে।

অন্যদিকে, এদিন বিজেপির দফতরে আসেন ১০২ নম্বর ওয়ার্ডের কলকাতা পুরসভার বিদায়ী কাউন্সিলর রিঙ্কু নস্কর। সিপিএম ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিলেন সিপিএমের বিদায় কাউন্সিলর রিঙ্কু নস্কর। রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষের এদিন রিঙ্কু নস্করের হাতে তুলে দেয় দলীয় পতাকা। ১০২ এর কাউন্সিলর রিঙ্কু নস্কর ছাড়াও এই দিন প্রায় ৩০০ জন বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন বলে জানান রাজ্য বিজেপি সভাপতি। প্রসঙ্গত, রাজ্য সফরে এসে গত ৫ এবং ৬ নভেম্বর বাঁকুড়া এবং কলকাতায় একটি সাংগঠনিক বৈঠক করেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সূত্রের খবর আগামী ৩০ নভেম্বর রাতে আসতে পারেন অমিত শাহ।

হেস্টিংসে বিজেপিতে যোগ দিতে গিয়ে বিভ্রাটে জড়ান সিপিএমের বিদায়ী কাউন্সিলর

কলকাতা, ১৭ নভেম্বর (হি স): নির্বাচনের আগেই ভাঙ্গন ধরল সিপিএমে। সিপিএম থেকে সরে এবার বিজেপিতে আসলেন সিপিএমের বিদায়ী কাউন্সিলর রিঙ্কু নস্কর। মঙ্গলবার হেস্টিংসে এসে বিজেপিতে যোগ দেন সিপিএমের বিদায়ী কাউন্সিলর। কিন্তু যোগ দিতে এসে বিভ্রাটে জড়ান তিনি।

সামনে একুশের নির্বাচন। বর্তমানে রাজনৈতিক দলগুলি কড়া নজর সেদিকেই। নির্বাচনের আগেই বিজেপিতে যোগদান অব্যাহত। মঙ্গলবার সাংগঠনিক প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে বৈঠকে বসে বিজেপির দলনেতারা। এরই মাঝে এদিন কলকাতা পুরসভার বিদায়ী কাউন্সিলর রিঙ্কু নস্কর সিপিএম ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিতে আসেন। কিন্তু যোগ দিতে এসে বিভ্রাটে জড়ান তিনি। দলবল নিয়ে বিজেপিতে যোগ দিতে গিয়ে তিনি লিফটে বেশ কিছুক্ষণের জন্য আটকে পড়েন। বেশ কিছুক্ষণ আটকে থাকার পর অবশেষে তাকে বার করা সম্ভব হয়। এরপরই রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষের উপস্থিতিতে বিজেপিতে যোগ দেন রিঙ্কু নস্কর।

উল্লেখ্য, রিঙ্কু নস্কর কলকাতা পুরসভার ১০২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ছিলেন। ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনে মথুরাপুর আসনে তৃণমূলের চৌধুরী মোহন জাটুয়ার বিরুদ্ধে তাঁকে প্রার্থী করেছিল সিপিএম। যদিও হেরে যান তিনি। পরে পুরসভার নির্বাচনে তিনি জয়ী হয়েছিলেন। আর এবার তিনি সিপিএম ছেড়ে আসলেন বিজেপিতে।

বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর রিঙ্কু নস্কর জানান, ”তিনি মানুষের জন্য কাজ করতে চান ”।

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ২১

পোর্ট ব্লেয়ার, ১৭ নভেম্বর (হি.স.): করোনার বাড়বাড়ন্ত অব্যাহত কেন্দ্রশাসিত আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। বিগত ২৪ ঘন্টায় এখানে নতুন করে করোনা য় আক্রান্ত হয়েছে ২১। ওই সময়ের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ১৬। নতুন করে করোনায় আক্রান্তদের মধ্যে ৮ জনের ভিন রাজ্য থেকে এখানে এসেছিল। বাকি ১৩ জনের শরীরে করোনা কন্টাক্ট ট্রেসিং এর মাধ্যমে ধরা পড়েছে। সব মিলিয়ে করোনায় মৃত্যু হয়েছে এখানে ৬১ জনের। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এখনো পর্যন্ত সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ১৫০। সব মিলিয়ে সুস্থ হয়ে উঠেছে ৪৩৪৬। এখানে এখনো পর্যন্ত সর্বমোট করোনা পরীক্ষা করা হয়েছে ১,০৮,০৮০।

উত্তরপ্রদেশে ফের করোনার বাড়বাড়ন্ত, নতুন করে আক্রান্ত ১৪৫৫

লখনউ, ১৭ নভেম্বর (হি. স.): দীপাবলির পর উত্তরপ্রদেশে করোনা বাড়বাড়ন্ত শুরু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত ১৪৫৫। নিহত ১৯। ফলে রাজ্যের সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫ লক্ষ ১৪ হাজার ২৭০। মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৪১২। রাজ্যে বর্তমানে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ২২ হাজার ১৬৬।

মঙ্গলবার স্বাস্থ্য দফতরের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব অমিত মোহন প্রসাদ জানিয়েছেন, বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনা থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছে ১৩৩৮। ফলে এখনও পর্যন্ত সব মিলিয়ে সুস্থ হয়ে উঠেছে ৪ লক্ষ ৮৪ হাজার ৬৯২। রাজ্যে বর্তমানে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ২২ হাজার ১৬৬। রাজ্যে বর্তমানে সুস্থতার হার ৯৪.২৪ শতাংশ। শুধুমাত্র সোমবারেই রাজ্যজুড়ে করোনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৮৭ হাজার ৪৭৮। সব মিলিয়ে করোনা পরীক্ষা করা হয়েছে ১.৭২ কোটি।

বিজেপিতে যোগ সিপিএমের বিদায়ী কাউন্সিলরের

কলকাতা, ১৭ নভেম্বর (হি স): পাখির চোখ একুশের নির্বাচনে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলো শুরু করে দিয়েছে নির্বাচনের প্রস্তুতি। বিধানসভা ভোটের সাংগঠনিক প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে মঙ্গলবার বৈঠকে বসে দলনেতারা। এরই মাঝে বিজেপিতে যোগ অব্যাহত। এদিন বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের উপস্থিতিতে বিজেপিতে যোগ দিলেন সিপিএমের বিদায়ী কাউন্সিলর।

বর্তমানে রাজ্যজুড়ে রাজনীতিবিদদের মুখে একটাই কথা একুশের নির্বাচন। ভোট নিয়ে জোরকদমে চলছে বিভিন্ন মহলে প্রস্তুতি। কিন্তু ভোটের মুখেই এবার সিপিএমে ভাঙ্গন। মঙ্গলবার বিজেপির দফতরে আসেন কলকাতা পুরসভার ১০২ নম্বর ওয়ার্ডের বিদায়ী কাউন্সিলর রিঙ্কু নস্কর। সিপিএম ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিলেন সিপিএমের বিদায় কাউন্সিলর রিঙ্কু নস্কর। রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ এদিন রিঙ্কু নস্করের হাতে তুলে দেন দলীয় পতাকা।

১০২ এর কাউন্সিলর রিঙ্কু নস্কর ছাড়াও এই দিন প্রায় ৩০০ জন বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন বলে জানান রাজ্য বিজেপি সভাপতি।

ভাঙল গোঁসা, ৫১ দিন নির্বাসনে কাটিয়ে দলীয় বৈঠকে ফিরলেন রাহুল সিনহা

কলকাতা, ১৭ নভেম্বর (হি. স.) : অভিমানে প্রায় ৫১ দিন নির্বাসনে থাকার পর মঙ্গলবার দলীয় বৈঠকে ফিরলেন রাহুল সিনহা।

গত ২৭ সেপ্টেম্বর বিজেপির কেন্দ্রীয় পদাধিকারীদের নতুন তালিকা প্রকাশিত হয়। তাতে নাম না থাকায় রেগে অগ্নিশর্মা হন রাহুলবাবু। প্রকাশ্যেই ভিডিয়ো প্রকাশ করে এ নিয়ে ক্ষোভ উগড়ে দেন তিনি। এমনকী তাঁর বার্তায় দল ছাড়ার ইঙ্গিতও দেন বিজেপির প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সম্পাদক।

বঙ্গ বিজেপির এই প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি বলেন, গত ৪০ বছর ধরে তিনি বিজেপি করে এসেছেন। রাজ্যে গেরুয়া ব্রিগেডের জন্মলগ্ন থেকে দলের সঙ্গে রয়েছেন তিনি। অথচ তাঁর কেন্দ্রীয় সম্পাদকের জায়গায় আনা হল একজন তৃণমূলের লোককে। যা মেনে নিতে পারছেন না তিনি। ১০-১২ দিনের মধ্যেই নিজের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের সিদ্ধান্ত নেবেন তিনি। এরপর থেকে তিনি দলের প্রকাশ্য সব রকম বৈঠক এড়িয়ে চলেন। তবে' নিয়মিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর টুইট অনুসরণ করে প্রায় সেগুলো রিটুইট করতেন। গত ৩০ ডিসেম্বর বাবরি ধ্বংস মামলার ঐতিহাসিক রায়ে প্রমাণাভাবে লালকৃষ্ণ আডবানি, মুরলী মনোহর যোশী, উমা ভারতী-সহ ৩২ জন অভিযুক্তকে বেকসুর খালাস হন। গেরুয়া শিবিরের নেতা-মন্ত্রীরা অনেকেই এই মামলায় সত্যের জয় হয়েছে বলে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। সেই পথে হাঁটেন রাহুলবাবু। তিনি বাবরি ধ্বংসকে জনরোষের ঘাড়ে ঠেলেন। নিজের ফেসবুক পেজে ভিডিও বার্তা দেন।

ইতিমধ্যে নানাভাবে একটি পদের জন্য অনুরোধ করেন দলের শীর্ষনেতাদের কাছে। এমনকি অমিত শাহর সাম্প্রতিক কলকাতা সফরের সময় তাঁর ব্যস্ত সূচির মধ্যেও সময় বার করে তাঁর সঙ্গে হোটেলে একান্ত অনুরোধ করেন রাহুলবাবু। এর পর মঙ্গলবার দলের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে অংশ নেন আমন্ত্রিত হিসাবে। সূত্রের খবর' আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তাঁকে দলের তরফে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

অমিত শাহর কাছে ক্ষমা চাইতে চিঠি লিখবে ৫০ হাজার আদিবাসী ছেলে মেয়ে

বাঁকুড়া, ১৭ নভেম্বর (হি. স.) : অমিত শাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্য ৫০ হাজার আদিবাসী ছেলে-মেয়ে-অমিত শাহকে চিঠি লিখবে বলে জানালেন বাঁকুড়া জেলা তৃণমূল সভাপতি শ্যামল সাঁতরা। মঙ্গলবার তৃণমূলে ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানিয়ে শ্যামল বাবু বলেন সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বাঁকুড়া সফরে এসে পোয়া বাগানে বিরসা মুন্ডার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন"। এই প্রতিকৃতি আসলে বিরসা মুন্ডার নয় ,এটি একটি আদিবাসী শিকারি মূর্তি বলে তৃণমূল এবং কিছু আদিবাসী সংগঠনের অভিমত। অমিত শাহ মাল্যদান করার পরে জেলা রাজনীতি সরগরম হয়ে উঠেছে।

এক আদিবাসী শিকারি মূর্তিকে বিরসা মুন্ডা বলে অভিহিত করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সমগ্র আদিবাসী সমাজকে অপমান করেছেন বলে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে তৃণমূলের পক্ষ থেকে। এইজন্য অমিত শাহ কে প্রকাশ্যে আদিবাসী সমাজের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে এই দাবি জানিয়ে সরব হয়েছে তৃণমূল এবং কিছু আদিবাসী সংগঠন। আদিবাসীদের এই ক্ষোভের কথা জানিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ৫০ হাজার আদিবাসী ছেলে মেয়ে পোস্টকার্ডে চিঠি লিখে লিখবে বলে জানান শ্যামল বাবু।সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন পোয়া বাগানে প্রায় ৪৫ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট একটি বিরসা মুন্ডার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হবে। জেলার মধ্যে এই মূর্তি হবে সর্বোচ্চ উচ্চতার। আদিবাসী সম্প্রদায়ের গুরু হিসেবে অভিহিত বিরসা মুন্ডার মূর্তি স্থাপন করে আদিবাসীদের স্বাভিমান এর মর্যাদা দেওয়া হবে। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র দিলীপ আগরওয়াল ও অন্যতম কো-অর্ডিনেটর সুব্রত দরিপা উপস্থিত ছিলেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম** : ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি** : ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক** : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা** : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব** : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল** : ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয়** : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স** : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা** : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব** : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব** : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব** : ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ** : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া)** : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি** : ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি** : ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ** : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয়** : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন**: ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন** : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি** : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম**: ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস** : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব** : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা** : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি** : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব** : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ** : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব** : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট** : ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন** : ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স** : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন** : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি** : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী)** : ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব** : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন** : ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন** : ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট** : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন** : ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার** : ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা** : ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা** : ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা** : ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা** : ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল** : ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর** : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী** : ২৩২-০৭৩০, **জিবি** : ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী** : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম** : ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া** : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর** : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো** : ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট** : ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন** : ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং** : ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন** : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

আগরতলায় দুর্গাবাড়িতে কাইত্যায়নি দেবীর পুজা। মঙ্গলবার তোলা নিজস্ব ছবি।

নারী ক্ষমতায়নে শীর্ষে বাংলা : শশী পাঁজা

কলকাতা, ১৭ নভেম্বর (হি স): আর মাত্র কয়েকদিন পরেই একুশের নির্বাচন। বর্তমানে রাজনৈতিক দলগুলোর কড়া নজর সেদিকেই। জোর কদমে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে চলছে নির্বাচনের প্রস্তুতি। সেই তালিকা থেকে পিছিয়ে নেই তৃণমূল। এরই মাঝে মঙ্গলবার "নারী ক্ষমতায়নে শীর্ষে বাংলা" তৃণমূল ভবন থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে এমনই দাবি করলেন নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজা।

এই প্রসঙ্গে শশী পাঁজা আরও বলেন, "৪৮ টি মহিলা পরিচালিত থানা তৈরি হয়েছে। নারী ক্ষমতায়নের শীর্ষে বাংলা। রূপশ্রী প্রকল্পের মেয়েদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের জন্য হাসপাতালে সুব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছে। মহিলা পরিচালিত থানায় মহিলারা সুবিধা পাবেন উপকৃত হবেন। মুখ্যমন্ত্রী নেতৃত্বে উন্নয়নমূলক কাজ হচ্ছে। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ফেক নিউজ ছড়ানো হচ্ছে।মানুষকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে বাস্তবে রাজ্যের উন্নতি হচ্ছে। রূপশ্রী প্রকল্পের ৫ লাখ ৫৮ হাজার মানুষ উপকৃত। ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে নারী নির্যাতন মামলা নিষ্পত্তির জন্য ৮৮ টি ফার্স্ট ট্রেক কোর্টস রয়েছে। ১০০ দিনের কাজের মহিলাদের সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে বেশি"।

শিলিগুড়িতে পাচারের আগে ব্রাউন সুগার সহ ধৃত চার

শিলিগুড়ি, ১৭ নভেম্বর (হি. স.) : মালদা থেকে শিলিগুড়িতে পাচারের আগে আধ কেজি ব্রাউন সুগার সহ চারজনকে গ্রেপ্তার করল মাটিগাড়া থানার পুলিশ। ধৃতরা হল কালিয়াচকের বাসিন্দা সিটু শেখ এবং রিন্টু শেখ, বৈষ্ণবনগরের বাসিন্দা কালু মণ্ডল ও মাটিগাড়ার বিশ্বাস কলোনীর বাসিন্দা মহম্মদ আমির। উদ্ধার হওয়া ব্রাউন সুগারের মূল্য প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা বলে জানা গিয়েছে।

গোপন সূত্রের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে সোমবার রাতে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় একটি সন্দেহভাজন চারচাকা গাড়িকে আসতে দেখে সেটিকে আটকে তল্লাশি শুরু করে পুলিশ। এরপর গাড়ি থেকে ওই বিপুল পরিমাণ ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়। অভিযুক্তদের কাছ থেকে দু'লক্ষ টাকা নগদ উদ্ধার হয়েছে। পাশাপাশি, বেশ কয়েকটি মোবাইল ফোন উদ্ধার হয়েছে। চারচাকা গাড়িটিকেও পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে। ধৃতদের মধ্যে কালু মণ্ডল গাড়িটি মালদা থেকে চালিয়ে আসছিল। মঙ্গলবার ধৃতদের শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হয়। ধৃতদের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে বিচারক। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

লাদাখে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ৯৭জন

লেহ, ১৭ নভেম্বর (হি. স.): করোনার বাড়বাড়ন্ত অব্যাহত কেন্দ্রশাসিত লাদাখে। বিগত ২৪ ঘন্টায় মারণ এই রোগে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ৯৭ জন। ফলে সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৪৯৩। লাদাখের স্বাস্থ্য দফতরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৯৪৪।

লাদাখে বর্তমানে সুস্থতার হার ৮৬ শতাংশ। সর্বমোট সুস্থ হয়ে উঠেছে ৬৪৫৬। মৃত্যু হয়েছে সব মিলিয়ে ৯০। লাদাখে করোনায় সব থেকে খারাপ অবস্থা লেহ শহরের। এখানে সব মিলিয়ে করোনায় আক্রান্ত হয়েছিল ৫৫৪৪। সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৮৩৩। সুস্থ হয়ে ওঠার হার ৮৪ শতাংশ। হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে ছাড়া পেয়েছে ৪৬৫৮। নিহত ৫৩।

মান অভিমান করে বসে যাওয়াদের ফিরিয়ে বুথের কাজে সামিল করার নির্দেশ : অনুপম হাজরা

কলকাতা, ১৭ নভেম্বর (হি. স.) : তৃণমূল স্তরে যোগাযোগের সম্ভাব্য পথ ব্যবহার করা হবে। মঙ্গলবার বিজেপি-র বৈঠকের পর একথা জানান দলের জাতীয় সম্পাদক অনুপম হাজরা।

তিনি সাংবাদিকদের বলেন, "অঞ্চলভিত্তিক ভাগ করে এমনভাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যাতে প্রতিটি বুথে সপ্তাহে যেন একটা বৈঠক হয়। নানা কারণে মান অভিমান করে বসেছিলেন, তাঁদেরও ফিরে এনে বুথের সবাইকে সামিল করতে হবে। অভিজ্ঞদের সামনের সারিতে এনে লড়াই করানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অঞ্চল পর্যবেক্ষকরা জেলা সভাপতিদের কাছে রিপোর্ট করবেন। উদ্দেশ্য একটাই প্রতি মাসে, প্রতি সপ্তাহে, প্রতি বুথে যেন বৈঠক হয়। এই সঙ্গে ভোটের আগে প্রতিটি ভোটদাতার বাড়ি পৌঁছোনোর ওপরেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, যোগাযোগ তৃণমূল স্তর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার জন্য যা যা করণীয়, তাই করার চেষ্টা হবে।

বৈঠকে ঠিক হয়, ভিন রাজ্য থেকে মন্ত্রী, সাংসদদেরও ভোটের প্রচারে ব্যবহার করা হবে। রাহুল সিনহা একথা জানিয়ে সাংবাদিকদের বলেন, আজকের বৈঠকে সামগ্রিক পরিকল্পনা নিয়ে কথা হল। আরও পুঙ্খানুপুঙ্খ চর্চা হবে। লোকসভা ভোটের আগে যেমন ভিন রাজ্যের মন্ত্রী-নেতাদের প্রচারে এ রাজ্যে আনা হয়েছিল, সেভাবেই আনা হবে।

সুয়ারেজ

তিনের পাতার পর

অনেকের শারীরিক অবস্থা। শুধু সুয়ারেজ বা মুনোজ নয়, এর আগে উরুগুয়ে দলে করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন ডিফেন্ডার মাতিয়াস ভিনা। ব্রাজিলের বিরুদ্ধে তাঁকেও পাবে না উরুগুয়ে। ফলে পরিস্থিতি জটিল। সুয়ারেজ শুধু যে ব্রাজিলের বিরুদ্ধে খেলতে পারবেন না তাই নয়, অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের এই স্ট্রাইকার লা লিগাতে তাঁর পুরনো দল বার্সিলোনার বিরুদ্ধেও নামতে পারবেন না।

করছে পুলিশ

আটের পাতার পর

তদন্ত সাপেক্ষে উদয়পুর এর বিখ্যাত বাইক চুরি কারবারি রাজিব দাস কে কাকড়াবন থানা সামনে ঘুরাঘুরি করতে দেখে এলাকার কিছু যুবক। এই খবর পুলিশের কাছে আসতেই আর কে পর পুলিশের সাহায্য নিয়ে কাকড়াবন পুলিশের যৌথ উদ্যোগে বাইক চুরি কারবারি রাজীব দাস কে গ্রেপ্তার করে পুলিশ উদয়পুর ফুলকুমারী নিজ বাড়ি থেকে। পরবর্তী সময়ে কাকড়াবন থানার নিয়ে আসা হয় রাজীব দাস কে 'এই মামলাটির দায়ভার ওসি নাড়ুগোপাল দেব নিজে সাব ইন্সপেক্টর শংকর সাহার হাতে তুলে দেয় এবং ১৫ তারিখ কোর্টে হাজির করলে মহামান্য আদালত ২ দিনের রিমান্ড দেন। পরবর্তী সময় রাজীব দাস কে জিজ্ঞাসা বাদ করলে আরো বেশ কিছু জনের নাম উঠে আসে'সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সাব ইন্সপেক্টর শংকর সাহা জানান যাদের নাম উঠে এসেছে তাদেরকে ও আটক করা হবে।

ই-সমাবর্তন

● **প্রথম পাতার পর**

এন আই টি আগরতলার বোর্ড অফ গভর্ণরস এর চেয়ারম্যান সুভাষ চন্দ্র সাটি সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। প্রতিষ্ঠানের অধিকর্তা অধ্যাপক হরিশ কুমার শর্মা সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের শংসাপত্র প্রদান করেন।

সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ২৪জন পি এইচ ডি, ১৮১জন এম টেক, ১৪জন এম বি এ, ২৪জন এম এস সি, ২০জন এম সি এ, ২৫জন বি এস এম এস, ৬জন বি টি এম টি, ৫৩৪জন বি টেক, ২০জন বি এস এবং ৯জন বি টি ছাত্রছাত্রীদের শংসাপত্র প্রদান করা হয়। এন আই টি আগরতলার ত্রয়োদশ ভার্চুয়াল ই-সমাবর্তনে সর্বমোট ৮৫৭জন ছাত্রছাত্রীকে ডিগ্রী (শংসাপত্র) প্রদান করা হয়।

সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ২৫জন ছাত্রছাত্রীকে স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়। এদের মধ্যে স্নাতকস্তরে বিভিন্ন শাখায় প্রথম স্থানাধিকারী ৭ জনকে, ডুয়েল ডিগ্রীস্তরে (বি এস এম এস এবং বি টি এম টি) বিভিন্ন শাখায় প্রথম স্থানাধিকারী ৩জনকে এবং স্নাতকোত্তরস্তরে বিভিন্ন শাখায় প্রথম স্থানাধিকারী ১১ জনকে স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়। স্নাতকস্তর, ডুয়েল ডিগ্রীস্তর এবং স্নাতকোত্তরস্তর হতে সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠানের প্রথম স্থানাধিকারী ৪ জনকে স্বর্ণপদক দেওয়া হয়।

সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠানের প্রথম স্থানাধিকারী ৪ জনের মধ্যে ২ জন যুগ্মভাবে স্নাতকস্তর থেকে, ১ জন ডুয়েল ডিগ্রীস্তর (বি এস এম এস) থেকে এবং ১ জন স্নাতকোত্তরস্তর থেকে স্বর্ণপদক পেয়েছে।

ধর্মঘটে

● **প্রথম পাতার পর**

জানিয়েছেন, প্রতিদিনের মতো আজ সকালে পাম্প চালু করতে গিয়েছিলেন তাঁর স্বামী। সেখানেই তাঁকে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে রক্তাক্ত করা হয়েছে। স্ত্রী-র দাবি, সুবলকে রক্তাক্ত করে পাম্প অফিসের পাশে নালায় ফেলে দিয়েছিল দুষ্কৃতকারীরা। তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে দশদা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নেওয়া হয়েছিল। এর পর কাঞ্চনপুর মহকুমা হাসপাতাল এবং অবস্থা সঙ্কটজনক হওয়ায় সেখান থেকে তাঁকে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করেছেন চিকিৎসকরা।

ওই ঘটনায় স্থানীয় জনমনে প্রচণ্ড ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। এমনিতেই কাঞ্চনপুরে ব্রু শরণার্থী পুনর্বাসনের বিরোধিতায় অনির্দিষ্টকালের বনধ পালিত হচ্ছে। এরই মধ্যে পাম্প অপারেটরের রক্তাক্ত হওয়ার ঘটনায় দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ঝামেলা হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

কারণ, ব্রু শরণার্থীরাই ওই পাম্প অপারেটরকে মেরেছে, এমনটাই অভিযোগ উঠেছে। ফলে, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য পুলিশ, টিএসআর-এর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় আধা সামরিক মোতায়েন করা হয়েছে। কাঞ্চনপুরের এসডিপিও বিক্রমজিৎ শুক্লদাস এবং উত্তর ত্রিপুরার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী পরিস্থিতির উপর নজর রেখে চলেছেন।

উদ্ধার

● **প্রথম পাতার পর**

জিবি হাসপাতালে এসে পরিবারের লোকজনরা মৃতদেহটি শনাক্ত করেন। কিভাবে তার মৃত্যু হয়েছে সে বিষয়ে বিস্তারিত কোনো তথ্য জানা যায়নি। পুলিশ অজ্ঞাতপরিচয় মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছিল।

পরিবারের লোকজন জানান কালী পূজার দিন দোকানে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়েছিল ওই যুবক। তারপর থেকে তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না।অবশেষে জিবি হাসপাতালের মর্গে তার মৃতদেহ পাওয়া গেছে। কিভাবে তার মৃত্যু হয়েছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।প্রাথমিকভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যু জনিত মামলা গ্রহণ করে এ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে জিবি আউট পোস্টের পুলিশ।

ধর্মনগরে

● **প্রথম পাতার পর**

আজ সকালে রেলের ইঞ্জিনে কাটা পড়ে নিহত ব্যক্তির পরিচয় এখনও পাওয়া যায়নি। তবে মৃত ব্যক্তির বয়স আনুমানিক ৫৫ থেকে ৬০ বছর হবে। মৃতদেহটি ময়না তদন্তের জন্য ধর্মনগর জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে বলে জানান ধর্মনগর জিআরপি থানার ওসি সৌমেন সরকার। পাশাপাশি একটি ইউডি মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু কর হয়েছে বলে জানান তিনি।

চেতলায় গৃহবধূর রহস্যমৃত্যু, থানার দ্বারস্থ বাপেরবাড়ির পরিবার

কলকাতা,১৭ নভেম্বর (হি স): ফের শহরে রহস্য মৃত্যু। এবার ঘটনাস্থল চেতলা। এবার অভিযোগ উঠেছে গৃহবধূর রহস্য মৃত্যুর। আর সেই মৃত্যুর জন্য গৃহবধূর শ্বশুর বাড়ির দিকে অভিযোগের আঙুল বাপের বাড়ির। গৃহবধূকে মেরে ফেলা হয়েছে অভিযোগ তুলে মঙ্গলবার আলিপুর থানার দ্বারস্থ বাপের বাড়ির পরিবার। ওই মৃত গৃহবধূর বাপের বাড়ি তরফে অভিযোগ, বেশ কয়েক বছর আগে ওই গৃহবধূর স্বামীর সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের পর থেকেই গৃহবধূর ওপর অত্যাচার চালাত তার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা।

গোমতি জেলা তথ্য সংস্কৃতি কার্য্যালয় ও উদয়পুর প্রেসক্লাবের যৌথ উদ্যোগে প্রেস ডে পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৭ নভেম্বর।। ১৬ নভেম্বর জাতীয় প্রেস ডে। গোমতি জেলা তথ্য সংস্কৃতি কার্য্যালয় ও উদয়পুর প্রেসক্লাবের যৌথ উদ্যোগে এই দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় গোমতি জেলা তথ্য সংস্কৃতি কার্যালয়ের মিলনায়তনে পালন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উদয়পুর মহকুমা শাসক অনিরুদ্ধ রায়। অতিথিদের মধ্যে ছিলেন তথ্য-সংস্কৃতি দপ্তরের গোমতী জেলার যুগ্ম অধিকর্তা বিষ্ণুপদ দাস, সভাপতি হিসেবে ছিলেন বরিষ্ঠ সাংবাদিক তথা উদয়পুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি অপুরাম সরকার ও বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন উদয়পুর প্রেস ক্লাবের সম্পাদক দিলীপ দত্ত।ম অনুষ্ঠানের শুরুতে মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন মহকুমা শাসক অনিরুদ্ধ রায় সহ অন্যান্য অতিথি বর্গ। অনুষ্ঠানে তথ্য-সংস্কৃতি দপ্তরের শিল্পীরা উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন। বক্তারা জাতীয় প্রেস ডের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি সত্যনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করে জনগণকে সঠিক তথ্য তোলে ধরার আহ্বান করেন। মহকুমা শাসক অনিরুদ্ধ রায় বলে সাংবাদিকদের সত্য সংবাদ পরিবেশনের ফলে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মনে আঘাত লাগলেও সত্য কথা তোলে ধরার ফলে জনগণ সাংবাদিকদের পাশে সবসময়ই থাকবেন বলে আশা করেন।

ঘোষণা

● **প্রথম পাতার পর**

থেকে বিকেল ৪.৩০ মিনিট পর্যন্ত। পুনর্ভোটের প্রয়োজন হলে তা হবে ১১ ডিসেম্বর। চার জেলার ভোটগণনা হবে ১২ ডিসেম্বর শনিবার। এদিন সকাল ৮-টা থেকে নির্বাচনের ভোটগণনা শুরু করে এদিনই ভোটের ফলাফল ঘোষণা করা হবে, জানান রাজ্য নির্বাচন কমিশনার অলোক কুমার।

উল্লেখ্য, গত ৪ এপ্রিল ৪০ আসনের বোড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল কাউন্সিলের নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আচমকা করোনা ভাইরাসের মতো ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হলে নির্বাচন স্থগিত রেখেছিল রাজ্য নির্বাচন কমিশন। এর পর ২৭ এপ্রিল বিটিসি-র মেয়াদ সম্পূর্ণ হয়ে গেলে ওইদিন জারি হয় রাজ্যপালের শাসন। রাজ্যের প্রাণীসম্পদ ও পশু চিকিৎসা দফতরের সচিব আইএএস রাজেশ প্রসাদকে বিটিসি-র প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করেন অসমের রাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখি।

প্রসঙ্গত, ভেঙে দেওয়া বিটিসি বডোল্যান্ড পিপলস ফ্রন্ট (বিপিএফ)-এর দখলে ছিল। বিটিসি গঠনের পর থেকে টানা তিনবার বিটিসি-র মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য ছিলেন বিপিএফ-প্রধান হাগ্রামা মহিলারি।

অবসরপ্রাপ্ত

● **প্রথম পাতার পর**

কার পারমিশনে বক্স মেশিন বাজানো হচ্ছে। এই কথা বলার পরই হঠাৎ শাসক দলীয় নেতা কিরণ বিশ্বাস আক্রমণ করে বসে এএসআই স্বপন সেন এর উপর। তার পাশাপাশি কিরণ বিশ্বাসের দুই ছেলে কিশোর বিশ্বাস ও কৌশিক বিশ্বাস ও মারধর শুরু করে বলে অভিযোগ আহত এএসআই স্বপন সেন এর।

এই ঘটনা দেখে টিএসআর বাহিনী এএসআই স্বপন সেনকে আক্রমণের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে টিএসআর বাহিনীও আক্রান্ত হয়। এক সময় এএসআই স্বপন সেনকে একদল উন্মত্ত বাহিনী টেনে হেঁচড়ে নিয়ে ড্রেনে ফেলে মারতে শুরু করে। ছিনিয়ে নেওয়া হয় পুলিশের ডায়েরি,কলম ও পকেটে ছিল ফাইন মানি ২০ হাজার টাকা সেই টাকা ছিনিয়ে নেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

সাথে সাথে ঘটনার খবর দেওয়া হয় বিলোনিয়া থানাতে। ঘটনার খবর পেয়ে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সহ সাদিক অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে আহত এসআই স্বপন সেনকে নিয়ে আসে বিলোনিয়া হাসপাতালে হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক সোমবার রাতেই উদয়পুর গোমতী জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে দেয়। এদিকে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী আসছে শুনে আক্রমণকারীরা গা ঢাকা দেয় কিন্তু অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মী তথা বিজেপি মন্ডল সদস্যকে আটক করে থানায় নিয়ে আসা হয়। থানাতে কিরণ বিশ্বাস অসুস্থতা বোধ করাতে বিলোনিয়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর তাকেও উদয়পুর গোমতী জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে দেওয়া হয়।

কিরণ বিশ্বাস নিজে একজন পুলিশ কর্মী ছিলেন পুলিশকর্মী হয়ে পুলিশের উপর এধরণের বর্বরতা আক্রমণের ঘটনায় বিলোনিয়া জুড়ে ছিঃ ছিঃ রব উঠেছে। এখন দেখার বিষয় প্রাক্তন পুলিশকর্মী বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেয়। নাকি অদৃশ্য শক্তির বলে ঘটনা ধামাচাপা পড়ে যাবে সেটাই প্রশ্ন চিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

চেষ্টা

● **প্রথম পাতার পর**

বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই গৃহবধূর ওপর নির্যাতন শুরু হয়।বাপের বাড়ি থেকে টাকা পয়সা এনে দেওয়ার জন্য ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করতে থাকে স্বামী এবং শাশুড়ি। চাহিদা মতো টাকা এনে দিতে না পারায় গৃহবধূর ওপর নির্যাতনের মাত্রা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। বর্তমানে তাদের দেড় বছরের একটি শিশু সন্তান রয়েছে।মঙ্গলবার সকালে নিজ বাড়িতেই গৃহবধূকে গায়ে কেরোসিন ঢেলে তার স্বামী রিপন সরকার এবং শাশুড়ি কবিতা সরকার আগুন ধরিয়ে দেয় বলে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় জানিয়েছে অগ্নিদগ্ধ গৃহবধূ।এ ব্যাপারে অগ্নিদগ্ধ গৃহবধূর বাপের বাড়ি থেকে বিশালগড় থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। গোকুলনগরে গৃহবধূ অগ্নিদগ্ধ হওয়ার খবর পেয়ে তার বাপের বাড়ির লোকজনেরা সেখানে ছুটে গিয়ে লক্ষ করেন অগ্নিদগ্ধ গৃহবধূর ওপর পড়ে থাকলেও তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেনি।অগ্নিদগ্ধ গৃহবধূর বাপের বাড়ির লোকজন এসে গৃহবধূকে প্রথমে বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখান থেকে তাকে হাপানিয়া হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় হাপানিয়া হাসপাতাল থেকে তাকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।অগ্নিদগ্ধ গৃহবধূর বাপের বাড়ির লোকেশন টা জানান তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে শ্বশুরবাড়ির লোকজন হাসপাতালে পর্যন্ত আসেনি। অভিযুক্ত স্বামী ঘটনার পর পালিয়ে গেছে বলে জানা যায়। বিশালগড় থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে পুলিশ। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জোরালো দাবি উঠেছে।

সভাপতি

● **প্রথম পাতার পর**

মিজোরামের মতো ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি। বিভাগ ডি তে রাখা হয়েছে কেরালা,পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, পুডুচেরি এবং তামিলনাড়ুর মতো রাজ্যগুলি যেখানে নির্বাচন আসন্ন। বিজেপির জাতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা বিভাগভিত্তিক রাজ্যগুলি সফরকালে অবস্থান করার বিষয়টিও নিশ্চিত করা হয়েছে।

কামান

● **প্রথম পাতার পর**

থাকবে। একই সঙ্গে এই পার্কে যারা আসবেন তারা এই ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারবেন। মঙ্গলবার কুঞ্জবন স্থিত ডাইরেক্টোরেট অফ সৈনিক ওয়েলফেয়ার বোর্ডের কার্যালয়ে এক প্রতিক্রিয়ায় এই কথা জানান অধিকর্তা প্রাক্তন ব্রিগেডিয়ার জয় প্রকাশ তেওয়ারী। এই রাস্তা দিয়ে জাওয়ার সময় বহু মানুষ এই স্মৃতি সৌধ দেখতে পারবে। অনেক মানুষ গাড়ি পার্কিং করে পার্কে প্রবেশ করে জানতে পারবে।

এই সমস্ত বিষয় মাথায় রেখে আর্মির দাবি মেনে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি আরো জানান রাজ্য সরকার সেনানীদের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল। লেম্বুছড়ায় বীর চক্র প্রাপ্ত আর কে দেববর্মার মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। সোশ্যাল পেনশন বারিয়ে ১০ হাজার টাকা করা হয়েছে। একাধিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার বলে জানান তিনি। ২ শতাংশ সংরক্ষণ কড়া হয়েছে চাকুরীর ক্ষেত্রে। এই নিয়ে অযথা বিতর্ক তৈরি না করতে আবেদন জানান ডাইরেক্টোরেট অফ সৈনিক ওয়েলফেয়ার বোর্ডের অধিকর্তা প্রাক্তন ব্রিগেডিয়ার জয় প্রকাশ তেওয়ারী।

অঙ্গন

রিয়ালকে বাঁচাতে তাঁকে ডেকে আনছেন জিদান

স্বপ্নটার বয়স পাঁচ হয়ে গেল! রিয়াল মাদ্রিদের জার্সিতে আলো ছড়ানোর আশায় ইউরোপের দারুণ সব একাডেমির ডাক ভুলে রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দিয়েছিলেন মার্টিন ওডেগার্ড। বয়স তখনো ১৫ তাঁর। এই বয়সেই রিয়ালের জার্সিতে অভিষেক হয়ে গেল নরওয়েজিয়ানের। তাও আবার ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর বদলি হয়ে মাঠে নেমেছিলেন বার্নাব্যুতে।এমন স্বপ্নের মতো শুরুটা পরে দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। কৈশোর না পেরোতেই রিয়ালের জার্সির ওজন সামলাতে পারেননি ওডেগার্ড। রিয়ালের দ্বিতীয় দলেও খুব একটা যে আলো ছড়িয়েছেন তা নয়। জিনেদিন জিদান রিয়ালের কোচ হওয়ার পর তো ক্লাবই ছাড়তে হলো। ডাচ লিগে দু দফা ধারে খেলতে গিয়েছেন। সেখানে নাম কামিয়ে আবারও রিয়ালে ফেরার কথা হচ্ছিল গত মৌসুমে। কিন্তু চার বছর আগের পরিস্থিতিতে যে এক ফোটাও বদলাননি। এখনো মাঝমাঠে টনি ক্রুস-লুকা মদরিচ-কাসেমিরো ত্রয়ী। তাদের সঙ্গে ইস্কো, হামেস এখনো আছেন। এমনকি নতুন করে যোগ হয়েছেন তার পরে কাস্তিয়ায় যোগ দিয়ে মূল দলে জায়গা করে নেওয়া ফেদে ভালভার্দে।ওডেগার্ডকে তাই দুই মৌসুমের জন্য ধারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল রিয়াল সোসিয়েদাদে। এই দলবদল এবারের লা লিগার সেরা দলবদল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। প্লেমেকার হিসেবে মেসির পরেই এবার লা লিগায় সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছেন ওডেগার্ড। তবু চুক্তির শর্ত অনুযায়ী আগামী মৌসুমে তাঁকে রিয়ালেই দেখার কথা ছিল।

মৌসুম শেষ হওয়ার আগেই সোসিয়েদাদকে আশ্বস্ত করেছিল রিয়াল। ওডেগার্ডকে হিসেবে রেখেই প্রাক—মৌসুম প্রস্তুতির কথা ভেবে রেখেছিল তারা।চ্যাম্পিয়নস লিগে ম্যানচেস্টার সিটির কাছে হারের পর মত বদলেছে রিয়াল। হারের ব্যবধানের চেয়েও হারের ধরনটা বেশি দৃষ্টিকটু ছিল। তাই জিদান নাকি তাগাদা দিয়েছেন ওডেগার্ডকে ফেরাতেই হবে। মাদ্রিদভিত্তিক সব সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, গতকাল এ ব্যাপারে সোসিয়েদাদের সভাপতির সঙ্গে কথা বলেছেন রিয়াল সভাপতি ফ্লোরেন্তিনো পেরেজ। এক বছর আগেই ওডেগার্ডকে ফেরানোর ব্যাপারে সোসিয়েদাদকে রাজি করিয়েছে রিয়াল। দুই ক্লাবের মধ্যে সুসম্পর্ক ধরে রাখতে নাকি অন্য কোনো প্রতিশ্রুতিশীল খেলোয়াড়কে ধারে সোসিয়েদাদে পাঠানো হবে। ওডেগার্ডও নাকি প্রথমে সোসিয়েদাদে আরও এক বছর কাটাতে চাইলেও এমন সুযোগ হাতছাড়া করতে চান না।১৫ বছর বয়সে যে স্বপ্ন দেখে দেশ ছেড়েছিলেন, পাঁচ বছর পর সেটা পূরণ করার সুযোগ পাচ্ছেন ওডেগার্ড।

‘ইমরান পাকিস্তানের ক্রিকেট ধ্বংস করেছেন’

পাকিস্তানের প্রথম ও এখন পর্যন্ত একমাত্র বিশ্বকাপ এসেছে তাঁর নেতৃত্বে। ইমরান খান পাকিস্তানের ক্রিকেটের কত বড় কিংবদন্তি, তা সম্ভবত কাউকে বলে দিতে হয় না। ক্রিকেট ছাড়ার পর রাজনীতিতে যোগ দেওয়া ইমরান এখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীও। পাকিস্তানের ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) প্রধান পৃষ্ঠপোষকও। সেই ইমরানের হাতেই নাকি পাকিস্তানের ক্রিকেট ধ্বংস হচ্ছে! এমনটাই বলছেন পাকিস্তানের কিংবদন্তি ব্যাটসম্যান ও ইমরানের সাবেক সতীর্থ জাভেদ মিয়াঁদাদ।

ইমরানের অপরাধ কী? মিয়াঁদাদের চোখে, পিসিবির বড় বড় দায়িত্বে অযথাই অযোগ্য বিদেশিদের নিয়ে আসছেন ইমরান। পিসিবি কীভাবে পরিচালিত হচ্ছে, সেদিকেও নাকি ইমরানের নজর নেই। তা ছাড়া পাকিস্তানের ঘরোয়া ক্রিকেটে আগে সরকারি প্রতিষ্ঠানের নামে কিছু দল আসত, সেই ‘ডিপার্টমেন্টাল ক্রিকেট’ বন্ধ করে ইমরান অনেক ক্রিকেটারকে বেকার করে দিয়েছেন বলেও মনে হচ্ছে মিয়াঁদাদের।‘পিসিবির একজন কর্মকর্তারও ক্রিকেটের প্রাথমিক জ্ঞানটুকুও নেই। বোর্ডের এই করুণ দশা নিয়ে আমি ব্যক্তিগতভাবে ইমরানের সঙ্গে কথা বলব। আমাদের দেশের জন্য সঠিক লোক নয়, এমন কাউকেই ছাড় দেব না’ইউটিউবে এক ভিডিওতে পরশু বলেছেন ৬৩ বছর বয়সী মিয়াঁদাদ।এর পর ‘বড়ে মিয়া’র নজর পড়ল পিসিবির প্রধান নির্বাহী ওয়াসিম খানের দিকে। পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত হলেও ওয়াসিমের জন্ম ইংল্যান্ডে, পেশাদার ক্রিকেটও খেলেছেন ইংল্যান্ডেই। ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে তাঁকে প্রধান নির্বাহী করে নিয়ে আসে পিসিবি, তখন ইংল্যান্ড ছেড়ে পাকিস্তানে আসেন ওয়াসিম। কিন্তু এমন একজন ‘বিদেশি’কে ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান নির্বাহী করে আনা মোটেই ভালো লাগেনি মিয়াঁদাদের, ‘আপনি বিদেশ থেকে একজনকে নিয়ে এলেন, সে যদি আমাদের থেকে কিছু চুরি করে নিয়ে পালায় তাকে কীভাবে ধরবেন? পাকিস্তানে সবাই কি মরে গেছে যে আপনাদের বাইরে থেকে কাউকে আনতে হলো? আমি চাই পাকিস্তানের মানুষ জেগে উঠুক।

পুরো দেশে যদি এর চেয়ে ভালো কেউ না থাকে তখন আপনি বাইরে থেকে কাউকে নিয়ে আসতে পারেন। কিন্তু এখানে তো ব্যাপারটি তেমন নয়।’বোর্ডের ব্যক্তিদের সমালোচনার পর মিয়াঁদাদের সমালোচনায় বোর্ডের একটি সিদ্ধান্তডিপার্টমেন্টাল ক্রিকেট বন্ধ করে দেওয়া। এতে অনেক ক্রিকেটার বেকার হয়ে পড়েছেন বলেই মনে হচ্ছে মিয়াঁদাদের, ‘যে ক্রিকেটাররা এখন খেলায় আসছে, ওদের ক্রিকেটে দারুণ ভবিষ্যৎ থাকা উচিত। আমি চাই না এদের কেউ ভবিষ্যতে ক্রিকেট ছেড়ে শ্রমিক বনে যাক। ডিপার্টমেন্ট ক্রিকেটকে বাইরে রেখে ওরা অনেক ক্রিকেটারকে বেকার করে দিয়েছে। নিজেরাও চাকরি দিতে পারছে না। এটা আগেও বলেছিলাম, কিন্তু তখন তারা বুঝতে পারেনি।’এ সবকিছুতে ইমরান খানের সম্পর্ক কী? মিয়াঁদাদের চোখে, দেশের ক্রিকেট বোর্ড কীভাবে চলছে, সেদিকে যতটুকু নজর দেওয়া দরকার, ইমরান তা দিচ্ছেন না। বেশ কড়া ভাষাতেই ‘বড়ে মিয়া’ বললেন, ‘আমি তোমার (ইমরানের) অধিনায়ক ছিলাম, এর উল্টোটা কখনো হয়নি। আমিই সেই মানুষ ছিলাম যে তোমার হয়ে তদবির করেছে। তুমি ভাবো তুমি ছাড়া আর কেউ ক্রিকেট বোঝে না। তোমার নিজেকে নিয়ে, নিজের চারপাশের মানুষকে নিয়ে নতুন করে ভাবা উচিত। পিসিবিতে কাদের রেখেছ।

ইংল্যান্ডে জৈব সুরক্ষা ভেঙে বিপাকে হাফিজ

রোনার এই সময় ক্রিকেট শুরু হওয়ার পর থেকে জৈব সুরক্ষা নিয়েই কত আলোচনা! হওয়ারই কথা। এই জৈব সুরক্ষা যে কথার কথা নয়, সেটির প্রমাণ এরই মধ্যে পেয়ে গেছেন জফরা আর্চার, জো রুটের মতো তারকারা। এই জৈব সুরক্ষার নীতি ভঙ্গের কারণে শাস্তিও পেতে হয়েছে তাঁদের। এবার একই কাণ্ড করে আলোচনায় পাকিস্তানি ক্রিকেটার মোহাম্মদ হাফিজ। তাঁকে সঙ্গনিরোধ (আইসোলেশন) অবস্থায় থাকতে বলা হয়েছে।করোনার সঙ্গে হাফিজের নাম জড়িয়েছে পাকিস্তানের ইংল্যান্ড সফর শুরু হওয়ার আগেই। কী একটা নাটকই না হলো! পাকিস্তানে বসেই পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) করোনা পরীক্ষায় পজিটিভ এসেছিল হাফিজের। পরে হাফিজ নিজস্ব তত্ত্বাবধানে করোনা পরীক্ষা করিয়ে পিসিবিকে বেশ বিব্রতকর অবস্থার মধ্যেই ফেলে দিয়েছিলেন। সেই পরীক্ষায় তাঁর ‘নেগেটিভ’ ফল আসে। ব্যাপারটি নিয়ে জলঘোলা কম হয়নি।পরে দুটি পরীক্ষায় নিজেকে করোনামুক্ত করেই ইংল্যান্ডে এসেছেন হাফিজ। যদিও পাকিস্তানের টেস্ট স্কোয়াডের সদস্য নন তিনি। এ মুহূর্তে ইংল্যান্ডে আছেন আসছে টি-টোয়েন্টি সিরিজকে সামনে রেখেই। সাউদাম্পটনের যে হোটেলটিতে পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা আছেন তার বাইরের একটি গলফ কোর্সে গিয়েই সর্বশেষ সমস্যাটা বাঁধিয়েছেন এই অলরাউন্ডার। গলফ কোর্সে এক ৯০ বছর বয়সী বৃদ্ধার সঙ্গে ছবি তুলেছেন, সেটি আবার পোস্ট করেছেন নিজের টুইটারে। ব্যাপারটা নিয়ে এখন শুরু হয়েছে তোলপাড়। জৈব সুরক্ষার নীতি অনুযায়ী কোনো বহিরাগতের সঙ্গে দেখা করতে পারবেন না ক্রিকেটাররা। হাফিজ সেই বৃদ্ধার সঙ্গে কথা বলে, ছবি তুলে সেই নীতি ভঙ্গ করেছেন।

হোটেলের গলফ কোর্সে যাওয়ার অনুমতি ছিল ক্রিকেটারদের। কিন্তু তাঁদের কঠোরভাবে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছিল বাইরের কারও সঙ্গে দেখা না করতে, কথা না বলতে। হাফিজ কেবল ওই বৃদ্ধার সঙ্গে কথাই বলেননি, সেলফিও তুলেছেন। ব্যাপারটি চোখে এড়ায়নি ইংলিশ ক্রিকেট বোর্ডের মেডিকেল বিশেষজ্ঞদের। তাঁরাই হাফিজকে সঙ্গনিরোধে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।এক বিবৃতিতে পিসিবি জানিয়েছেন, ‘ইংলিশ ক্রিকেট বোর্ডের মেডিকেল দল হাফিজকে নিজের ও সবার স্বার্থে স্বেচ্ছায় সঙ্গনিরোধ অবস্থায় থাকার কথা বলেছে।’কিছুদিন আগে জফরা আর্চারও জৈব সুরক্ষা নীতি ভেঙেছিলেন। শাস্তি হিসেবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে একটি টেস্ট খেলতে পারেননি তিনি। পাঁচ দিন সবার থেকে আলাদা হয়ে থাকতে হয়েছে তাঁকে।

করোনার হানা

১৯ সেপ্টেম্বর আরব আমিরাতে শুরু হবে আইপিএল। বিদেশ বিভুঁইয়ে টুর্নামেন্ট আয়োজনের জন্য সরকারের সবুজ সংকেতও পেয়ে গেছে বিসিসিআই। কিন্তু যে করোনার ভয়ে ভারতে আয়োজন না করে মরু দেশে শুরু হতে যাচ্ছে টুর্নামেন্ট, সেই করোনাই হানা দিয়েছে আইপিএলে। রাজস্থান রয়্যালসের ফিল্ডিং কোচ দিশান্ত ইয়াগনিক আক্রান্ত হয়েছেন করোনাভাইরাসে।সাবেক উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান দিশান্তই তাঁর করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার খবরটি দিয়েছেন টুইটারে। লিখেছেন, ‘সবাইকে জানাচ্ছি, আমি করোনা পজিটিভ। গত ১০ দিনে যদি কেউ আমার সংস্পর্শে এসে থাকেন, দয়া করে পরীক্ষা করিয়ে নিন।’আইপিএলের প্রথম চ্যাম্পিয়ন রাজস্থান রয়্যালসের পক্ষ থেকেও দলের ফিল্ডিং কোচের করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার খবর নিশ্চিত করা হয়েছে। দলের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘বিসিসিআইয়ের নির্দেশনা মেনে দুইটি টেস্টের বাইরেও নিজেরা একটি বাড়তি টেস্ট করিয়েছি। যাতে প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয়। গত ১০ দিনে দিশান্তের কাছাকাছি আসা সবাইকে করোনা পরীক্ষা করার অনুরোধও জানিয়েছি আমরা।’ তবে দলের বিবৃতিতে গত কিছুদিনে দিশান্তের সংস্পর্শে কোনো খেলোয়াড় আসেনি বলেও নিশ্চিত করা হয়েছে, ‘আমরা নিশ্চিত যে, গত ১০ দিনে রাজস্থানের কোন খেলোয়াড় দিশান্তের সংস্পর্শে আসেনি।’ বিবৃতিতে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত দিশান্তের দ্রুত সুস্থতাও কামনা করেছে রয়্যালস।করোনা ‘পজিটিভ’ হওয়ার পর এক হাসপাতালে আইসোলেশনে আছেন দিশান্ত। তবে ৫০টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলা সাবেক এই উইকেটরক্ষক-ব্যাটসম্যানের আশা, আইপিএল শুরুর আগেই তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন। ‘বিসিসিআইর স্বাস্থ্য বিধি মেনে এখন ১৪ দিনের কোয়ারেন্টিনে থাকতে হবে আমাকে। করোনা পরীক্ষায় দুই বার নেগেটিভ হওয়ার পরই আমি আরব আমিরাতে রাজস্থান রয়্যালসে যোগ দিতে পারব’টুইট করে জানিয়েছেন দিশান্ত।ঘরোয়া ক্রিকেটে রাজস্থানের প্রতিনিধিত্ব করা দিশান্ত ২০১১ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত রয়্যালসের হয়ে আইপিএলে খেলেছেন।

পাকিস্তানের অধিনায়ককে দোষ দেওয়া ‘অবিচার’

ওল্ড ট্রাফোর্ডে ম্যাচটা কীভাবে হেরে গেল পাকিস্তানএ নিয়ে আক্ষেপ পাকিস্তানজুড়েই। টেস্টের চার দিন ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ছড়ি ঘুরিয়ে শেষ পর্যন্ত ৩ উইকেটে হেরে যাওয়া মেনে নিতে পারছেন না পাকিস্তানের অনেক সাবেক ক্রিকেটার। পাকিস্তানের কিংবদন্তি ফাস্ট বোলার ওয়াসিম আকরামের ক্ষোভটা অধিনায়ক আজহার আলীর ওপরই। তিনি মনে করেন ম্যাচের শেষ দিকে আজহারের ভুলেই পাকিস্তানের কাছ থেকে ম্যাচের লাগামটা চলে গেছে। তিনি অধিনায়ক বদলের কথাও বলেছেন।তবে পাকিস্তান থেকে সমালোচনার তির ছুটে এলেও ইংল্যান্ড থেকে সহমর্মিতার ঢালই পাচ্ছেন আজহার। সাবেক ইংলিশ অধিনায়ক মাইকেল আর্থারটন অবশ্য আজহারের পক্ষেই দাঁড়িয়েছেন। তিনি মনে করেন এমন চমৎকার একটা ম্যাচের পর আজহারকে নিয়ে এসব কথাবার্তা বলা অবিচার।দুই ফাস্ট বোলার শাহীন শাহ আফ্রিদি আর নাসিম শাহকে বেশি ব্যবহার না করা, লেগ স্পিনার ইয়াসির শাহকে দেরি করে আক্রমণে আনা...ম্যাচের শেষ দিকে কিছু কৌশলগত ভুল আজহার করেছিলেন বলে মনে করেন ওয়াসিম আকরাম। পেসারদের সঠিক পরামর্শও নাকি দিতে পারেননি পাকিস্তানি অধিনায়ক। আকরামের সঙ্গে সুর মিলিয়েছেন বেশ কয়েকজন সাবেক তারকাই।কিন্তু আথারটনের মত আকরামের ১৮০ ডিগ্রি বিপরীতে। আজহারের প্রতি এই সমালোচনাকে তাঁর চোখে ‘অবিচার’ মনে হচ্ছে জানিয়ে আথারটন বললেন, ‘প্রথমত পাকিস্তান টেস্টের বেশির ভাগ সময় দুর্দান্ত খেলেছে। জয়ই ছিল প্রত্যাশিত। এ ধরনের একটা ম্যাচ যখন কোনো দল শেষ মুহূর্তে হেরে যায়, তখন স্বাভাবিকভাবেই শেষের অংশটুকুর প্রতি সবার দৃষ্টি পড়ে। শেষটা কেন ভালো হলো না, সেটি নিয়ে কথাবার্তা হয়। এটা সহজ ব্যাপারই। কিন্তু গোটা টেস্টের দিকে তাকালে দেখা যায়, পাকিস্তান ওল্ড ট্রাফোর্ডে কতটা ভালো খেলেছে।’তিনি এই ম্যাচে পাকিস্তানের ভালো খেলার ব্যাপারটিতে সবার দৃষ্টি দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন, ‘আমি যদি আজহারের প্রসঙ্গে কথা বলি তাহলে আমি ম্যাচে পাকিস্তানের পারফরম্যান্স নিয়েই কথা বলতাম। পাকিস্তানেরও উচিত নেতিবাচক দিকগুলোর দিকে না তাকানো।’ওল্ড ট্রাফোর্ডে প্রথম ইনিংসে ভালো লিড পেয়েও দ্বিতীয় ইনিংসের ব্যর্থতাটা বড় হয়েই দেখা দিচ্ছে পাকিস্তানের ক্ষেত্রে।

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ১৩ই ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত NTS পরীক্ষার প্রবেশ পত্র ১লা ডিসেম্বর থেকে ৩রা ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখের মধ্যে বিদ্যালয়ের প্রতিনিধি উপযুক্ত প্রমাণ দিয়ে এস.সি.ই.আর.টি আগরতলা অফিস থেকে সংগ্রহ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

স্বাক্ষর
(এ. দত্ত) উপ অধিকর্তা
এস.সি.ই.আর.টি,
আগরতলা

ICA/D-870/2020-21

PNIeT No. e-PT-XXII/EE/RDISTB/2020-21,
Dated-06/11/2020

On behalf of the 'Governor of Tripura The Executive Engineer, R.D Santirbazar Division, Santirbazar, South Tripura' invites item wise separate e-tender (Two bid) from the eligible bidders in PWD Form-9 up to 3.00 P.M. on 23/11/2020 for Hiring of 1 (One) No Bolero, 1 (One) No Maruti Omni Van, Various permissible Machineries & Procurement of foot based sewing mach'ne under the jurisdiction of RD Santirbazar Division. For details visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at M-8787450077 I 7005841976. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-2130/2020-21

Executive Engineer
RD Santirbazar Division
Santirbazar, South Tripura

No. F. 6(4)-TIT/EXAM/2007-08/

Academic Notification

A special Supplementary Examination will be held fir th November 2020 for outgoing Final year students of 6th semester Diploma under Tripura University. All concerned students of TIT with incomplete result are advised to report to the Examination form with requisite fees. Examination section of the Institute on 18/11/2020 & 19/11/2020 positively to fill up the Examinition form the requisite fees.

ICA/D-869/2020-21

Principal, TIT

PNIeT NO- 99/EE/PVITD(DWS)/AMB/2020-21

The Executive Engineer, DWS Division Ambassa, Dhalai District, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura, single bid percentage rate e-tender. The details are below;

Sl NO	DNIeT No	Estimated Cost	Deadline for bidding
1	DNIe-T No.152/EE/PWD(DWS)/AMB/2020-21	1792647.00	01-12-2020
2	DNIe-T No.153/EE/PWD(DWS)/AMB/2020-21	1792647.00	
3	DNIe-T No.156/EE/PWD(DWS)/AMB/2020-21	1792647.00	
4	DNIe-T No.157/EE/PWD(DWS)/AMB/2020-21	1792647.00	
5	DNIe-T No.158/EE/PWD(DWS)/AMB/2020-21	1792647.00	

All details can be seen press notice & bid documents for the work on website www.tripuratende.rs.uovin at free of cost. For contact 03826-267230/9436355955

For and on behalf of Governor of Tripura

ICA/C-2124/2020-21

(Er. H. Chakma)
Executive Engineer DWS Division,
Ambassa, Dhalai District, Tripura
dt. 10-11-2020

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

মঙ্গলবার গভীর রাতে রাধানগর এলাকায় অগ্নিকান্ড

পালিয়েও নিস্তার নেই, বেঙ্গালুরু হিংসা মামলায় ধৃত প্রাক্তন মেয়র

বেঙ্গালুরু, ১৭ নভেম্বর (হি.স.): বেঙ্গালুরুতে হিংসাত্মক মামলায় কংগ্রেস নেতা তথা বেঙ্গালুরুর প্রাক্তন মেয়র সম্পত রাজকে গ্রেফতার করল পুলিশ। সেন্ট্রাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের যুগ্ম কমিশনার সন্দীপ পাটিল জানিয়েছেন, ডি জে হাল্লি এবং কে জি হাল্লি হিংসাত্মক মামলায় কংগ্রেস নেতা তথা বেঙ্গালুরুর প্রাক্তন মেয়র সম্পত রাজকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বেঙ্গালুরু থেকেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার পর বেঙ্গালুরুর একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন সম্পত রাজ।

কিন্তু, হাসপাতাল থেকে সে পালিয়ে যায়। তারপর থেকেই প্রাক্তন মেয়র সম্পত রাজকে খুঁজছিল পুলিশ। সম্প্রতি রিয়াজউদ্দিন নামে একজনকে গ্রেফতার করেছিল সেন্ট্রাল ক্রাইম ব্রাঞ্চ। রিয়াজউদ্দিনই সম্পত রাজ ও তাঁর সহযোগী আব্দুল রাকীব জাকিরকে বেঙ্গালুরু থেকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল। এছাড়াও নাগারাহোলের কাছে একটি ফার্ম হাউসে তাঁদের আশ্রয় দিয়েছিল রিয়াজউদ্দিন। গত ১১ আগস্টের হিংসা মামলায় অভিযুক্ত ছিলেন সম্পত রাজ। অবশেষে তাঁকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

ভারতে ৮৮.৭৪-লক্ষ করোনা-সংক্রমণ, মৃত্যু বেড়ে ১,৩০,৫১৯

নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর (হি.স.): করোনার দৌরাত্ম্য বেড়েই চলেছে ভারতে। বাড়তে বাড়তে ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৮৮,৭৪,২৯১-এ পৌঁছে গেল। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (সোমবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ৪৪৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ২৯,১৬৪ জন। ভারতে গত কয়েকদিন ধরে দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা কমেই চলেছে।

৪৪৯ বেড়ে মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৩০,৫১৯ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে সুস্থ হয়েছেন ৪০,৭৯১ জন, ফলে এযাবৎ দেশে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৮২,৯০,৩৭১ জন রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৪ লক্ষ ৫৩ হাজার ৪০১ জন, বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে কমেছে ১২,০৭৭ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দেশে দৈনিক নতুন করে কোভিড-আক্রান্তের সংখ্যা যেমন কমেছে, তেমনই কমেছে প্রতিদিনের মৃত্যুর সংখ্যাও। অ্যাক্টিভ রোগীর সংখ্যাও নিম্নমুখী।

বিশালগড় বিদ্যালয় পরিদর্শকের নিকট মাদ্রাসা শিক্ষকদের ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৬ নভেম্বর।। অল ত্রিপুরা মাদ্রাসা টিচার্স এসোসিয়েশন রাজ্য কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিশালগড় মহকুমা কমিটির এক প্রতিনিধি দল বিশালগড় বিদ্যালয় পরিদর্শক আশুন কুমার ত্রিপুরার নিকট ১০ দফা দাবির ভিত্তিতে ডেপুটেশন প্রদান করেন।

উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক নিত্যানন্দ পাল, সদস্য মাওলানা জাকির হোসাইন, মহকুমা কমিটির সভাপতি মহরম আলী, সম্পাদক পবিত্র সিনহা, সহ-সভাপতি আব্দুল মোতালেব প্রমুখ। বিদ্যালয় পরিদর্শক দাবিগুলোর প্রতি সহমত প্রকাশ করে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পাঠানো হবে বলে জানিয়েছেন। পাশাপাশি পানীয় জল, বাউন্ডারি ওয়াল ও জয়েন ভেঞ্চের জন্য বিভাগীয় দপ্তর এর সাথে যোগাযোগ করার জন্য সংগঠনের কর্মকর্তাদের আবেদন করেন তিনি। সংগঠনের দাবিগুলো ছিলো-

১) এস পি ই এম এম মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকদের অন্যান্য বিদ্যালয়ের নেয় ১০০০ টাকা অনারিয়াম প্রদান করা।

২) মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের জেনারেল পাঠ্যবইয়ের মত আরবী পাঠ্যবই প্রদান করা।

৩) মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের সকল ধরনের স্টাইপেন্ড প্রদান করা।

৪) যে সমস্ত মাদ্রাসায় টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চসহ অন্যান্য আসবাবপত্র নেই, অবিলম্বে প্রদান করা।

৫) যে সমস্ত মাদ্রাসায় পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই, ঐ সকল মাদ্রাসা পানীয় জলের সুব্যবস্থা করা।

৬) প্রতিটি মাদ্রাসায় ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পৃথক পৃথকভাবে শৌচালয়ের ব্যবস্থা করা।

৭) মাদ্রাসাগুলোর সার্বিক উন্নয়নে বা শিক্ষকদের বদলি সংক্রান্ত বিষয়ে বিভাগীয় কমিটির কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করা।

৮) ১২৯ টি এস পি ই এম এম মাদ্রাসায় একজন করে উর্দু এবং জেনারেল শিক্ষক নিয়োগ করা।

৯) যে সমস্ত মাদ্রাসায় বাউন্ডারি ওয়াল নেই, বাউন্ডারি ওয়াল প্রদান করা।

১০) মাদ্রাসার শূন্যপদ গুলো অবিলম্বে পূরণ করা, ইত্যাদি।

মেঘলিপাড়ায় ফাঁসিতে আত্মঘাতী এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর।। রানির বাজার থানা এলাকার মেঘলিপাড়ার সাধু টিলায় এক ব্যক্তি আত্মহত্যা করেছে। তার নাম বিকাশ মুন্ডা। পেশায় সে একজন চা বাগান শ্রমিক। তার দুই সন্তান এবং স্ত্রী রয়েছে। মৃতের ভাই জানিয়েছে কালিপূজার দশমী শেষে বাড়িতে ফিরে এসে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করে।বাড়ির লোকজনরা তার ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পেয়ে স্থানীয় লোকজনদের বিষয়টি জানান। তারপর খবর পাঠানো হয় রানির বাজার থানায়।খবর পেয়ে রানির বাজার থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। ময়নাতদন্তের পর মৃত দেহটি পরিবারের লোকজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ফাঁসিতে চা বাগানের শ্রমিকের আত্মহত্যার সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।পুলিশ প্রাথমিকভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যু জনিত মামলা গ্রহণ করে এ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত আত্মহত্যার সঠিক কোন কারণ জানা যায়নি।পরিবারের তরফ থেকে জানানো হয়েছে পারিবারিক কোন ঝামেলা ছিল না।স্বাভাবিক কারণেই প্রশ্ন উঠেছে পারিবারিক ঝামেলা না থাকা সত্ত্বেও কেন ওই চা বাগান শ্রমিক ফাঁসিতে আত্মহত্যার পথ বেছে নিল।

কাকড়াবনে বাড়ছে চুরি, ধরপাকড় করছে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৭ নভেম্বর।। কাকড়াবন থানার অন্তর্গত বেশ কিছুদিন ধরেই বাইক চুরির হিড়িক পড়েছে কখনো বাজার থেকে বা কখন বাড়ি থেকে বা অফিসের সামনে থেকে বাইক উধাও এই বাইক চুরি ঘটনা নিয়ে বহুবার কাকড়াবন থানায় বাইক মালিকরা বাইক চুরির রিপোর্টও লেখিয়ে ছিলেন। কিন্তু পুলিশ কাউকে ধরতে সক্ষম হয়নি। গত ১৪ তারিখ কাকড়াবন থানার সামনে থেকে মেলাঘরের বাসিন্দা প্রিয়তোষ দাসের নতুন পালসার বাইকটি হঠাৎ উধাও।এই ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে সংশ্লিষ্ট এলাকায়। সাথে সাথে বাইক মালিক কাকড়াবন থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। কাকড়াবন থানার সাব-ইন্সপেক্টর শংকর সাহা ঘটনাটি তদন্ত করতে সরোজমিনে নামেন। ছয়ের পাতায় দেখুন

অপপ্রচারের যোগ্য জবাব দিলেন ব্লক চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ১৭ নভেম্বর।। অপপ্রচারের যোগ্য জবাব দিলেন ব্লক চেয়ারম্যান। সরাসরি মানুষের অভিযোগ শুনলেন এবং আশ্বাস দিলেন ২৫ বছরে যা হয়নি তা একবছরে করে দেবো। প্রসঙ্গত - সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে উত্তর জেলার বিষ্ণুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নং ওয়ার্ডে বিশুদ্ধ পানীয় জল, শৌচালয় ও রাস্তা নেই বলে যে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে তার তীব্র নিন্দা করেন কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুব্রত দেব। তিনি কদমতলা ব্লকের ব্লক আধিকারিক কমল দেববর্মা ও ডি ডাব্লিউ এস দপ্তরের এক আধিকারিককে সাথে নিয়ে এই এলাকা পরিদর্শনে যান। চা বাগিচা অধ্যুষিত এলাকার মানুষের ভরসা একটিমাত্র রিংওয়েল। এখন জল আছে তবে শুকনো মৌসুম পুরোপুরি আসতেই জল থাকবেনা। তিনি এলাকার মানুষকে আশ্বাস দেন যে, দ্রুত ওই এলাকায় একটি পানীয় জলের উৎস নির্মাণ করা হবে। তাছাড়া বিষ্ণুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে ৯১৩ টি পরিবার রয়েছে। তারমধ্যে ৪৬৯ টি পাকা শৌচালয় সরকারিভাবে প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে ঐ এলাকার বেশ কয়েকটি বাড়িতে শৌচালয় নির্মাণের কাজ চলছে সেগুলি পরিদর্শন করার পাশাপাশি এলাকার মানুষের সাথে কথা বলেন। এলাকার মানুষ চেয়ারম্যান ও বিডিওকে পেয়ে তাদের দাবি-দাওয়া গুলি তুলে ধরেন। তাদের দাবি রাস্তা ও পানীয় জল। ব্লক চেয়ারম্যান জানান রাস্তা নির্মাণের জন্য ওয়ার্ক অর্ডার ইস্টিমিট হয়ে গেছে, শীঘ্রই কাজ শুরু হবে।তারা পঞ্চায়েতের দায়িত্বভার নেওয়ার মাত্র এক বছর হয়েছে। ২৫ বছর বামেরা শুধু মুখে উন্নয়নের ডোল পিটিয়েছে কিন্তু বাস্তবে কিছু করে নাই। অথচ এখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। সরকারকে বদনাম করার চেষ্টা চলছে। জনগণ সচেতন তারা সবই বুঝেন।

করিমগঞ্জে গণধর্ষণ কান্ডের প্রতিবাদে উদয়পুরে কংগ্রেসের পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৭ নভেম্বর।। প্রতিবেশী রাজ্য আসামের করিমগঞ্জ জেলার নিলাম বাজারে রাজ্যের ২ জন উপজাতি রমনী ধর্ষনের ঘটনায় এবং উদয়পুরে জি ত্রিপুরা অফিসে আক্রমণের ঘটনার প্রতিবাদে এবং দোষীদের গ্রেপ্তার করে দোষীদের দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তির দাবিতে মঙ্গলবার উদয়পুর জেলা কংগ্রেস সড়ক অবরোধ করে ন উদয়পুর জেলা কংগ্রেস ভবনের সামনে চলা এই অবরোধের জেরে উদয়পুর শহরে যান চলাচল ব্যাহত হয় ন এদিন এই অবরোধে জেলা কংগ্রেস সভাপতি সৌমিত্র বিশ্বাস সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা উপস্থিত ছিলেন। অবরোধে কংগ্রেস কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি ছিলো লক্ষ্যণীয়।

আনন্দ মার্গ ইউনিভার্সাল রিলিফ টিমের পরিচালনায় পানিসাগরে ভাইফোঁটা উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ১৭ নভেম্বর।। বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব বোধ সাপন কল্পের সংকল্প নিয়ে উওর ত্রিপুরার গার্লস প্রাউটিস্ট এর সহায়তায় আনন্দ মার্গ ইউনিভার্সাল রিলিফ টিমের পরিচালনা পানিসাগরে গতকাল অনুষ্ঠিত হয় ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া তিথি উপলক্ষে 'ভাই ফেঁটা উৎসব '। উক্ত অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় পানিসাগর মহকুমার চামটিলা সিত আনন্দ মার্গ আশ্রমে।এতে উপসিত ছিলেন আনন্দ মার্গ আশ্রমের অধ্যক্ষ জগন মিএা নন্দ অবধুত মহাশয়,গার্লস প্রাউটিষ্ট এর আচার্যা সুস্মিতা অবধুতিকা এবং ভুক্তি কমিটির সক্রিয় সদস্য বিভাষ দাস মহাশয়।এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অসংখ্য শুভানুধ্যায়ী গন।ভাই ফেঁটা উৎসবকে কেন্দ্র করে গতকাল সকাল ৮ টা থেকে শুরু হয় কীর্তন।দুই ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হয় সাধনা সাধ্যায় এবং তিন ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হয় ভাই ফেঁটা অনুষ্ঠান ও আহার পর্ব।ভ্রাতৃত্ব বোধ সাপনের লক্ষে ভগিনী গন হাতে ফেঁটার সামগ্রী নিয়ে প্রথমেই লৌকিক সম্পর্ক বজায় রেখে ভ্রাতা গনের কপালে ফেঁটা পরিয়ে দেন।সাথে নিয়ে আসে বাহারি ধরনের মন্ডা মিঠাই।বাহারি ধরনের মিষ্টি মুখের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটিকে আরও প্রানবন্ত করে তুলতে বোনদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় পনমুখ উপসিত ভ্রাতা গন।অভিনব পর্যায়ে এ ধরনের গনহারে ভাই ফেঁটা উৎসবকে কেন্দ্র করে গোটা মহকুমা জোরে ভ্রাতা ও ভগীনি গনের মধ্যে খুশির আবাস পরিলক্ষিত হয়।

উত্তর জেলা সফরে এলেন বিজেপির প্রদেশ সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ১৭ নভেম্বর।। ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির নবনিযুক্ত রাজ্য সভাপতি হবার পর বিজেপি রাজ্য সভাপতি ডক্টর মানিক সাহার আজ প্রথম উত্তর জেলায় আগমন।তারই জন্য আজ সকাল থেকেই বিজেপি কর্মী সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে। বিজেপি প্রদেশ সভাপতিকে স্বাগত জানাতে বিজেপি মহিলা কর্মীরা ধর্মনগর বিবেকানন্দ সার্ধশতবার্ষিকী ভবনের সামনে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন।পরবর্তীতে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের বাইক রেলির মাধ্যমে ধর্মনগর বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী ভবনে প্রবেশ করলেন রাজ্য সভাপতি মানিক সাহা। তারপর ধর্মনগর বিবেকানন্দ সার্ধশতবার্ষিকী ভবনে বিজেপি উত্তর জেলা কমিটির পক্ষ থেকে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

ত্রিপুরায় সাফল্যের সাথে রূপায়িত হচ্ছে রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রম

আগরতলা, ১৭ নভেম্বর (হি.স.) : ত্রিপুরায় রাষ্ট্রীয় বাল (শিশু) স্বাস্থ্য কার্যক্রম সাফল্যের সাথে রূপায়িত হচ্ছে। এই কর্মসূচির লক্ষ্য হচ্ছে, যে সমস্ত শিশু জন্মগত রোগ, বিকাশগত ত্রুটি অথবা শারীরিক প্রতিবন্ধকতার শিকার তাদের বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান করা। জন্ম থেকে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের এই সুবিধা প্রদান করা হয়।

রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির সদস্য-সচিব জানিয়েছেন, এ-সমস্ত রোগীকে শনাক্ত করার জন্য চিকিৎসক এবং অন্যান্য চিকিৎসাকর্মীদের নিয়ে গঠিত জেলা এবং মহকুমাভিত্তিক দল গঠন করা হয়েছে যাঁরা বিদ্যালয় এবং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে গিয়ে এ-সমস্ত শিশুদের শনাক্ত করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। বিদ্যালয় এবং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র বন্ধ থাকায় এই টিম ২০২০ সালের এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ৭৫৭টি গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবসে এবং ১,১৮৫টি রুটিন টীকাকরণ সেশনে গিয়ে শিশুদের পরীক্ষা করেছেন।

তিনি জানান, ২০২০ সালের এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত চিকিৎসক এবং অন্যান্য চিকিৎসাকর্মীদের নিয়ে গঠিত আরবিএসকে টিম মোট ১৪,৮৬৮টি শিশুকে পরীক্ষা করেছে। এই সময়কালে বাঁকা পা বা ক্লাব ফুট রোগ নিয়ে জন্মানো ১৮টি শিশুর সরকারিভাবে চিকিৎসা হয়েছে। তিনি বলেন, যে-সমস্ত শিশু হৃদরোগ নিয়ে জন্মায় তাদের এই প্রকল্পের আওতায় সরকারি খরচায় চিকিৎসা করা হয়। এখন পর্যন্ত ১৭ জন এ রকম শিশুকে সম্পূর্ণ সরকারি খরচায় বাইরের রাজ্যের বেসরকারি উন্নতমানের হাসপাতালে ও রাজ্যে অপারেশন করা হয়েছে। ক্লেফট লিপ বা ক্লেফট প্যালেট অথবা ঠোঁট বা তালু কাটা একজন শিশুর অপারেশন ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে হয়েছে। আরও ৩৭ জনকে ইতিমধ্যেই শনাক্ত করা হয়েছে।

সদস্য-সচিব জানান, শ্রবণশক্তির সমস্যা রয়েছে এমন ১৯ জনের, জন্মগত বধিরতা রয়েছে এমন ৫ জনের এবং জন্মগত চোখে দেখার সমস্যা রয়েছে এমন ১৬ জনের চিকিৎসা এই সময়কালে বিনামূল্যে হয়েছে। তাঁর দাবি, যে-সমস্ত শিশু উপরোক্ত যে-কোনও অসুখে ভুগছে, তাদের অভিভাবকগণ এই দলের সঙ্গে অথবা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক কিংবা জেলা হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট এবং মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক (এসডিএমও)-এর সঙ্গে যোগাযোগ করে নাম তালিকাভুক্ত করতে পারেন।

বাজারে এসে গেলো রসালো ফল কমলা। ছবি-নিজস্ব।

হরিনায় সিপিআইএম পার্টি অফিস পুড়িয়ে দিল দুস্কৃতিকারীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলেফা, ১৭ নভেম্বর।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সাবরুম এর হরিনায় সিপিআইএম পার্টি অফিস পুড়িয়ে দিয়েছে দুষতিকারীরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র রাজনৈতিক উত্তেজনা বিরাজ করছে। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে,বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে হরিনায় পার্টি অফিসটি বন্ধ রাখা হয়।বিরোধীদল সিপিআইএমের অভিযোগ শাসক দলের একাংশের দুর্বৃত্তদের হামলার কারণে পার্টি অফিসটি বন্ধ রাখতে বাধ্য হন তারা।বন্ধ করে রাখা সিপিআইএম পার্টি অফিসটি শেষপর্যন্ত আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছে দুষ্কৃতীরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। এ ঘটনার জন্য শাসকদলের দুর্বৃত্তদের সরাসরি দায়ী করেছে বিরোধী দল সিপিআইএম।এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাস বলেন রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে শাসক দলের একাংশ দুর্বৃত্ত সিপিআইএম পার্টি অফিসে হামলা ভাঙচুর এবং অগ্নিসংযোগের ঘটনা ক্রমাগত সংগঠিত করে চলেছে।এ ধরনের কার্যকলাপ ফ্যাসিস্ট সুলভ কার্যকলাপের অন্যতম নজির বলে সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অবিলম্বে এ ধরনের কার্যকলাপ বন্ধ করে স্বাধীনভাবে রাজনৈতিক অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য দাবি জানিয়েছে বিরোধী দল।রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন বন্ধ না হলে রাজ্যে অশান্তির পরিবেশ আরো বাড়বে বলেও অভিমত ব্যক্ত করেছেন।শুধু সিপিআইএম পার্টি অফিসে হামলা ভাঙচুর এবং অগ্নিসংযোগের ঘটনায় নয় রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিরোধী দলের নেতাকর্মী সমর্থকদের ওপর প্রতি নিয়ত এ ধরনের ঘটনা ঘটে চলেছে বলে তিনি অভিযোগ করেছেন।এ ধরনের ঘটনা বাকস্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ বলে আখ্যায়িত করেছে সিপিআইএম।

ইয়াকুব নগর সীমান্তে বিএসএফের হাতে আটক আরো চারটি গবাদী পশু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর মহাকুমার কদমতলা থানা এলাকার ইয়াকুব নগর সীমান্তে বিএসএফের হাতে আটক হলো আরো চারটি গরু। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে ইয়াকুব নগর বিওপির জওয়ানরা সীমান্তে যখন টহল দিচ্ছিল তখন পাচারকারীরা গরু সীমান্তের ওপারে পাচারের চেষ্টা করছিল।ঘটনা প্রত্যক্ষ করে বিএসএফের টহলদারি বাহিনী এগিয়ে আসে।বিএসএফের টহলদারি বাহিনীর ধাওয়া খেয়ে গরু পাচারকারীরা গরু গুলি ফেলে পালিয়ে যায়। সীমান্ত এলাকা থেকে চারটি গরু আটক করেছে বিএসএফ জওয়ানরা।আটক করা গরু গুলো মঙ্গলবার সকালে কদমতলা থানার পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে বিএসএফ জওয়ানরা। উল্লেখ্য এর আগেও বেশ কয়েকবার ইয়াকুব নগর সীমান্তে পাচারকালে গরু আটক করতে সক্ষম হয়েছে বিএসএফ জওয়ানরা। এই সীমান্তপথ দিয়ে প্রতিনিয়ত বাংলাদেশে গরু পাচার হচ্ছে বলে জানা গেছে। বিএসএফের জওয়ানরা সক্রিয় থাকায় কিছুদিন পরপরই পাচারকালে গরু আটক হচ্ছে। গরু পাচার বন্ধ করতে বিএসএফকে আরো কঠোর মনোভাব গ্রহণ করার জন্য স্থানীয় জনগণ জোরালো দাবি জানিয়েছেন।

পুলিশ ও বিএসএফ জওয়ানরা যৌথ অভিযানে প্রচুর পরিমাণ নেশাজাতীয় সামগ্রী উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর।। পুলিশ এবং বিএসএফ জওয়ানরা যৌথ অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমাণ নেশাজাতীয় সামগ্রী উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে সিধাই থানা এলাকা থেকে পুলিশ এবং বিএসএফ জওয়ানরা যৌথ অভিযান চালিয়ে একটি গাড়ি আটক করে।বিএসএফের গোয়েন্দা বিভাগের কাছে সুনির্দিষ্ট খবর ছিল একটি গাড়িতে করে প্রচুর পরিমাণ গাঁজা পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।বিএসএফের গোয়েন্দা বিভাগের এই সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে থানার পুলিশ এবং বিএসএফ জওয়ানরা গাড়িটি আটক করার জন্য ওত পেতে থাকে। যথারীতি গাড়িটিকে আটক করা সম্ভব হয়। গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে প্রচুর পরিমাণ শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এ ব্যাপারে সিধাই থানায় একটি মামলা গৃহীত হয়েছে।বিএসএফের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন উদ্ধার করা গাজার বাজারমূল্য প্রায় সাড়ে চার লক্ষ টাকা। আটক করা গাড়ি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে গাড়ি বোঝাই করে গাজা নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছিল বলে জানা গিয়েছে।বিএসএফের গোয়েন্দা বিভাগের সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে সিধাই থানারপুলিশ এবং বিএসএফ জওয়ানরা অভিযান চালানোর ফলে পাচারকারীদের পাচারের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে পুলিশ এবং বিএসএফের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।